শিক্ষক

নিখিল বাংলার শিক্ষক সমাজের মুখপত্র

জাতির কল্যানে-

কুমারেশ

স্বাস্থ্য রক্ষার সহ

মহীতোষ রায় চৌধুরী

ম সংখ্যা ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬০

রূপের কলিকে সৌন্দর্য্য কুসুমে বিকশিত তোলাই এই প্রসাধনীর সাধনা। রূপ সাধিকাদের নিকট তাই ইহা চিরকাম্য সৌন্দ সুরম্য সম্ভার।

ক্যালকেমিকোর

মাগো সোপ

নিম টুথ পেষ্ট

ভৃঙ্গল সুবাসিত মহাভৃঙ্গর কেশ তৈল

লাবনি স্নো ও ক্রী

কান্তা মনোমদ গন্ধস

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লি
কলিকাতা

াদের প্রকাশিত প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিভাগের পুস্তক সম্বন্ধে বাংলার কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির অভিমত।

বাংলার বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীসুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ., ডি. লিট.), এফ. আর. এ. এস. বি., ভাষাচার্য, সাহিত্য-বাচস্পতি, বলেন—

বইগুলির রচনা ও বাহ্য সৌষ্ঠব উভয়ই চমৎকার হইয়াছে। স্বাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

* * * *

ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. পি-এইচ. ডি., রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ও কলিকাতা ালয়ের ফেলো, বলেন—

ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়া ইহাদের দ্বারা শিক্ষার মান ও আদর্শ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

স্বাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩।৩।৫২

* * * *

শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., 'চেতলা বয়েজ স্কুল'-এর প্রধান শিক্ষক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ৎ-এর সভ্য, বলেন—

এমন সর্বাঙ্গসুন্দর বই……প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে দেখে শিক্ষাব্রতী আমরা খুবই আশান্বিত ারি।

স্বাঃ শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * * *

নিবারের চিঠি" সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, বলেন—

'দি সিটি বুক কোম্পানী' কর্তৃক প্রকাশিত ছয় খানি শিশুপাঠ্য বই মনোযোগের সঙ্গে দেখিয়া ষ আশান্বিত হইলাম। বইগুলির বহুল প্রচার কামনা করি। স্বাঃ সজনীকান্ত দাস, ২০।৮।৫২

* * * *

ত সাহিত্যিক প্রবোধ কুমার সান্যাল বলেন—

আমার বিশ্বাস এত সহজে এত বিভিন্ন বিষয়ে এমন করিয়া কোন প্রকাশক অদ্যাবধি শিশুদলকে রিয়া তুলিবার সর্বজনগ্রাহ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। স্বাঃ প্রবোধ কুমার সান্যাল, ৩০।৩।৫২

* * * *

হীতোষ রায় চৌধুরী, এম. এ., বি. এল., বঙ্গবাসী কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, শিক্ষক পত্রিকা, সভাপতি, নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, বলেন—

……প্রত্যেকখানি পুস্তকেরই এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য শিক্ষক ও ছাত্র-সমাজে াবে আদৃত হওয়া উচিত। স্বাঃ মহীতোষ রায় চৌধুরী

* * * *

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম. এ., বি. এল., বলেন—

"দি সিটি বুক কোম্পানী" কর্তৃক প্রকাশিত শিশুপাঠ্য পুস্তক কয়খানি……দেখিয়া বড়ই আনন্দ রিলাম। এই বইগুলি লইয়া গৃহের শিশু-মহলে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। আমি এই শিশুপাঠ্য র বহুল প্রচার কামনা করি। স্বাঃ দেবপ্রসাদ ঘোষ

* * * *

সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন—

বইগুলো নাড়াচাড়া করে আমিও যথেষ্ট রস পেয়েছি। ছোট ছেলেমেয়েদের শেখাবার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী হয়েছে। এগুলির প্রণয়নে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে সে শিশুদের পক্ষে প্রীতিকর। স্বাঃ অন্নদাশঙ্কর রায়, দার্জিলিং, ১৫।৫।৫২

টি বুক কোম্পানী ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয় সমূহের জন্য অনুমোদি

(বিজ্ঞপ্তি নং ২২ টি. বি., ২৯।১১।৫০ এবং ১ টি. বি. ২৬।২।৪২ দ্রষ্টব্য) এবং নির্দিষ্ট পুস্তকের তালিক

প্রথম শ্রেণী

কথা-শেখা
(অনুমোদিত)
ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
ও
গোবিন্দমোহন গুপ্ত

লেখা-শেখা
ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
ও
গোবিন্দমোহন গুপ্ত

আঁক-শে
(অনুমোদিত
ক্ষিতিনাথ চট্টোপ
ও
গোবিন্দমোহন

দ্বিতীয় শ্রেণী

পড়া-শেখা
(অনুমোদিত)
ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
ও
গোবিন্দমোহন গুপ্ত

গল্পের ফোয়ারা
সহপাঠ্য
(অনুমোদিত)
জ্যোতিপ্রভা দাশ গুপ্তা

গল্পের ঝরণা
সহপাঠ্য
(অনুমোদিত)
জ্যোতিপ্রভা দাশ গুপ্তা

আঁক-শে
(২য় ভাগ)
ক্ষিতিনাথ চট্টে
ও
গোবিন্দমোহন

তৃতীয় শ্রেণী

ইতিহাসের ছবি
(অনুমোদিত)
ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
ও
গোবিন্দমোহন গুপ্ত

সমাজ জ্ঞানের ছবি
দি সিটি বুক কোং

পরিবেশের ছবি
(অনুমোদিত)
ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
ও
গোবিন্দমোহন গুপ্ত

হাতের কাজের ছবি
ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
ও
গোবিন্দমোহন গুপ্ত

স্বাস্থ্যের ছবি
ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
ও
গোবিন্দমোহন গুপ্ত

সাধারণ জ্ঞানের ছবি
ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
ও
গোবিন্দমোহন গুপ্ত

চতুর্থ শ্রেণী

পরিবেশ পরিচয়
(অনুমোদিত)
ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
দি সিটি বুক কোং

কিশোর ইতিহাস
জ্যোতিপ্রভা
দাশ গুপ্তা

স্বাস্থ্যের ছবি
ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
ও
গোবিন্দমোহন গুপ্ত

সমাজ জ্ঞা ছবি
দি সিটি

হাতের ছ
ক্ষিতিনাথচ
গোবিন্দমে

উপা
ব্যো
গীত

দি সিটি বুক কোম্পানী ঃ ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট ঃ কলিকাত

সঞ্চয়

থাকতে থাকতে

দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুন

দশ বৎসর মেয়াদী ট্রেজারি সেভিংস্ ডিপোজিটে জমা রেখে আপনার ভবিষ্যৎকে সুযোগ সম্ভাবনাময় করে তুলুন। আপনার অর্থের বিনিয়োগ দেশের কৃষি ও শ্রম-শিল্প পরিকল্পনায়, বাঁধ ও সেতু নির্ম্মানে, কুটিরশিল্প এবং সমাজের বিবিধ কল্যাণকর কাজে ব্যবহৃত হবে। পরিকল্পনাগুলি এই বিশাল ভূ-খণ্ডের প্রতিটি মানুষের পক্ষেই মঙ্গলদায়ক।

ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হন

আজ যে অর্থ বিনিয়োগ করবেন, কাল তা-ই হবে আপনার অবলম্বন। এই ট্রেজারি সেভিংস্ ডিপোজিটগুলি আয়কর মুক্ত এবং এ থেকে বার্ষিক শতকরা সাড়ে তিন টাকা হিসাবে সুদ পাওয়া যায়। দশ বৎসরের মেয়াদ অন্তে আসল টাকা দেয়া হয় এবং জমা টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকে। এখনই টাকা জমা দিয়ে আপনার পরিবারও দেশের ভবিষ্যৎকে অধিকতর সুযোগ সম্ভবনাময় করে তুলুন।

দশ বৎসর মেয়াদী

ট্রেজারী সেভিংস্ ডিপজিটে

টাকা রাখুন

ভারতবর্ষের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সাহায্য করুন

বিস্তৃত বিবরণের জন্য ন্যাশন্যাল সেভিংস্ কমিশনার, গর্টন ক্যাস্‌ল্, সিমলা অথবা আপনার রাজ্যের রিজিওনাল সেভিংস্ অফিসারের নিকট লিখুন

AC 811

সূচীপত্র অগ্রহায়ণ, ১৩৬০

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	২৩৯
অভিভাবকের জন্য—ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ	২৩৬
প্রেষণা ও উপযোজন—শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৪১
গল্প বলা—শ্রীবিমলহরি দাস	২৪৭
গল্প ও কাহিনী	
রূপ ও বৈচিত্র—অধ্যাপক শ্রীসুনীলকুমার বসু	২৪৯
বাড়ীর পুজো—ডাঃ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২৫২
অস্বাভাবিক সংবাদ—অধ্যাপক শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ	২৫৫
জীবন নাটিকা খানি (কবিতা)—শ্রীমুরারি মোহন বিশ্বাস	২৫৬
বসন্ত-সেনাকে (কবিতা)—শ্রীপ্রভাকর মাঝি	২৫৭
শ্মশান (কবিতা)—শ্রীনির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৫৭
দেশ বিদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা	
ডেনমার্কের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি দিক—শ্রীমোহিত কুমার সেন গুপ্ত	২৫৮
পল্লীগুরুর সাহিত্য সাধনা	
শিশুর সামাজি ও নৈতিক শিক্ষা—শ্রীনারায়ণচন্দ্র নায়ক	২৬৩
সাধনা (কবিতা)—শ্রীপীযুষ ব্যানার্জী	২৬৫
ভারতের পুত্র (কবিতা)—শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৬
ছোটদের দপ্তর	
ইউরোপ যাত্রীর পত্র—শ্রীসুনীল রায় চৌধুরী	২৬৭
আমার রাজ পুত্তুর—শ্রীশান্তশীল দাশ	২৬৯
বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্ত্তা	২৭০
বাংলার শিক্ষক আন্দোলন	
শালবনী থানা প্রাঃ শিঃ সম্মেলন	২৭১
ঘাটাল প্রাঃ শিঃ সম্মেলন	২৭২
নদীয়া গণ শিক্ষার কর্ম্মী সম্মেলন	২৭২
অভাব অভিযোগ	২৭৩
মাসপঞ্জী	২৭৪
শিক্ষা সংবাদ	২৭৫
গ্রন্থ সমালোচনা	২৭৮

ভ্রম সংশোধন

"শিক্ষকের" গত নভেম্বর সংখ্যায় মেসার্স কমলা বুক ডিপোর বিজ্ঞাপন ছাপায় কতগুলি ভুল ছিল। সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে নিম্নে ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল।

১। প্রশ্নোত্তরে গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও পাটীগণিত—

শ্রীশিশির কণা দেবী, এম-এ, বি-টি মূল্য ২৲

২। ছেলেদের ভূগোল (ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

—শ্রীকুমুদ চন্দ্র রায়চৌধুরী,

এম-এ, এফ্ আর জি-এস্ মূল্য ৸৵০

ইণ্ডিয়ান স্কুল সাপ্লাই ষ্টোর্স্

২০২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

আমরা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উচ্চ, মধ্য ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য উৎকৃষ্ট খাতা, ছাত্র হাজিরা বই, শিক্ষক হাজিরা বই, ছাত্র ভর্ত্তি বই, শিক্ষকগণের বেতনের বই, ক্যাস বই, পরিক্ষার ফলাফল বই, পাঠোন্নতির বিবরণ, ফি লেজার বই, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, পরিদর্শন বই, ভর্ত্তির আবেদন ফরম, বাৎসরিক রিটার্ণ দেওয়া ফরম, বেতন আদায়ের রসিদ বই, চাঁদা আদায়ের রসিদ বই, ইংরাজী এবং বাঙ্গালায় এস্কাইজ বুক, ম্যাপ্ গ্লোব; স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানের ছবি পিতলের শীলমোহর, চাপরাশ প্রভৃতি স্থলভে বিক্রয়ার্থ মজুত রাখি। বিদ্যালয়ের জন্য কমিশন দেওয়া হয় এবং পৃথক সেল টেক্স লাগে না। অর্ডার দিবা মাত্র যত্নের সহিত সত্বর মাল ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইয়া থাকি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

COPY OF

THE CALCUTTA GAZETTE, 29th, OCTOBER 1953

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, WEST BENGAL

NOTIFICATION No Syl,/37

Calcutta, the 1st October, 1953.

Text-Books for Classes VI—VIII for the Year. 1954.

It is hereby notified that the text-books for Classes VI to VIII which are current in 1953 and approved by the Board in the notifications No. Syl./2, **dated the 21st, December 1951** (excepting books on Science), No. Syl./9, dated the 23rd July, 1952, No. Syl./15, dated the 28th October, 1952, No. Syl/18, dated the 26th November, 1952 and No. Syl./20, dated the 31st March, 1953, published in Part IB of the *Calcutta Gazette* from time to time, will continue to be the text-books for the year 1954.

S. K. CHATTERJEA, Secretary.

নিউ বুক ষ্টল

৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক মহাশয়

মহাশয়, সমীপে—

বিজয়ার নমস্কার গ্রহণ করুন। চিরাচরিত প্রথানুসারে, নূতন বৎসর আগতপ্রায়। আমরা প্রকাশক। আমাদের সহিত আপনাদের একটি চিরন্তন সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। দেশের শিক্ষা বা সমাজের উন্নতির জন্য যেমন আপনাদের দায়িত্ব আছে, আমাদেরও সেইরূপ একটু কর্ত্তব্য আছে।

বর্ত্তমানে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার ভার কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষতের হস্তে স্থানান্তরিত হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষতের আদেশ অনুসারে **ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম** শ্রেণীর জন্য উল্লেখিত গেজেটে প্রকাশিত পুস্তক হইতে উপযুক্ত পাঠ্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তদনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষতের নির্ব্বাচিত আমাদের কয়েকখানি পুস্তকের একটি তালিকা আপনার নিকট পাঠাইলাম। আমাদের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিও বিভিন্ন ক্লাসের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে ছাপান হইয়াছে। কারণ এই সমস্ত পুস্তকের পরমায়ু মাত্র এই বৎসর। আগামী বৎসরে এইরূপ পাঠক্রম থাকিবে না—ইহা সুনিশ্চিত। আশা করি ছাত্র ও অভিভাবকদের সুবিধার জন্য প্রতি ক্লাসের উপযোগী স্বল্প মূল্যের পুস্তকগুলি পাঠ্য করিয়া বাধিত করিবেন।

নিবেদক

শ্রীগোপাল লাল পাল

নিউ বুক ষ্টল

৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

The following Books of the respective Classes are Approved by the Secondary Board, West Bengal. Vide Notification No. Syl/2, Dated 21st. December, 1951 and corroborated by the Gazette above.

ষষ্ঠ শ্রেণী

সাহিত্য—বাণী মঞ্জরী (চতুর্থ ভাগ)
—মোহিনীমোহন রায় ও গোপাল লাল পাল ৸৵০

ব্যাকরণ—সরল বাংলা ব্যাকরণ—মোহিনীমোহন রায় ১।০

ইতিহাস—দেশ বিদেশের কথা (১ম ভাগ)—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ ৸০

ভূগোল—ভূগোল প্রবেশ—পীযূষকান্তি দাশগুপ্ত ১৲

গণিত—গণিত প্রবেশ (২য়)—মোহিনীমোহন রায় ১৷৷০

সপ্তম শ্রেণী

সাহিত্য—সাহিত্য সন্দর্ভ (১)
—মোহিনীমোহন রায় ও গোপাল লাল পাল ১।০

ইংরাজী—New Course of Reading—H. P. Ghoshal ১৷৷০

ভূগোল—প্রবেশিকা ভূগোল—পঞ্চানন সিংহ ১৲

P.T.O.

অষ্টম শ্রেণী

সাহিত্য—সাহিত্য সন্দর্ভ (২য়)
—মোহিনীমোহন রায় ও গোপাল লাল পাল ১৷৷০

ভূগোল—প্রবেশিকা ভূগোল—পঞ্চানন সিংহ ১৲

নবম শ্রেণী

ভূগোল—প্রবেশিকা ভূগোল (IX & X)—পঞ্চানন সিংহ ৪৲
বিজ্ঞান—সরল বিজ্ঞান (IX & X)—স্নেহময় দত্ত ও
হেমেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩৲
Composition—Substance, Precis, Letter-Writing ২৲
—S. N. Banerjee, M. A.

ইহা ভিন্ন আমাদের আরও কয়েকখানি D. P. I. কর্তৃক অনুমোদিত পুস্তক।

পঞ্চম শ্রেণী

সাহিত্য—বাণী মঞ্জরী (৩য়) ৸০
—মোহিনীমোহন রায় ও গোপাল লাল পাল
ইংরাজী—India Primer—N, Mukherjee ১৲
বিজ্ঞান—সরল বিজ্ঞান—হেমেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় } Approved ১৵০
ইতিহাস—প্রাথমিক ইতিহাস—হীরালাল ভট্টাচার্য } 1953 ১৲
গোপাল লাল পাল
গণিত—গণিত প্রবেশ (২য়)—মোহিনীমোহন রায় ১৷৷০
হিন্দী—মেরী কিতাব—শ্রীমহেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী ৸০

চতুর্থ শ্রেণী

ভূগোল—প্রাথমিক ভূগোল ও বিজ্ঞান—গোপাল লাল পাল ১।০
ডি. পি. আই কর্তৃক অনুমোদিত
ইতিহাস—প্রাথমিক ইতিহাস—গোপাল লাল পাল ১৲
ডি. পি. আই কর্তৃক অনুমোদিত

তৃতীয় শ্রেণী

সাহিত্য—শিশু সাহিত্য—মোহিনীমোহন রায় ।৵০
গণিত—গণিত প্রবেশ (১ম ভাগ)—মোহিনীমোহন রায় ১৲
ভূগোল—ছোটদের ভূগোল ও বিজ্ঞান—গোপাল লাল পাল ৸০
ইতিহাস—গল্পে ইতিহাস—গোপাল লাল পাল ।৵০

দ্বিতীয় শ্রেণী

১। মজার পড়া (২য়)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুহ ৸০
ডি. পি. আই কর্তৃক অনুমোদিত

প্রথম শ্রেণী

২। মজার পড়া (১)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুহ ।৵০
ডি. পি. আই কর্তৃক অনুমোদিত

নিউ বুক ষ্টল
৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্ত্তৃক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে অনুমোদিত

বিজ্ঞপ্তি নং Syl/2 Dated 21.12.51

1. সুর-ভারতী (১ম ভাগ) for class VII ৷৶০ by কালীপদ ভট্টাচার্য্য
2. সুর-ভারতী (২য় ভাগ) for class VIII ৷৶০ by কালীপদ ভট্টাচার্য্য
3. রাষ্ট্র-ভারতী (১ম ভাগ) for class V ৸০ by কালীপদ ভট্টাচার্য্য
4. Key to সুর-ভারতী (১ম ভাগ) ১৷০ by হরিপদ কাব্যতীর্থ
5. Key to সুর-ভারতী (২য় ভাগ) ১৷৷০ by হরিপদ কাব্যতীর্থ
6. Key to রাষ্ট্র-ভারতী (১ম ভাগ) ১৲ by হরিপদ কাব্যতীর্থ

যোগেন্দ্রলাল সাহা ব্রাদার্স

বিবিধ গ্রন্থ-প্রকাশক

প্রাপ্তিস্থান :—

নিউ বুক ষ্টল

৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৯

১৯৫৪ সনের প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী পাঠ্য-পুস্তকের তালিকা

* চিহ্নিত পুস্তকগুলি ১৯৫০।৫১ সনের বিভিন্ন তারিখের কলিকাতা গেজেটে পাঠ্য

* **সচিত্র বাল্যপাঠ** (১ম শ্রেণীর)—গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
* **নব শিশু-শিক্ষা** (২য় শ্রেণীর)—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
* **ছবি আর পড়া** (২য় শ্রেণীর পাঠ্য)
—গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ
সাহিত্য মালা (৩য় শ্রেণীর পাঠ্য)
—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ
সাহিত্য প্রদীপ (৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্য)
—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও দুর্গাধন বন্দ্যোপাধ্যায়
শিশু-গণিত (২য় শ্রেণীর পাঠ্য)
—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ ও শ্রীবিমল বন্দ্যো:
সরল ভূগোল ও বিজ্ঞান পাঠ (২য় শ্রেণীর পাঠ্য)
—শ্রীকালীধন বন্দ্যোপাধ্যায়
অ আ ক খ'র ছবি আর ছড়া (শিশু শ্রেণী)
—গিরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ
বাল্যপাঠ (শিশু শ্রেণী)—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ইতিহাসের গল্প (৩য় শ্রেণী)—গিরীন্দ্রনাথ চট্টো: এম-এ
বুনিয়াদী স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চ্চা—ডাঃ হিমাংশু দাস এম-বি
স্বাস্থ্য-সখা—ডাঃ মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়

CLASSES III, IV, V.
New Spelling Book—Asoka Banerjee.
Picture Book of Words—A. C. Banerjee.
Easy Child's Grammar—H. P. Banerjee.
* **বিশ্বজিৎ বাঙ্গালী**—মনোজিৎ বসু ও দুর্গাদাস বন্দ্যো:
প্রাথমিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা
গিরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ
* **ছোটদের জ্ঞানের আলো**—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
* New Copy Book Part 1.—G. N. Chatterjee

CLASSES V & VI
* **সরল বাংলা ব্যাকরণ** (২য় ভাগ)
—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ
* **স্বাস্থ্য বীথি**—ডাঃ পুণ্ডরীকাক্ষ ভট্টাচার্য্য এম-বি

CLASS VI
* **সুচারু জ্যামিতি**—মোহিনী মোহন রায় বি-এ

শিক্ষকদিগকে সর্ব্বোচ্চ কমিশন দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় পুস্তকের জন্য অর্ডার দিবেন।

অশোক চন্দ্র ব্যানার্জ্জী এণ্ড সন্স

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা। ৭৮, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা-৬

প্রাপ্তিস্থান—অশোক লাইব্রেরী—১৫।৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আমার শিশুর জন্যেই এই বার্লি

আমি যখন ছোটো ছিলাম আমার মা একথাই বলতেন। সেরা শস্য থেকে, স্বাস্থ্য-সম্মত উপায়ে এবং দেড়শো বছরের পেষাইর অভিজ্ঞতার সাহায্যে 'পিউরিটি' বার্লি তৈরি। এই বার্লি যেমন চমৎকার, তেমন এতে খরচও কম।

APEX-BABEN

পিউরিটি বার্লি

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড, পোস্ট বক্স নং ৬৬৪, কলিকাতা

ম্যালেরিয়া

ও তার আনুষঙ্গিক সকল যন্ত্রণা

দূর করে

'প্যালুড্রিন'

ম্যালেরিয়ার লক্ষণগুলি জেনে রাখুন

প্রথমে শীত করে ও জ্বর আসে; তারপর ঘাম দেয় ও সর্বাঙ্গে ব্যথা বোধ হয়। এই সব লক্ষণ দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।

'প্যালুড্রিন' সব সময় আহারের পর খাবেন এবং 'প্যালুড্রিন'-এর সঙ্গে গ্লাস ভরতি জল খাবেন।

পূর্ণবয়স্ক ও ১২ বছরের বড় ছেলেমেয়েদের : এক বড়ি
৬ থেকে ১২ বছরের ছেলেমেয়েদের : আধ বড়ি
৬ বছরের ছোট শিশুদের : সিকি বড়ি

যে পর্যন্ত না জ্বর বন্ধ হয় প্রত্যহ এই মাত্রায় খেতে হবে।

ICI

ডায়াপেপ্‌সিন

হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ করান উচিত নহে। যাহাতে পাকস্থলী কিছু বিশ্রাম পায় সেরূপ কার্য করা উচিত। ডায়াপেপ্‌সিন সেই কার্যই করিবে। পাকস্থলীর কার্য কতক পরিমাণে ডায়াপেপ্‌সিন বহন করিবে এবং খাদ্যের সারাংশ লইয়া শরীরে বল আনিবে। শরীরে বল আসিলেই পাকস্থলীও বল লাভ করিবে ও তখন খাদ্য হজম করা আর তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। ডায়াপেপ্‌সিন ঠিক ঔষধ নহে, দুর্বল পাকস্থলীর একটী প্রধান সহায়মাত্র।

ইউনিয়ন ড্রাগ

কলিকাতা।

আপনি কি কোন পুরাতন ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছেন?

—পুরাতন বাত, সায়েটীকা, অস্ত্রক্ষত ফাইলেরিয়া, বহুমূত্র অম্ল-অজীর্ণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

হোমিওপ্যাথির চরম উৎকর্ষ—

—ডাঃ শীলের অভিনব আবিষ্কার—

হোমিও ইন্‌জেকসন ও স্পেসিফিক চিকিৎসায় এই ধরণের বহু পুরাতন রোগী আরোগ্য লাভ করিতেছেন

বিশেষ সুবিধা—মাত্র শিক্ষকদিগের জন্য ডাঃ শীল আগামী তিন মাস (অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, ১৯৫৩) বিনা পারিশ্রমিকে ব্যবস্থাপত্র দিবেন স্থির করিয়াছেন।

বিস্তৃত রোগী বিবরণ সহ আবেদন করুন।

বাহির হইয়াছে—ডাঃ শীলের

"হোমিও ইনজেকসন ও স্পেসিফিক চিকিৎসা"

বাংলা—৩৲, ইংরাজি—২৷৷০, হিন্দি—৩৲।

—ডাক মাশুল স্বতন্ত্র—

হোমিও রিসার্চ এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস

৬৬।১ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—২৫

সারাদিনের
খাটুনির
পর
কুসুম
দিয়ে রাঁধা খাবার
খান
5lbs
KP/G/41

"কি উজ্জ্বল আমার ভবিষ্যতের দিনগুলি! কত আশা-আকাঙ্খার পূর্ণতার আশ্বাস রয়েছে এই পাঁচটি বছরের মধ্যে। নদীর বুকে গড়ে উঠছে ইস্পাত আর কংক্রিটের বিশাল-প্রাচীর ··· ওরা নদীতে বাঁধ দিচ্ছে। আমার ক্ষেতে আর ঐ মাঠের পর মাঠে চাষের জলের আর অভাব থাকবে না।— জলের জন্যে আর আমায় আকাশের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে না।

সরলপ্রাণ কৃষকের এই আগ্রহদীপ্ত কথা ক'টির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে একটা জাতির সঙ্কল্প।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নে ৭৯৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে— দৈন্যপীড়িত এই ভারতবর্ষ আবার সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে। জাতীয় পুনর্গঠনের এই বিরাট কাজে অনেকখানি অংশ গ্রহণ করবে কৃষকেরা। দেশের ভাগ্য তো আজ এরাই রচনা করছে!

চাষীর হাতে সোনার ফসল

উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন কাজে হাজার হাজার টন ইস্পাত ব্যবহৃত হবে। নানাদিকে, নানাভাবে আমাদের দেশ এবং জাতির জন্য আরও সফল ও সমৃদ্ধিপূর্ণ ভবিষ্যতের ভিত্তি গঠনে সাহায্য করবে ইস্পাত।

টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেড

TN 3932

শিক্ষক

সম্পাদক—শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুনীল রায় চৌধুরী

৭ম বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ [৫ম সংখ্যা

P 36,169

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক শিক্ষকগণের দাবী

বিধান পরিষদের বিগত অধিবেশনে পরিষদের সদস্য হিসাবে আমরা এবং অধ্যাপক নির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবিলম্বে মাধ্যমিক শিক্ষকগণের দাবী মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে সরকারকে অনুরোধ করিয়া দুইটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছিলাম। ব্যালটে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাব প্রথম স্থান অধিকার করাই তাহারই আলোচনা হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রীর এবং পরিষদের সভাপতির অনুরোধে অনুরূপ প্রস্তাব বলিয়া তাহাই আমরা সমর্থন করিয়াছিলাম। প্রস্তাবের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সহানুভূতি পূর্ণ হইলেও তাহার মধ্যে নূতনত্ব কিছু ছিল না। প্রধান মন্ত্রী ও তিনি উভয়ে এতদিন ধরিয়া আমাদের যাহা বলিয়া আসিতেছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা দাবীগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন এবং যতটা সম্ভব তাহা পূরণ করিবেন—তিনি তাহারই পুনরুক্তি করিয়াছিলেন। নৈরাশ্য পূর্ণ না হইলেও শিক্ষা মন্ত্রীর ভাষণের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কোনও প্রতিশ্রুতি ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রস্তাবক অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে চাহেন। ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও কলিকাতা করপোরেসনের প্রাক্তন মেয়র দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও আমরা এই আশ্বাস সন্তোষজনক নহে বলিয়া এই প্রত্যাহারে সম্মতি দান করি নাই। ফলে আগামী অধিবেশনে প্রস্তাবটি লইয়া আবার আলোচনা চলিবে।

সরকারের সিদ্ধান্ত

সরকারের পক্ষে গুরুতর বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া সহজ নহে ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষকগণের দাবী একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এক কোটি টাকা হইলেই এই দাবী মেটান সম্ভবপর হয়। ইহা সরকারের সাধ্যাতীত বলিয়া আমরা মনে করি না। আর যদি বা বর্ত্তমান রাজস্বের দ্বারা ইহা সম্ভবপর না হয় তাহা হইলেও এই দাবী পূরণের জন্য নূতন ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিবার দায়িত্বও সরকারের। আমরা বারবার সরকারকে বলিয়া আসিতেছি শুধু 'টাকা নাই, টাকা নাই' বলিয়াই তাঁহারা এ বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারেন না। টাকা না থাকিলে যে কোনও প্রকারে টাকা সংগ্রহের জন্য পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টাও ত তাঁহাদেরই

করিতে হইবে। এ দায়িত্ব এড়াইতে গেলে চলিবে কেন?

জন সাধারণের সহযোগিতা

তবে আমরা মনে করি জন সাধারণের সক্রিয়া সহানুভূতি ও সহযোগিতাও এজন্য নিতান্ত আবশ্যক। শিক্ষাও শিক্ষকগণের বর্তমান দুর্গতির অবসানকল্পে সরকার ও জন সাধারণ উভয় পক্ষকেই আগাইয়া আসিতে হইবে। সরকারকে যেমন এজন্য অনাবশ্যক ব্যয় সংকোচ, নূতন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ এবং বিষয়ের গুরুত্বানুসারে বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ করিতে হইবে দেশবাসীকেও তেমনি জাতিগঠনের গুরু দায়িত্ব সুচারুভাবে বহন করিবার প্রেরণা শিক্ষকদের মধ্যে জাগরিত করিবার জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইবে। বিধান সভার গত অধিবেশনে পূর্ব্ব অধিবেশনে আমরা শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের যে সকল নূতন উপায়ের কথা বলিয়াছিলাম প্রধান মন্ত্রী তাহা অবাস্তব বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। যদি সেগুলি অবস্তব বলিয়া গ্রহণযোগ্য না হয় তাহা হইলে অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত হউন এবং প্রয়োজন হইলে সে বিষয়ে জন সাধারণের সাহায্য ও সহযোগীতা প্রার্থনা করুন। নিষ্ক্রিয়া হইয়া বসিয়া থাকিবার দিন আর নাই।

Teachers' Journalএর উষ্মা

কিছুকাল পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে শিক্ষকগণের দাবী মিটাইতে একান্ত অনুরোধ করিয়া আমরা একটি বিবৃতি দান করিয়াছিলাম। আমাদের এই বিবৃতির এবং শিক্ষকগণের ন্যায় সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা কল্পে আমাদের যথা শক্তি প্রচেষ্টার জন্য বহু স্থান হইতে আমরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের নিরতিশয় দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কথা এই যে Teachers' Journalএর বর্ত্তমান পরিচালকবৃন্দ আমাদের এই বিবৃতির জন্য অতি তীব্রভাষায় আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। আমাদের অপরাধ এই বিবৃতির মধ্যে আমরা প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়াছিলাম যে যদি অর্থের নিরতিশয় অভাবের জন্য এই মুহূর্ত্তেই শিক্ষকগণের সমস্ত দাবী ষোল আনা পূর্ণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব না হয় তাহা হইলে যেন অন্ততঃ ইহার একটি বৃহৎ অংশ পূরণ করিতে তিনি কিছুমাত্র বিলম্ব না করেন। আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই আমাদের এই বিবৃতিতে আমরা শিক্ষক সমাজের কি অপকার করিয়াছি। যাহা হউক সহযোগীর এই আক্রমণে আমরা বিচলিত হই নাই। শিক্ষা বা শিক্ষকগণের স্বার্থকে কোনও রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নকে পরিণত না করিয়া জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যাহা সত্য ও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছি সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া নিন্দা প্রশংসা অগ্রাহ্য করিয়া তাহাই আমরা করিয়া আসিয়াছি এবং তাহাই করিতে থাকিব। আমরা আশা করি আমাদের সহযোগী ভুল বুঝিয়া আমাদের যে অন্যায় আক্রমণ করিয়াছেন তাহার জন্য অনুতপ্ত হইবেন।

বুনিয়াদী শিক্ষা—বুনিয়াদী শিক্ষা বিস্তারের উপর সরকার আবার নূতন উদ্যমে তাঁহাদের মনোযোগ ন্যস্ত করিয়াছেন। ইহা সুখের কথা। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বে বারবার এ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি এবারও তাহা বলিব। বুনিয়াদী শিক্ষা বলিতে গান্ধী-পন্থীরা যাহা বুঝেন সার্জেন্ট কমিটি তাহা বুঝেন নাই। পশ্চিমবঙ্গে সার্জেন্ট কমিটির নির্দ্দেশিত বুনিয়াদী শিক্ষা-বিস্তারেই সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা গোঁড়া বুনিয়াদী শিক্ষাবাদীদের মনঃপূত হয় নাই। সরকারী বুনিয়াদী শিক্ষাকে তাঁহারা ঘোড়াকে গাধা বলিয়া পরিচিত করিবার প্রয়াস বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়—বোধহয় ইঁহাদেরই সমালোচনার ভয়ে—পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমালোচকদের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া সৎসাহস এবং নিজেদের আরব্ধ বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিচয় দেন নাই। ফলে সাধারণের নিকট বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাপারে একটি গোঁজামিল চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহাতেও ক্ষতি ছিল না কারণ সার্জেন্ট কমিটির রূপান্তরিত বুনিয়াদী শিক্ষাকেই আমরা অধিকতর কালোপযোগী ও গ্রহণীয় বলিয়া মনে করি—যদি এই বুনিয়াদী শিক্ষা বিস্তারও কাগজপত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বাস্তবমূলক হইত। আমাদের দুঃখ ও অভিযোগ এই যে সরকারের এত অর্থ ব্যয় সত্ত্বেও তাহা হইতেছে না। কেন হইতেছে না তাহা অনুসন্ধান করিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া আমাদের

বিশ্বাস। ব্যবস্থাপক সভাতেও এই প্রশ্ন তুলিয়া আমরা এই অনুসন্ধানের প্রস্তাব করিয়াছি। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় একবার এ বিষয়ে দৃষ্টি দিবেন কি?

কাকা কেলকারের খেদ

কাকা কেলকার মহাত্মা গান্ধী পরিকল্পিত আসল বুনিয়াদী শিক্ষার গোঁড়া ভক্ত, সার্জেন্ট কমিটির বুনিয়াদী শিক্ষার 'ভেজাল' তিনি পছন্দ করেন না। সর্ব ভারতীয় বুনিয়াদী শিক্ষার একটি সাম্প্রতিক অধিবেশনে তিনি এই অভিযোগ করিয়াছেন যে বুনিয়াদী শিক্ষার নামে দেশের সর্বত্র সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা একটি বিরাট ফাঁকী চলিতেছে। তাহার মতে বুনিয়াদী শিক্ষার আদৌ বিস্তার হইতেছে না এবং এই না হইবার কারণ শিক্ষা বিভাগীয় বর্ত্তমান সরকারী কর্মচারীদের ইহার প্রতি বিশ্বাসের অভাব। কাকা কেলকারের আদর্শ নিষ্ঠা ও সততা সর্বজন পরিচিত। তাঁহার দুঃখে আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। তাহার কথা অনেকখানিই সত্য বলিয়া আমরা মনে করি। শিক্ষা বিভাগীয় অধিকাংশ কর্মচারীরই গান্ধীর আসল বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি সত্যই আস্থা নাই। কিন্তু এই আস্থাহীনতাকে শুধু শিক্ষা বিভাগীয় কর্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া তিনি এক দিকে ইঁহাদের প্রতি যেমন ঘোরতর অবিচার করিয়াছেন, তেমনই অন্য দিকে এই নির্জ্জলা বুনিয়াদী শিক্ষা বিস্তারের আসল প্রতিবন্ধকতাকে লঘু করিয়া দেখিয়াছেন।

'কে পারে ফিরাতে প্রবাহে?'

শিক্ষাক্ষেত্রেও অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় মহাত্মা গান্ধীর অবদান অসামান্য। কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপর জোর দিয়া তিনি প্রাথমিক শিক্ষার অত্যাবশ্যক সংস্কার সাধনের পথ নির্দেশ করিয়াছেন। সার্জেন্ট কমিটি তাঁহার এই মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস—এই সংশোধিত বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি শিক্ষাবিষয়ক সরকারী কর্ম্মচারীদের কোনও অনাস্থা নাই। অধিকাংশ অন্যান্য শিক্ষাবিদ্ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও যে নাই তাহাও আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু অপ্রীতিকর হইলেও কাকা কেলকারকে বলিব মহাত্মাজীর বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনার মধ্যে ইহার অতিরিক্ত আর যাহা আছে তাহার অধিকাংশই বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অনুমোদিত নহে। কাকা কেলকার ভুলিয়া গিয়াছেন—মহাত্মাজীর আসল বৃত্তিমূলক বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা একটি বিশেষ প্রকারের সমাজ ব্যবস্থার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট। সেই সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, পল্লী কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি যাঁহাদের আস্থা নাই এই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি নিবিড় আন্তরিক অনুরোধ প্রকাশ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই—এমন কি যাহারা মহাত্মা গান্ধীর নাম ভাঙ্গাইয়া নিজেদের পসার প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছেন তাহারাও—ইহার প্রতি বিশ্বাস হীন। ইহাতে দুঃখ করিয়া লাভ নাই। যুগধর্ম্মানুসারে মহাত্মাজীর পরিকল্পিত অথবা স্বপ্নদৃষ্ট এই পল্লীকেন্দ্রিক সমাজের পুন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। সমাজ ব্যবস্থা জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে, পল্লীকেন্দ্রিক সমাজের সুবর্ণ যুগ ফিরিয়া আসিবার আশা দুরাশা মাত্র। 'কে পারে ফিরাতে প্রবাহে, বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরিরে'?

জাতিগঠনের গুরু-দায়িত্ব তোমার—শিক্ষক ইহা ভুলিও না। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ তাহা নিষ্ঠার সহিত পালন করিও। দেশ ও জাতি একদিন তোমার ত্যাগের মহিমা বুঝিবেই। বিশ্বাস কর—সে দিন বহু দূরে নয়।

শিক্ষা ও সমাজ সমস্যা

অভিভাবকদের জন্য

ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ, পি, এইচ-ডি
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ

বর্ত্তমান ছাত্র জীবনের উন্নতিকল্পে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ ডাঃ জ্যোতির্ম্ময় ঘোষের এই সারগর্ভ নিবন্ধটি খ্যাতনামা প্রকাশক শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস মহাশয় অভিভাবক মহলে প্রচার করিয়া সকলের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। বিষয়টির গুরুত্বের জন্য বহুল প্রচার উদ্দেশ্যে আমরা 'শিক্ষকে' প্রবন্ধটি প্রকাশ করিলাম। লেখকের সুচিন্তিত মন্তব্যের প্রতি আমরা প্রত্যেক ছাত্র ও অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমাদের ছেলেরা পরীক্ষায় কেন কম নম্বর পায়, কেন তাহাদের লেখাপড়া উপযুক্তরূপে হয় না এ সম্বন্ধে অনেকেই চিন্তা করিতেছেন। আমাদের ছেলেরা ক্রমশঃ সর্ববিষয়ে অন্যান্য প্রদেশের ছেলেদের তুলনায় অনেক পিছাইয়া যাইতেছে বলিয়াও অনেকে আশঙ্কা করেন। পরাধীন ভারতের পরাধীন বাংলা সর্বভারতে যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, সে স্থান হইতে সে বিচ্যুত হইয়াছে। বাংলার এই অধোগতির বহু নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক কারণ আছে। এই অধোগতি রোধ করিতে হইলে ইহার কারণ বিশ্লেষণ আবশ্যক এবং তাহার যথোপযুক্ত প্রতিকারের চেষ্টাও আবশ্যক। প্রশ্নটি অতীব দুরূহ এবং সুদূরপ্রসারী। ইহার সম্যক আলোচনা সহজ নহে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের তাহা উদ্দেশ্যও নহে। জাতির মেরুদণ্ড যে যুবক-সমাজ, তাহাদের শিক্ষা দীক্ষার সুব্যবস্থা জাতির প্রগতির পক্ষে একটি অপরিহার্য কর্তব্য। এই শিক্ষালাভের পথে আমাদের সন্তান-সন্ততি যে-সকল বাধার সম্মুখীন, সে সম্বন্ধে সচেতন ও অবহিত হওয়া একান্ত কর্তব্য। কৈশোর ও যৌবনই মনুষ্যত্ব গঠনের প্রকৃষ্ট সময়। এই সময়টি যাহাতে কোন প্রকারে অপব্যয়িত না হয়, যাহাতে এই সময়টির প্রত্যেকটি দিন, প্রত্যেকটি মুহূর্ত শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব গঠনের সুনির্দিষ্ট পথে সুশৃঙ্খলভাবে ব্যয়িত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, আমাদের ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততির উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হইতে পারিবে।

বালকেরা যখন বিদ্যালয়ে বা বিদ্যায়তনে (College) অধ্যয়ন করে, সেই সময়টিতেই তাহাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মূলভিত্তি স্থাপিত হয়। এই সময়ের প্রধান কর্তব্য অধ্যয়ন এবং তৎসহ মানসিক ও নৈতিক শক্তি অর্জন। এই সময়টি কখনই হেলায় ফেলায় অতিবাহিত হইতে দেওয়া কর্তব্য নয়। আমাদের বর্তমান শিক্ষাদান পদ্ধতির যে সকল ত্রুটি আছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা এবং তাহার নিরাকরণের প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সেই সকল চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আরও কয়েটি বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলী, তাহাদের চিন্তা ও কর্মের ধারা এবং তাহাদের অভ্যাস এবং সাধনা সুশৃঙ্খল ভাবে চলিতেছে কি না, সে বিষয়েও অবহিত হওয়া আবশ্যক। এই সুশৃঙ্খল শিক্ষা সাধনার পথে যে সকল বাধা আছে, তৎসম্বন্ধে কিছুদিন পূর্বে একটু আলোচনা করিয়াছিলাম। দুই একটি কথার হয়তো পুনরুক্তি হইবে। তবে বিষয়ের গুরুত্বহেতু তাহা বিশেষ অসঙ্গত মনে হইবে না। যে সকল কারণে পড়াশুনার ব্যাঘাত হয় বলিয়া আমার ধারণা সেগুলির বিবরণ দিতেছি।

(১) বিদ্যালয় ও বিদ্যায়তনের স্কুল ও কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থা

এ সম্পর্কে জনসাধারণ এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা বহু আলোচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এই ব্যাপক কারণ সম্পর্কে আমি এখানে বেশী কিছু বলিতে চাহি না। উপযুক্ত শিক্ষক, উপযুক্ত বেতন, উপযুক্ত আবাস, প্রতি শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস, ছাত্রদিগের প্রতি ব্যক্তিগত শাসন ও তত্ত্বাবধান, পাঠ্য-তালিকার সঙ্কোচ-সাধন, এবং ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা—এই বিষয়গুলির সম্যক ব্যবস্থা অবশ্য কর্তব্য। উক্ত বিষয়গুলির উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে শিক্ষাদান কার্য যে কতদূর ব্যাহত হইতেছে, তাহা শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন।

বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আমার একটি প্রবন্ধ ১৩৫৮ সালের আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের "ভারতবর্ষে" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধটি আপনাদিগকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

(২) খেলা

আমাদের ছেলেদের খেলার প্রবৃত্তিটা বড় বেশী বাড়িয়া গিয়াছে মনে হয়। সমস্ত দিন যেন ইহারা খেলিয়াই কাটাইতে চায়। ছুটির দিনে সকালে খেলা, দুপুরে খেলা, বৈকালে খেলা, সন্ধ্যায়ও খেলা। যখন বিদ্যালয় খোলা থাকে, তখন কোন বিষয়ই একাগ্রমনে বেশীক্ষণ পড়িবার সময় পাওয়া যায় না। সেইজন্য ছুটির দিনেই একাগ্রচিত্তে পড়াশুনা করিবার প্রকৃষ্ট সময়। এই সময়েই বিভিন্ন পঠিতব্য বিষয়ের ত্রুটিগুলি (Deficiency) সারিয়া লইবার সময়। এই সময়েই একান্ত মনে এক একটি বিষয় (গণিত, ইতিহাস, ইংরাজী, ব্যাকরণ ইত্যাদি) নিবিষ্টচিত্তে পড়া যায়। অথচ দেখিতে পাই, ছুটি হইলেই পড়া হইতে সরস্বতীদেবী যেন কোথায় পলাইয়া যান। এ সম্পর্কে অভিভাবকগণেরও দায়িত্ব আছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো এত বেশি কর্মব্যস্ত যে, ছেলেরা কি করে, কোথায় যায়, কোন সংবাদই রাখিতে পারেন না। কেহ কেহ হয়তো মনে করেন, পড়াশুনা না করিলেও দেখা যায়, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা যায়। সুতরাং এ বিষয়ে বেশী উদ্বেগ বোধ করেন না। কেহ হয়তো মনে করেন ছেলেরা বাড়ীতে উৎপাত না করিলেই হইল, পাড়ায় গিয়া যাহা ইচ্ছা করুক। আবার অনেক ছেলের হয়তো দুর্ভাগ্যক্রমে কোন অভিভাবকই নাই। ব্যাপার যাহাই হউক, ফল একই—খেলা আর খেলা। এটা একটা সংক্রামক ব্যাধির মত। প্রত্যেক পাড়ায়ই কয়েকজন উদ্যোক্তাদের উৎসাহের ফলে সমস্ত পড়াটাই একটা খেলার আড্ডায় পরিণত হয়। ইচ্ছা থাকিলেও এই আবর্ত হইতে আত্মরক্ষা খুবই কঠিন।

(৩) খেলা দেখা

খেলা দেখার অভ্যাসটাও যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। পাড়ার ফুটপাথে ও রাস্তায়, পার্কে, গড়ের মাঠে, ইডেন গার্ডেনে, সর্বত্র সারা বৎসরই নানাপ্রকার খেলা হইয়া থাকে। এই সকল খেলা দেখিবার জন্য বহু সময় ব্যয়িত হয়। শীতকালটি পড়াশুনার পক্ষে উৎকৃষ্ট সময় এবং বিবিধ প্রকার পরীক্ষাগুলিও এই শীতকালেই হইয়া থাকে। অথচ এই অমূল্য সময়েরই কতখানি যে আমাদের ছেলেরা শুধু খেলা দেখিবার জন্য ব্যয় করে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। কৈশোর ও যৌবনের অতি মূল্যবান মুহূর্তগুলি কি এমনি হেলায় নষ্ট করিয়াই আমাদের ছেলেরা সমাজের উন্নতির শিখরে আরোহণ করিবে?

(৪) খেলা শোনা

মহামতি মার্কনির বিস্ময়কর অবদান রেডিও-বার্তা প্রেরণের কৌশল যেমন বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছে, তেমনি ঘরে ও বাহিরে সময়হত্যার একটা মস্ত যন্ত্রও আবিষ্কার করিয়াছে। সুদূর দিল্লীতে বা বোম্বাইতে অমরনাথ বা মানকড়ের ব্যাটে ঠকাস্ করিয়া একটি শব্দ হইল, আর অমনি সহস্র সহস্র গৃহে, চায়ের দোকানে, পানের দোকানের সামনে লক্ষ লক্ষ কিশোর ও যুবকের বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া কান পাতিয়া বিবিধ খেলার বিবিধ বিবরণ শোনা একটা যেন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোথায় এত সময়? পড়াশুনায় জলাঞ্জলি না দিয়া উপায় কি?

আমার উপরোক্ত মন্তব্য হইতে হয়তো আপনারা মনে করিবেন যে, আমি খেলা-ধূলার একেবারেই পক্ষপাতী

নই। একথা সত্য নহে। কিশোর ও যুবকের পক্ষে খেলাধূলা একটা অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু তাহার মাত্রা থাকা আবশ্যক। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ একটু বাচাল হয়। একটু ব্যক্তিগত কথা আপনারা মার্জনা করিবেন। বাল্যকাল হইতে পরিণত বয়স পর্যন্ত, বাংলাদেশে এমন কোন খেলা নাই, যাহা আমি খেলি নাই। শুধু খেলিয়াছি নয়, নিয়মিতরূপে খেলিয়াছি। ন্যাকড়ার পুটুলি ও বাতাবী লেবু হইতে আরম্ভ করিয়া গোল্লাছুট, বুড়ী-চি, দাঁড়িয়া-বাঁধা, হাডু-ডু, ফুটবল, হকি সবই খেলিয়াছি। এতদ্ব্যতীত সাঁতার, ভ্রমণ, দৌড়, লম্ফন প্রভৃতি বহু প্রকার খেলার প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছি। কলেজ স্কোয়ারে সাঁতারের এবং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে হাঁটার প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছি। পরিণত বয়সেও প্রেসিডেন্সি কলেজে, গড়ের মাঠে, দেশপ্রিয় পার্কে, টেনিস খেলিয়াছি, বন্দুক লইয়া মাঠে জঙ্গলে ঘুরিয়াছি, কলিকাতা-রাঁচী মোটর রেসে যোগ দিয়াছি। ষাট পঁয়ষট্টি মাইল বেগে মোটর সাইকেল চালাইয়াছি। খেলার অপক্ষপাতী আমি কোনদিনই নই। কিন্তু খেলার মাত্রা থাকা আবশ্যক। কোনদিন কোন খেলাই এক ঘণ্টার বেশি খেলিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এই কারণে ক্রিকেট খেলা আমার পোষাইত না। যাঁহারা পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার মত খেলাপ্রিয় ব্যক্তির সংখ্যা বেশি হইবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অনেক সময়ে আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেন, ছেলেটা এত খেলে, তবু পরীক্ষাতেও ফার্স্ট হয়।

আমার মনে হয়, অভিভাবকগণ, বিদ্যালয় ও বিদ্যায়তনের কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন (যাঁহাদের রাস্তা ও ফুটপাত খেলার মাঠের মত ব্যবহৃত হয়) এবং শিক্ষাবিভাগ, সকলে মিলিয়া ছেলেদের খেলা সম্বন্ধে একটা আইন প্রবর্তন করিলে ভাল হয়। বিদ্যালয় বা বিদ্যায়তনের পক্ষ হইয়া যে কয়টি ছাত্র টিম গঠন করিয়া বাহিরের টিমের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে, সেই কয়জন ব্যতীত আর কেহই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক ঘণ্টার বেশি খেলিতে পারিবে না। ছুটির দিনই হউক বা অন্য কোন দিনই হউক, এই নিয়ম পালন করিতে হইবে।

(৫) **উৎসব**

আমাদের ছেলেবেলায় দুর্গাপূজার সময়ে কয়েকদিন, কালীপূজা ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে দুই একদিন, সরস্বতী পূজা উপলক্ষে দুইদিন এবং দোলযাত্রার দিন একদিন, এই কয়দিন ব্যতীত উৎসবানন্দে দিনাতিপাত করিবার ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু এখন উৎসবের সংখ্যা এবং উৎসব উপলক্ষে বিবিধপ্রকার আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থার সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। বিবিধ পূজার আয়োজন, বিবিধ প্রকার জন্মোৎসব ও তিরোভাবোৎসব, বিবিধ প্রকার জয়ন্তী, পাড়ায়, নগরে, বিদ্যালয়ে ও বিদ্যায়তনে অনুষ্ঠিত এই ধরণের উৎসবের সংখ্যা অগণিত। এই সকল ব্যাপার উপলক্ষে ছাত্রদের বহু সময় ও বহু শক্তি ব্যয়িত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, স্পোর্টস, এক্সকার্সিবিশন, এক্সকার্সন প্রভৃতি উপলক্ষেও বহু সময় ব্যয়িত হয়। এত উৎসবের সংখ্যা ও সমারোহ অন্য কোন দেশে নাই। আমাদের দেশেও পূর্বে ছিল না।

(৬) **কলা**

মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে বিবিধপ্রকার কলাচর্চার স্থান আছে, একান্ত প্রয়োজনীয়তাও আছে। কলা, কৃষ্টি ও ধর্ম মনুষ্যত্বেরই প্রতীক। কিন্তু কলাচর্চারও মান এবং সীমা থাকা আবশ্যক। দেশের শতদিকে শত প্রকার দুর্গতি সত্ত্বেও অথবা দুর্গতির জন্যই কিশোর এবং যুবকদিগের কলাচর্চার মান ও সীমা যেন শোভনতা ও শালীনতা রক্ষা করিতে পারিতেছে না। যে কোন একটা উপলক্ষ্য ঘটিলেই, তাহা দেব পূজাই হউক, বা অন্য কোন সামাজিক ব্যাপারই হউক, বিবিধ প্রকার কলাঘটিত অনুষ্ঠানের যে সকল আয়োজন হইয়া থাকে, তাহার সংখ্যা ও ব্যাপকতায় ছাত্রদিগের বহু সময় ও বহু শক্তি নষ্ট হইয়া থাকে। উদাহরণ আর কি দিব? একটা সরস্বতী পূজা বা একটা কোন সমিতির বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষেই হয়তো সপ্তাহব্যাপী নৃত্য, গীত, অভিনয়, সিনেমা, প্রদর্শনী প্রভৃতির যে আয়োজন হইয়া থাকে, তাহা আমরা নিয়তই দেখিতেছি। বৎসরে একবার একটা কিছু হইলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু পাড়ায়, সহরের বিভিন্ন স্থানে, বিদ্যালয়ে, বিদ্যায়তনে বিভিন্ন উপলক্ষে যে সকল বিভিন্ন আয়োজন

হইয়া থাকে, তাহা একত্র করিলে দেখা যাইবে, মোটের উপর এই সকল অনুষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছাত্রদিগকে বহু সময় অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে অনেক সময়ে শালীনতার সীমা ছাড়াইয়া যায়। বর্তমান যুগের কলানুরক্তি ও তাহার প্রসারের পক্ষে সহায়তা করিয়াছে দুইটি শক্তি, একটি সামাজিক এবং আর একটি সাহিত্যিক। নারীর স্বাধীনতা বৃদ্ধি এবং রবীন্দ্র-কৃষ্টির প্রসারতা এই কলাপ্রিয়তাকে বহুরূপে সহায়তা করিয়াছে। ছাত্রজীবনের পক্ষে এই কলানুশীলনের মাত্রা সুশৃঙ্খল ও সীমাবদ্ধ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(৭) কিশোর-তারণ

বর্তমান যুগে বহু প্রতিষ্ঠান কিশোর ও যুবকদিগের স্বনিয়োজিত অভিভাবকরূপে বিবিধ প্রকারে ইহাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। ইহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, কার্যপ্রণালীও প্রশংসনীয়। কিন্তু ছাত্রদের লেখাপড়া ভাল করিয়া করিতে হইলে যে সাধনা ও অধ্যবসায় আবশ্যক তাহার পক্ষে এই সকল কিশোর-তরণ প্রচেষ্টাগুলি কতখানি সহায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

কতকগুলি কিশোর-তারণ সমিতি আছে, যাহার উদ্যোক্তারা হয়তো মনে করেন, জগতের যাহা কিছু জানিবার, যাহা কিছু শিখিবার, সবই দশ হইতে পনর বৎসরের মধ্যেই শিখাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু যাহারা শিখিবে, তাহাদের পাঠ্য-পুস্তকের পর্বতের নীচে এই সকল বাহ্যশিক্ষার সময় আছে কি না এবং থাকা উচিত কি না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখেন না। পক্ষব্যাপী প্রদর্শনী খুলিয়া একমাস ধরিয়া হৈ হৈ করিয়া, বাসে চড়িয়া খানিকটা গ্রাম্যপথে ঘুরিয়া কচুগাছ ও ধানগাছের সাহায্যে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়া, পিকনিকের আয়োজন করিয়া, এই বস্ত্রের দুর্মূল্যতার দিনে ছেলেদের ইউনিফরমের ব্যবস্থা করাইয়া কলিকাতার গোটাকয়েক পথে টো টো করিয়া বেড়াইয়া, গলায় রঙীন রুমাল বাঁধিয়া কাঠের ডাণ্ডা হাতে করিয়া সার বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া, ইহারা কিশোরদিগের কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত। ইহাদের উদ্দেশ্য সাধু, কার্যাবলীও অনিন্দনীয়। কিন্তু বিদ্যালয় ও বিদ্যায়তনের অবশ্য পাঠ্য বিষয়গুলি সম্যক অধিগত করিতে হইলে এবং পরীক্ষায় ভালরূপে কৃতকার্য হইতে হইলে কি করিতে হয়, তাহা ইহারা সঠিক অবগত নহেন বলিয়াই সন্দেহ হয়। ছাত্রেরা এই সকল বাহ্য কার্যকলাপের দ্বারা স্মার্ট হয়, হয়তো কিছুটা ডেপোমি, ন্যাকামি ও জ্যাঠামিও শেখে, কিন্তু সত্যকার মানসিক ও নৈতিক উন্নতি কতটা হয়, তাহাতে সন্দেহ আছে। এই সময়ের অপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে লঘুচিত্ততা, অমনোযোগিতা, আমোদপ্রিয়তা ও একাগ্রতার অভাব আপনি আসিয়া পড়ে এবং পুনঃ পুনঃ এই সকল অনুষ্ঠানে রত থাকিলে ক্রমশঃ উক্ত দোষগুলি স্থায়ী অভ্যাসে ও স্বভাবে পরিণত হইয়া সমস্ত ছাত্রজীবনটাকেই অভিশপ্ত করিয়া ফেলে।

(৮) কিশোর-পৃষ্ঠা

বর্তমান যুগে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বার্ষিক, সর্বপ্রকার পত্রিকাতেই কিশোরদিগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইয়াছে। সপ্তাহে একখানি দৈনিক পত্রিকায় কিশোর-পৃষ্ঠায় যে সকল মূল্যবান প্রবন্ধ, গল্প, সাধারণ জ্ঞান-ব্যবস্থা, কবিতা, ধাঁধা প্রভৃতি থাকে সেগুলি সম্যকরূপে পড়িতে (ধাঁধার উত্তর সমেত) অন্ততঃপক্ষে চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। শেষ লাইনে আদর ও ভালবাসার আতিশয্য সত্ত্বেও বিবিধ উপদেশপূর্ণ চিঠিগুলি প্রকৃতপক্ষে এক একটি ইমারসনীয় বা কার্লাইলীয় প্রবন্ধ বিশেষ। যদি কোন বাড়ীতে একখানি বাংলা ও একখানি ইংরাজী দৈনিক এবং একখানি মাসিক পত্রিকা থাকে তাহা হইলে, এগুলির কিশোর-পৃষ্ঠাগুলি পড়িতে মোট পঞ্চাশ ষাট ঘণ্টা অতিবাহিত হইতে পারে। প্রশ্নোত্তরের তালিকা পড়িয়া কে প্রথম ছাতা মাথায় দিয়াছিল তাহা জানা গেল, কিন্তু Bidএর past-tense কি হইবে, তাহা মুখস্থ করিবার সময় পাওয়া গেল না। প্রথম ছাতাধারকের নাম অপেক্ষা Bidএর past tense যে ছাত্রদের পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয় একথা এই কিশোরতারণেরা ভুলিয়া যান।

(৯) কিশোর সাহিত্য

কেহ কেহ মনে করেন যে, আমাদের অধোগতির একটি কারণ এই যে, আমাদের ছেলেরা বড় বেশি সুবোধ বালক। তাহারা ভাল বলিয়াই আমাদের সমাজ ভাল হইতে পারিতেছে না। সুতরাং তাহাদিগকে খানিকটা

খারাপ কাজ করিবার শিক্ষা দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার চুরি ডাকাতি, নরহত্যা, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির বিশদ বিবরণ সম্বলিত নানাপ্রকার গল্প লেখা হইতেছে। এই সকল পুস্তক পড়িতে লোভনীয় মনে হয়, সময়ও নষ্ট হয় এবং তৎসহ বহু কুকার্য ও কুরুচির চিত্র মনে অঙ্কিত হইয়া যায়। বর্তমানকালে সুরুচিপূর্ণ সুপাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা খুবই বাড়িয়াছে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে বিবিধপ্রকার অসৎকার্যের বিবরণ সম্বলিত পুস্তকগুলি কিশোরদিগের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। এই ধরণের পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ সম্বন্ধে সকলেরই একটু চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক।

(১০) বিশুদ্ধ আড্ডা

সময়ে অসময়ে যেখানে সেখানে অনেকগুলি যুবক বা কিশোর একত্র হইয়া সম্পূর্ণ বৃথা নিরর্থক এবং অসংলগ্ন কথাবার্তায় বহু সময় নষ্ট করিয়া থাকে। শুধু যে বালিকা বিদ্যালয়ের বা কলাশিক্ষালয়ের নিকটবর্তী রাস্তার মোড়ে বা বাড়ীর রোয়াকে এই সকল আড্ডা জমে, তাহা নহে। সর্বত্রই এই ধরণের বৃথালাপের জন্য বহু ছাত্রকে বহু সময় অতিবাহিত করিতে দেখা যায়। এই কদভ্যাসটি সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

(১১) ক্র্যামিং নিষিদ্ধকরণ

লেখাপড়া শেখা বলিতে আমরা সাধারণতঃ বিদ্যালয় ও বিদ্যায়তনের শিক্ষাই মুখ্যতঃ বুঝি ও তৎসম্বন্ধেই এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। শিক্ষার প্রধান কথাই এই যে পুস্তকাদি সাহায্যে বহু বিষয় জানিতে হইবে এবং মনে রাখিতে হইবে। সুতরাং পড়া এবং তাহা মনে রাখা—ইহাই শিক্ষার ভিত্তি। এইজন্য ছাত্রগণকে বহু বিষয় মুখস্থ ও মনস্থ করিতে হইবে। এইজন্য ক্র্যামিং (cramming) বা মুখস্থ করা অত্যাবশ্যক। ক্র্যাম না করিয়া কিছু শেখা যায় না। ইতিহাসে, ব্যক্তির নাম, ঘটনার স্থান, যুদ্ধাদির কাল প্রভৃতি ক্র্যাম করিতে হইবে। গণিতে, নামতা, অর্থ, দৈর্ঘ্য, কাল প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকার পরিমাপ প্রভৃতি ক্র্যাম করিতে হইবে। ভূগোলে স্থানের নাম, পর্বতের নাম, উৎপন্ন দ্রব্যের নাম, দেশের নাম প্রভৃতি ক্র্যাম করিতে হইবে। এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ক্র্যামিং অপরিহার্য। ভাষাশিক্ষার তো সবই ক্র্যামিং। শব্দ ক্র্যাম করিতে হইবে, বানান ক্র্যাম করিতে হইবে, ব্যাকরণের বহু নিয়ম শব্দরূপ, ধাতুরূপ, প্রত্যয়াদির ব্যবহার প্রভৃতি সবই ক্র্যামিং-সাধ্য। ইংরাজী ভাষা শিখিতেও সেই কথা। Word, phrase, idiom, conjugation, declension প্রভৃতি সবই ক্র্যাম করিয়াই শিখিতে হইবে। ক্র্যাম না করিয়া কোন ভাষাই শেখা যায় না। অথচ ক্র্যামিং-এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা আছে। এই নিষেধজারি হইবার পূর্বের যে যুগে প্রশ্ন থাকিত, Quote from memory ইত্যাদি, সে যুগে নির্বাচিত পাঠ্যরচনাগুলি কমা-সেমিকোলনসহ কণ্ঠস্থ তো করিতেই হইত, তাছাড়া প্রত্যেক শব্দের ও প্রত্যেকটি বাক্যের প্রত্যেক ব্যাকরণঘটিত পরিচয় তন্নতন্ন করিয়া আলোচিত ও পঠিত হইত। Parsing ও Analysis দ্বারা Sentenceগুলির বিভিন্ন অংশের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ অতি স্পষ্টরূপে বোঝান হইত। ইহার ফলে নির্বাচিত পাঠ্যাংশগুলি রীতিমত পরিপাক হইয়া যাইত। তৎসম্পর্কিত ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইত। Word, phrase, idiom প্রভৃতি কণ্ঠস্থ করার যেমন উপকারিতা আছে, তেমনি Sentence মুখস্থ করারও উপকারিতা আছে। যে মুখস্থ করিয়াছে, Not a drum was heard, not a funeral note, সে সহজেই লিখিতে পারে not a protest was heard, not a dissentient voice. অর্থ না বুঝিয়া শুধু কতকগুলি Sentence মুখস্থ করিয়া পরীক্ষার খাতায় লিখিয়া দিলে অবশ্য চলিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া ক্র্যামিং-এর উপর সাধারণভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ সমীচীন নহে। কোন সংস্কৃত শ্লোকের ইংরাজি অনুবাদ যদি কোন ছাত্র পূর্বে প্রস্তুত করিয়া গিয়া তাহা পরীক্ষার সময়ে লিখিয়া আসে, তাহাতে ক্ষতি কি? মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয়, যেদিন হইতে ক্র্যামিং নিষিদ্ধ হইয়াছে সেই সময় হইতেই যেন ইংরাজীভাষা শিক্ষায় শৈথিল্য আসিয়াছে এবং পরীক্ষার ফলও খারাপ হইতেছে। এ সন্দেহ অমূলক কিনা, বিশেষজ্ঞগণ বলিতে পারিবেন।

(শেষাংশ ২৪৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রেষণা ও উপযোজন

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-টি, ডি. ই. এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রক্ষেপ (Projection)

প্রায়ই আমরা আমাদের পরাজয় ও ব্যর্থতার দোষ গুলি অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া একজাতীয় তৃপ্তি লাভ করি। ইহারই প্রভাবে আমরা নাচিতে না জানিলে উঠানের দোষ দিই ব্যাটমিন্টন খেলায় shuttle cock "মিস্" করিলে র‍্যাকেটের দিকে অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাহারই মধ্যে আমাদের ব্যর্থতার কারণের ইঙ্গিত করি, পরীক্ষায় ফেল করিয়া প্রশ্নকর্ত্তা বা পরীক্ষকের উপর দোষ চাপাই, ফুটবল খেলায় রেফারির নিন্দা করি, আফিং মদ প্রভৃতি নেশার দোষের জন্য আত্মীয় বন্ধুর প্রতি দোষারোপ করি।

(খ) আঙ্গুর টক অজুহাত (Sour grape mechanism)

গল্পে আছে একটি শৃগাল প্রাংশুলভ্য দ্রাক্ষা ফল লাভ করিতে না পারিয়া আঙ্গুরগুলিকে টক বলিয়া সেইগুলি তাহার গ্রহণীয় নয় বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। এই শৃগালের মত আমরাও অনেক সময়েই আমাদের দুর্লভ সার্থকতাকে তুচ্ছ বা পরিত্যজ্য বলিয়া প্রচার করি। এই জন্যই আমরা দরিদ্র হইয়া বলি অর্থই অনর্থের মূল, interview এ অকৃতকার্য্য হইয়া বলি "ভগবান যা করেন ভালোর জন্যই", প্রেমে ব্যর্থ হইয়া বলি দাম্পত্য জীবনের চেয়ে আর অভিশাপ নাই। এই মনোবৃত্তির জন্যই হয়ত ভারী জড়োয়া অলঙ্কারের অভাবে আধুনিকা হাল্কা গয়নাকেই "আপটু ডেট" বলিয়া প্রচার এবং বনেদী গৃহিণীদের দিকে চাহিয়া ভ্রু কুঞ্চিত করে, আর নয়া ধনীর দল নূতন ডিজাইনের কংক্রিটের বাংলোকেই আদর্শ রাজগৃহ বলিয়া জমিদারের সাত মহলা বাড়ীর নিন্দা করে।

(গ) মিঠে লেবু অজুহাত

(Sweet lemon mechanism)

লেবু জিনিষটা খাইতে টক। কিন্তু আমি টক জিনিষ খাইতেছি মনে করিয়া পাছে কেহ আমাকে হেয় ভাবে অথবা আমাকে করুণা করে, তাই হয়ত আমি বলিলাম "এই লেবুটি অত্যন্ত মিষ্ট, সুতরাং ইহা খাইয়া আমি ভুল ও করি নাই, ঠকিয়াও যাই নাই, আমার বেশ আরামই হইতেছে"। এই ভাবেই আমরা অনেক সময় আমাদের পরাজয় বা অগৌরবকে ঢাকিয়া আমাদের বাহাদুরিকে বজায় রাখি।

বলা বাহুল্য এই আঙ্গুর টক্, লেবু মিষ্ট—এই দুই জাতীয় অজুহাতের মধ্যেই একটা পরাজয়ের দিক আছে। এই পরাজয়টি তখনই প্রকট হইয়া উঠে যখন অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ তথাকথিত টক্ আঙ্গুরই মিষ্ট হইয়া উঠে এবং মিষ্ট লেবুর আস্বাদ গ্রহণ করিতে আমরা আর আগ্রহ দেখাই না।

(ঘ) গোঁড়ামি ও বিচার-জড়তা

(Prejudice and tight compartment)

এই যুক্তাভ্যাসের জন্য আমাদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট চিন্তাধারা বা কুসংস্কার ও বিচারে জড়তা আনিয়া দেয়। ইহার ফলে আমরা আমাদের ভ্রান্ত ধারণা গুলিকেই সযত্নে লালন করি এবং নিরপেক্ষ যুক্তির সমালোচনা হইতে পক্ষপাতিত্বের পক্ষপুটে সেই দুর্ব্বল বিশ্বাস ও ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গুলিকে প্রাণপণে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করি। এই জিনিষটিকেই Bacon সাহেব idola বা মিথ্যা-দেবতা বলিয়াছেন। এই মিথ্যা-দেবতার পূজার গোঁড়ামিতে আমরা সত্যজিনিষটিকে দেখিয়াও দেখিতে পাইনা, অন্যের মতবাদ সহ্য করিতে পারি না এবং শুটি পোকা যেমন নিজের তন্তু দিয়ে নিজের চারিদিকে বন্ধনের সৃষ্টি করে সেইভাবে চারদিকে মিথ্যা অভিমানের প্রাচীর তুলিয়া চোখ বুজিয়া ও কানে আঙুল দিয়া সংস্কারের মন্ত্রই জপ করিতে থাকি। আমরা ভাবি আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান লোক নাই, আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান জাতি নাই, আমরা ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত শ্রেষ্ঠ জীব গোষ্ঠী, সুতরাং বাহিরের

দুনিয়ার নিকট হইতে আমাদের শিখিবার কিছুই নাই, পাইবার কিছুই নাই।

এই জিনিষটি ব্যক্তিগত জীবনে খুব তীব্র মাত্রায় হইলে এক জাতীয় উন্মত্ততা বা অস্বাভাবিক মানসতার সৃষ্টি হয় তাহাকে dissocition বা "বিযুক্ত" বলা হয়।

(ঙ) আত্মরক্ষা বা পলায়নের প্রচেষ্টার দ্বারা উপযোজন (Adjustment by defence and escape mechanism)

অনেক সময় অতৃপ্তিকর ঘটনা বা অবস্থা হইতে পলায়ন বা আত্মরক্ষা করিবার জন্য মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারেই হিষ্টিরিয়া, পক্ষাঘাত, বমন, অন্ধত্ব, বধিরতা, শারীরিক যন্ত্রণা, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই সমস্ত অসুখগুলি এক দিক দিয়া যেমন তাহাদিগকে কঠোর কর্ত্তব্য হইতে অথবা অবাঞ্ছনীয় অবস্থা হইতে অব্যাহতি দেয়, অপর দিক দিয়া তেমনই কর্ত্তব্য হইতে পলায়ন জনিত অনুতাপ বা আত্মগ্লানি হইতেও রক্ষা করে। শুধু তাই নয়, এই অসুখগুলির জন্য জনসাধারণও তাহাদিগকে নিন্দা না করিয়া তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে।

বিগত যুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে বহু লোকেরই পক্ষাঘাত, হিষ্টিরিয়া অন্ধত্ব প্রভৃতি অসুখ হইয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্ত অসুখের কারণ রোগী বা চিকিৎসকের নিকট অজ্ঞাত ছিল এবং ঔষধ পত্রের দ্বারা তাহা দুশ্চিকিৎসা ছিল। অনেক সময় হয়ত চিকিৎসার দ্বারা সাময়িক ভাবে এই সমস্ত অসুখগুলি সারিয়া গেলেও যেমনই তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হইত সঙ্গে সঙ্গেই আবার অসুখের লক্ষণগুলি এমন ভাবে প্রকাশ পাইত যে যুদ্ধের কাজ তাহাদের দ্বারা অসম্ভব হইয়া উঠিত। ফলে তাহাদিগকে আবার হাঁসপাতালে পাঠাইতে হইত। ইহার পর যখন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল তখন সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের ঐ সমস্ত অসুখ সারিয়া গেল। অথচ মজার কথা হইতেছে এই যে ঐ সমস্ত রোগীরা ন্যাকামী করিয়া ঐ সমস্ত অসুখ সৃষ্টি করে নাই।

শুধু সাময়িক জীবনেই নয়, বাস্তবের প্রাত্যহিক জীবনেও এই জাতীয় অসুখ অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক Gates এই জাতীয় একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একটি অব্যবস্থিত চরিত্রের আদুরে গোপাল যুবক একটি অফিসে হিসাব-নবিশি কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। কয়েক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই চোখের ভীষণ যন্ত্রণার জন্য তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসিতে হইল, তাহার ডান হাতটিও যেন পক্ষাঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পড়িল। কয়েক সপ্তাহ বিশ্রামের পর সে আবার অফিসে যাইল। আবার ঐ অসুখ তাহাকে নূতন করিয়া আক্রমণ করিয়া তাহাকে কাজের অনুপযুক্ত করিয়া তুলিল। এই ভাবেই ঐ অসুখের কল্যাণে সে তাহার বিরক্তিকর কাজ হইতে রক্ষা পাইল।

এই অসুখের ইতিহাস কি? হয়ত কোনও দিন অফিসের কাজ করিতে করিতে সত্যসত্যিই তাহার চোখে যন্ত্রণা হইয়াছিল, হয়ত হাতে "খিল ধরা" জাতীয় একটা কিছু হইয়াছিল। সেদিন হয়ত তাহার সহকর্ম্মী বন্ধুরা তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া তাহাকে কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছিল এবং তাহাকে শুষ্ক ও কঠোর কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি দিয়াছিল। সে হয়ত তখন রোগ যন্ত্রণার দুঃখের মধ্যেও শুষ্ক কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতির জন্য একটা গোপন আনন্দ লইয়াই গৃহে ফিরিয়াছিল। ইহার পর হয়তো নিজ্ঞান মনের প্রেরণায় সত্যিকারের অসুখ। এই অসুখ তাহাকে কর্ত্তব্য পালনের আত্ম-গ্লানি হইতে বাঁচাইল, বন্ধুবান্ধবের কঠোর সমালোচনা হইতে রক্ষা করিল এবং কঠোর কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি দান করিল। এক ঢিলে দুইটি পাখী নয়, তিন তিনটি পাখী মরিল।

(ঙ) প্রতিকল্প প্রচেষ্টার দ্বারা উপযোজন (Adjustment by substitute activities)

প্রেষণা ব্যাহত হইলে অনেক সময় আমরা প্রতিকল্প প্রচেষ্টার দ্বারাও তৃপ্তিলাভ করিতে চেষ্টা করি। অফিসে হয়ত বড়বাবুর উপর ভীষণ রাগ হইল, ইচ্ছা হয় তাহার গালের উপর ঠাস করিয়া একটা চড় কষাইয়া দিই। কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না, ব্যর্থ বদ্ধ্যা রোষে ফুলিতে ফুলিতে বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ীতে আসিয়াই পানটি হইতে চুনটি খসিতে দেখিয়াই কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিলাম। ছেলে মেয়েকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিলাম, স্ত্রীর সঙ্গে কলহ

করিলাম। এই প্রতিকল্প প্রচেষ্টা নানাভাবে নানারূপে ঘটিয়া থাকে। ইহারই প্রভাবে ছোট্ট রোগা যুবকটি নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়ত একটা পাঠান সেনাপতির গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর তৈয়ারি করিয়া বসে, রিকেটি বালকটি "গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়ল" হইবার চেষ্টা করে, পড়াশুনায় অকৃতী ছাত্র নেতা হইয়া হরতাল পরিচালনা করে, এবং হাবা কালা কানা খোঁড়ার দল সোজা পথে ব্যর্থ হইয়া সয়তানির চোরা পথ দিয়া লোকের অনিষ্ট করিয়া সকলকে নিজের বাহাদুরি জানাইয়া দেয়।

এই প্রতিকল্প প্রচেষ্টা যে সব সময়েই খারাপ জিনিষ হইবে, এমন কোনও কথা নাই। শোকের প্রতিকল্প হিসাবে আমরা প্রায়ই নেশার আশ্রয় গ্রহণ করি বটে অথবা জীবনের পরাজয়ের প্রতিকল্প হিসাবে বেপরোয়া চরিত্রহীনতায় গা ভাসান দিই বটে। আবার অনেক সময় এই প্রতিকল্পহিসাবে ভাল কাজও করি। বিপত্নীক হইয়া অনেকে মদের নেশা না ধরিয়া অসাধারণ কর্ম্মবীর হইয়া উঠে, ব্যর্থ প্রেমিক হইয়া অনেকে লোকোত্তর পণ্ডিত বা অসাধারণ কবি হইয়া উঠে, পারিবারিক অশান্তির ফলে কেহ বা গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া জগদ্ধিতায় জীবন উৎসর্গ করিয়া মহাপুরুষ সন্ন্যাসী হইয়া উঠে।

(৭) **অবদমনের দ্বারা উপযোজন** (Adjustment by Repression)

ফ্রয়েডীয় মনোবিৎগণ বলেন আমাদের সমস্ত কর্ম্ম-প্রেরণার মূলে আছে একটা আদিম দৈবশক্তি যাহার নাম হইতেছে "লিবিডো" (libido)। ফ্রয়েড্ নিজে এই "লিবিডো" অর্থে যাহা বুঝিয়া ছিলেন তাহা হইতেছে একটা সর্ব্বব্যাপক "কামশক্তি" (id); য়ুঙ্ (Jung) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ এই "লিবিডো" আরও ব্যাপকতর অর্থে—অর্থাৎ ম্যাকডুগালের "জীবন-প্রয়াস (home) অথবা বার্গসনের—elan vital বা "প্রাণশক্তির" সগোত্রীয় জিনিষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্গণের মতে এই লিবিডোর স্রোত রুদ্ধ হইয়াই আমাদের যত কিছু অস্বভাবী (abnormal) মানসত্তা এবং ক্রিয়াকলাপের যত কিছু বৈচিত্র্য ঘটাইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই লিবিডোর স্রোত রুদ্ধ বা ব্যাহত হয় কেন? তাহার কারণ আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে লিবিডো হইতেছে আমাদের আদিম জৈব-প্রেরণা, আদিম ভোগের ইচ্ছা, যাহার সমাজনীতি নাই, যুক্তি নাই, সংযম নাই, বন্ধন নাই, ধর্ম্মবোধ নাই, দাবীরও অন্ত নাই। কিন্তু সমাজে বাস করিতে হইলে আমাদের কামনার সমস্ত দাবী কিছুতেই পূর্ণ হইতে পারে না। আমাদের অধিশাস্তা মন (Super-ego) বা নীতিবোধ অনেক সময়েই আমাদের কামনার নিরঙ্কুশ দাবীকে অস্বীকার করে। ফলে আমাদের অনীতিমূলক অনেক কামনাই নীতির শাসনে ধাক্কা খাইয়া মনের সজ্ঞান স্তর হইতে নামিয়া মনের গভীরে নির্জ্ঞান স্তরে তলাইয়া যায়। এই ব্যাপারটিকে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে অবদমন (Repression) বলে।

মনের সযত্ন-লালিত যে সমস্ত গোপন অতৃপ্ত কামনা নীতির শাসনে অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞানের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেগুলি একেবারে বিলুপ্ত হয় না। ফলে স্বপ্নের মধ্য দিয়া, বিচিত্র প্রতীক কল্পনার মধ্য দিয়া, তাহারা পরিতৃপ্তি লাভ করিতে চেষ্টা করে।

জাগ্রত অবস্থাতেও নির্জ্ঞান মনের এই অবদমিত কামনাগুলি নানাভাবে কাজ করে। বিস্মৃতি, ভয়, মাথাধরা, অবসাদ, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, পক্ষাঘাত তোতলামি, কাজে ও পড়ায় ভুল ত্রুটি প্রভৃতির মধ্য দিয়া অবদমিত কামনাগুলি তাহাদের গোপন বিদ্রোহের পরিচয় প্রদান করে।

প্রেষণাবাদী বর্ত্তমান মনস্তাত্ত্বিকগণ (বিশেষভাবে আমেরিকার মনস্তাত্ত্বিকগণ) ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান মন, অবদমন প্রভৃতি স্বীকার করেন না। অথচ ফ্রয়েড্ ও তাঁহার শিষ্যবর্গের (এ্যাড্লার, য়ুঙ্ প্রভৃতি) বহু পরিভাষা ও বহু তত্ত্বই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যুক্তাভ্যাস, প্রতীক, প্রক্ষেপ ঐকাত্ম্য (identification) প্রভৃতি জিনিষগুলি একান্ত ভাবে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানেরই জিনিষ। ইহা ছাড়া পূর্ব্বে আলোচিত হীনমন্যতা, প্রতিকল্প প্রচেষ্টা, Defence or Escape mechanism প্রভৃতি এ্যাড্লারীয় মনোবিজ্ঞান এবং অন্তর্বর্ত্তিতা প্রভৃতি বিষয় য়ুঙের মনোবিজ্ঞান হইতেই গৃহীত হইয়াছে।

মানসিক রোগের চিকিৎসাতত্ত্ব

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে আমরা যেভাবে উপযোজন

করি তাহা শুভকরও হইতে পারে, অশুভকরও হইতে পারে। অন্তর্বৃত্তিতা, অবদমন প্রভৃতি ছাড়া আমরা যে ভাবে জীবনের বাধা বিঘ্নের সঙ্গে সন্ধি করিয়া লই, তাহার ফলে অনেক সময়েই আমাদের কার্য্যকলাপ অস্বভাবী হইয়া পড়ে। এই অস্বভাবী মানসতাকে ঠিক অসুখের পর্য্যায়ে ফেলা না যাইলেও শারীরিক অসুখের মতই এগুলি আমাদিগকে জীবন-সংগ্রামে অক্ষম ও অপটু করিয়া তুলে। এই জাতীয় ব্যাধির দ্বারা পীড়িত রোগীর সংখ্যা সাধারণ শারীরিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের চেয়ে কম নহে। এই জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই ঝাড় ফুক্, রোজা, মাদুলী, তন্ত্র মন্ত্র, হিপ্‌নোটিস্‌ম্, মিস্‌মেরিসম্, বৈদ্যুতিক শক্ প্রভৃতি নানা ভাবে চিকিৎসার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু কোনও কিছুতেই স্থায়ী প্রতিকার হয় নাই।

সত্যিকারের প্রতিকারের জন্য অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই বিষয়ে ফ্রয়েড্, এ্যাডলার, য়ুঙ্গ প্রভৃতির অবদান সামান্য নহে। তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে অবশ্য প্রণালীগত মতভেদ কিছু কিছু আছে।

ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্‌গণ বলেন রোগীর সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বার্ত্তার ভিতর দিয়া, স্বপ্ন-বিকলনের মধ্য দিয়া তাহার নির্জ্ঞান মনের মধ্যে অবস্থিত জট পাকান গুঁটেষার (complex) মূলীভূত অতৃপ্ত কামনা গুলিকে মনের সংজ্ঞান স্তরের উপরে ভাসাইয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলেই আলোকের সংস্পর্শে অন্ধকার যেমন স্বতঃই বিনষ্ট হয়, সেইভাবে অবদমিত অন্যায় কামনার দাবীগুলি আপনা আপনিই কাটিয়া যাইবে। রোগী সুস্থ হইয়া উঠিবে!

য়ুঙ্গ, ফ্রয়েডের মত মনোবিকলনের ও স্বপ্ন বিকলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন বটে—তবে তিনি মুক্ত-অনুসঙ্গ পরীক্ষা (Free word association test) প্রভৃতির দ্বারা ও মনের গুঁটেষার সন্ধান করেন। কিন্তু ইহা তাঁহার চিকিৎসার প্রথম পর্ব্ব মাত্র। ইহার পর তিনি রোগীর গোষ্ঠীগত নির্জ্ঞানের সন্ধান করিয়া রোগীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অহম্ বা গোপন ব্যক্তিত্বটির (Shadow self) পরিচয় তাহাকে জানাইয়া দিয়া পুরুষের মধ্যে চিরন্তনী নারী প্রকৃতির এবং নারীর মধ্যে চিরন্তনী পুরুষ প্রকৃতির উদ্বোধন করিয়া তাহার জীবনের ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করেন *

এ্যাড্‌লারের সহিত ফ্রয়েডের পার্থক্য আর একটু বেশী। এ্যাডলার ফ্রয়েডের মত কামশক্তিকে জীবনের মূল প্রেরণা বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে "ক্ষমতার ইচ্ছা" (will to power) ই হইতেছে জীবনের মূল প্রেরণা। will to power ব্যাহত হইলেই আসে হীনমন্যতা ও অন্যান্য মানসিক ব্যাধি। সুতরাং এই ব্যাধির প্রতিকারের উপায় হইতেছে সোজা সুজি ভাবে রোগীকে উৎসাহ দান করা এবং নূতন ভাবে নূতন খাতে তাহার বাহাদুরির পথ খুলিয়া দেওয়া, নূতন কাজের সন্ধান দেওয়া।*

বর্ত্তমান প্রেষণাবাদী মনস্তাত্ত্বিকগণও এই জাতীয় কথাই বলেন। তাঁহাদের মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাতত্ত্বের মূল কথাটি হইতেছে রোগীকে re-motivate করা, তাহার প্রেষণাকে নূতন খাতে প্রবাহিত করান। তাঁহারা এই re-motivation এর জন্য যে সমস্ত উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাঁহাকে ফ্রয়েড, য়ুঙ্গ, এ্যাডলার প্রভৃতির মতের সমন্বয় বলা যাইতে পারে। তাঁহারা বলেন—

প্রথমতঃ, রোগীর অস্বভাবী মানসতার জন্য তাহার জীবনেতিহাসের সন্ধান লইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ রোগীকে তাহার রোগের কারণগুলি ধীরভাবে এবং গভীর সহানুভূতির সহিত বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহাকে দেখাইয়া দিতে হইবে যে জীবনের বাধা বিঘ্নের সহিত লড়াই করিবার প্রক্রিয়ার মধ্যে তাহার কোনও স্থানে একটা কিছু ভুল হইয়া ছিল, সুতরাং এই ভুলটি পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে নূতনভাবে কাজ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, এই নূতন ভাবে কাজ করিবার জন্য তাহাকে পথ নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, তাহাকে এমন একটা কর্ম্মসূচী দিতে হইবে যাহাতে গোড়া হইতেই তাহাকে ব্যর্থ হইতে না হয়।

---

* লেখকের লেখা "মনস্তত্ত্বে য়ুঙ্গের দান" নামক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য ;—ভারতবর্ষ—মাঘ ১৩৫৯

* মনস্তত্ত্বে এ্যাডলারের দান প্রবাসী—মাঘ ১৩৫৮

হাল্কা সহজ কাজে বহুবার কৃতকার্য্য হইলেই তাহার মনে আত্ম-প্রত্যয় ও আশার আবির্ভাব হইবে। এই আত্ম-প্রত্যয়জনিত দৃঢ়তা ও কর্ম্ম সিদ্ধিজনিত আনন্দ তাহাকে নূতন মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবে। কিন্তু গোড়া হইতেই কঠিন কাজ দিলে ব্যর্থতার মুখভাড়া খাইয়া সে আত্ম-প্রত্যয় হারাইয়া কর্ত্তব্যভীরু হইয়া উঠিবে। এই জন্যই তাহার কর্ম্মসূচীকে অত্যন্ত ধীরে ধীরে ক্রম-কঠোর করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, রোগীর ব্যক্তিগত জীবন-পরিবেশের আলোচনা করিয়া তাহার জন্য নূতন পরিবেশ তৈয়ারী করিতে হইবে এবং নূতন কর্ম্ম-প্রেষণা দিতে হইবে অর্থাৎ তাহাকে "re motivate" করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে যে অবস্থায় আসিলে আমাদের চৈতন্যগুলি অস্বভাবী মানসতার বা মানসিক ব্যাধির পর্য্যায়ে পড়ে তাহা একদিনে হঠাৎ ঘটে না। অতি শৈশব কাল হইতেই পারিপার্শ্বিক-অবস্থার সঙ্গে ঠিকভাবে খাপ খাওয়াইতে না পারিয়া ধীরে ধীরে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বৃদ্ধিলাভ করিয়া শেষে মানসিক ব্যাধিরূপে প্রকট হইয়া উঠে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাধির মূলেই আছে বাল্য বা শৈশবের পালনের দোষ, জীবন পরিবেশের প্রতিকূলতার জন্য আমাদের জন্মগত প্রেষণার ব্যাঘাত। সেই ব্যাঘাত বা বাধার সন্ধান করিয়া আমরা যদি প্রেষণাকে নূতন পথ করিয়া দিতে পারি তাহা হইলেই ঐ ব্যাধি কাটিয়া যাইয়া আমাদের জীবন স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে।

এইভাবেই বহু দুশ্চিকিৎস মানসিক ব্যাধির প্রতিকার হইতে পারে। উহার জন্য প্রয়োজন হইতেছে প্রেষণার রুদ্ধ নির্ঝরিণীর পাষাণ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেওয়া। বাকী কাজটুকু আপনা আপনিই হইয়া যাইবে। নিম্নের ঘটনাটি হইতে এই মতের সত্যতা বুঝিতে পারা যাইতে পারে।

একটি বালক কিছুতেই লেখাপড়া শিখিতে পারে না। তাহাকে লইয়া নানা প্রকার চেষ্টা হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চোখের দোষে তাহার পড়াশুনার অসুবিধা হইতেছে কিনা তাহা জানিবার জন্য তাহাকে চোখের ডাক্তারের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। শারীরিক সাধারণ অসুস্থতার জন্য ইহা হইতেছে কিনা জানিবার জন্য চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করা হইল, বড় বড় শিক্ষা তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের কাছে লইয়া যাওয়া হইল। কিছুতেই কোনও ফল হইল না। শেষ পর্য্যন্ত ঘর বাড়ী হইতে বহু দূরে আত্মীয় বান্ধবহীন একটা জায়গায় তাহাকে থাকিতে হইল। এখানে এই নির্ব্বান্ধব প্রদেশে থাকিয়া আত্মীয় বন্ধুদের সহিত যোগাযোগের জন্য চিঠিপত্র লিখিবার প্রয়োজন বালকটি প্রতিনিয়তই অনুভব করিতে লাগিল। এই প্রয়োজন বোধই হইল তাহার লেখাপড়া শিখিবার নূতন প্রেষণা। এই নব প্রেষণায় প্রেক্ষিত হইয়া (re-motivate) শীঘ্রই সে লেখাপড়া শিখিতে পারিল।

এই বালকটির ইতিহাস হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে তাহার প্রাথমিক অকৃতকার্য্যতার মূলে কোনও বুদ্ধির দীনতা বা উনমানসতা ছিল না। তাহা হইলে গোড়ার দিকে ঐ বালকটি লেখা পড়া শিখিতে পারে নাই কেন? খুব সম্ভবতঃ ইহার মূলে ছিল আত্মীয় স্বজনের ভ্রান্ত পরিচালনা। অনেক সময়েই আমরা শিখাইবার আগ্রহের আতিশয্যে শিক্ষার প্রতি শিশুর মনকে বিমুখ করিয়া তুলি। শিক্ষার জন্য তাহার মধ্যে যে প্রেষণা ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে পারিত তাহাকে জোর করিয়া তাড়া-তাড়ি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টায় আমরা শিক্ষার প্রতি তাহার বিমুখতাই সৃষ্টি করিয়া ফেলি, কুঁড়িটিকে জোর করিয়া ভাবী ফুলটিকেও বিনষ্ট করিয়া বসি। আগেকার দিনে বালিকা বধূকে জোর করিয়া স্বামীর শয়নকক্ষে পাঠাইবার চেষ্টা করা হইত বলিয়া অনেক সময় তাহারা স্বামী, বিমুখ হইত। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত পলাতকার দল আবার পতি সোহাগিনী হইয়া জীবন-দয়িতের সহিত নিবিড় মিলনে ঘরকন্না করিত! শিক্ষার ব্যাপারেও আমরা অভিভাবকের দল অনেক সময়েই ছাত্রদের এই ভাবেই বিমুখ করিয়া তুলি। ফলে পড়া শুনার প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক প্রেষণা বিলম্বিত বা বিনষ্ট হইয়া যায়।

একটি বালকের কথা আমরা জানি। তাহার মাতা বালকটিকে খুব অল্প বয়স হইতেই লেখাপড়া শিখাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন! কিন্তু তিনি বালক-

টিকে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য যতই জিদ্ করিতে লাগিলেন, বালটির ও লেখা না শিখিবার জন্য জেদ ততই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। কিছুতেই তাহার লেখাপড়া হইল না। মাতা শেষ পর্য্যন্ত হাল ছাড়িয়া দিয়া তাহার পড়াশুনা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িলেন। তখন ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে বালকটি পড়াশুনায় অগ্রসর হইতে লাগিল। এইবার সামান্য দুই একটি উৎসাহ-বাক্যে তাহার আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল। সে ক্রমশঃ ভাল ছেলে হইয়া উঠিল।

অনেক ক্ষেত্রেই এইরূপ হইতে পারে। আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে সাধারণতঃ কোনও বালকই জেদী অমনোযোগী বা দুর্ব্বৃত্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। আমাদের পালনের দোষে অথবা জীবন-পরিবেশের দোষেই তাহা ঘটিয়া থাকে। তবে সেই দোষটি হয়ত সবক্ষেত্রে আমাদের জানতঃ হয় না এই পর্য্যন্ত। এই জন্য প্রয়োজন হইতেছে ধীর ভাবে সেই দোষের সন্ধান করা এবং বালককে উপযুক্তভাবে re-motivate করা। ৩ (সম্পূর্ণ)

(২৪০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আমার মনে হয়, বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে প্রচুর পরিমাণে ক্র্যামিং করান আবশ্যক। ইহাতে শিক্ষা তো হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশীলতা, একাগ্রতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ বর্ধিত হইবে। আমাদের দেশে যাঁহারা ইংরাজী ভাষাজ্ঞান, ইংরাজী রচনা এবং ইংরাজী ভাষায় বাগ্মিতার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ক্র্যামিং-যুগের ছাত্র ছিলেন।

বৎসরে তিনশত প'য়ষট্টি দিন অর্থাৎ তিনশত প'য়ষট্টি-ইনটু-চব্বিশ ঘণ্টা। ইহা হইতে আহার, নিদ্রা, পারিবারিক অপরিহার্য কর্তব্য, অসুখ-বিসুখ প্রভৃতির সময় বাদ দেওয়া যাক। তারপর ছাত্রদের বিদ্যালয়ে বাতায়াত ও অবস্থানের সময় বাদ দিলে যে সময় থাকিবে, তাহা হইতে উপরোক্ত (১) হইতে (১০) পর্য্যন্ত যে কার্যাবলীর কথা বলা হইয়াছে তাহার সময় বাদ দিলে পড়াশুনা করিবার জন্য সময় বেশী অবশিষ্ট থাকিবে না।

আমি ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কোন কার্য বা উদ্দেশ্যের সমালোচনা করিতেছি না। বিচ্ছিন্নভাবে দেখিতে গেলে উপরোক্ত (১) হইতে (৮) পর্যন্ত কার্যাবলী কোনটিই নিন্দনীয় নহে। প্রত্যেকটিরই ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপকারিতা আছে। কিন্তু মাত্রাধিক্য হইলে এবং সমবেতভাবে লইলে উহাদের সমষ্টিগত প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়।

শুধু ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন আবেদন ও নিবেদনে বেশী ফললাভের আশা নাই। সিনেমা-গৃহে ধূমপানে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, এই সামান্য কথাটুকু বুঝাইতেও আইনের আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং উপরোক্ত সামাজিক ত্রুটী সংশোধন করিতে অভিভাবকবর্গ, পৌর-শাসকবর্গ এবং শিক্ষা বিভাগের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আবশ্যক। সংযম, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাপ্রিয়তা, একাগ্রতা, অধ্যবসায়, শ্রমসহিষ্ণুতা, আলস্যহীনতা, জীবনের গুরুত্ববোধ প্রভৃতি গুণাবলীই মানুষকে এবং সমাজকে উন্নত করিয়া থাকে। এই সকল গুণের অভাব ঘটিলে খেলাও ভাল করিয়া খেলা যায় না।

আমাদের ছেলেদের পড়াশুনায় শৈথিল্য এবং সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণের কারণ সম্পর্কে সকলেরই চিন্তা করা কর্তব্য। অন্যান্য বহুবিধ কারণের সহিত উপরোক্ত কয়েকটি কারণ গুরুতর বলিয়াই আমার মনে হইয়াছে। বিভিন্ন আকারে এবং বিভিন্ন উপলক্ষে শুধু খেলা ও কলা দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে না।

ভারতের ধ্বংসপ্রায় পল্লীগুলিকে রক্ষা করিবার উপায় পল্লীবাসীকে শিক্ষা, আনন্দ ও কর্ম্মের প্রেরণা দান করা। ইহার জন্য প্রয়োজন পল্লীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পল্লীজীবনের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু শিক্ষকগণকে অনশনে রাখিয়া তাহা কি সম্ভবপর ?

গল্প বলা

বিমলহরি দাশ বি, এস্-সি, বি-টি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে নূতন পাঠ্যক্রম প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর ১ম ও ২য় শ্রেণীতে কোন রকম পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে পড়ানো একে-বারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাই ব'লে এই স্তরে শিশুদের ভাষা-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা হয়নি—বরঞ্চ এর গুরুত্বকে মেনে নেওয়া হয়েছে আরও বেশী। যে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলে এই স্তরে আনন্দের মধ্য দিয়ে ভাষা শেখানো সহজ হবে ব'লে মনে করা হয়, তার মধ্যে 'গল্প-বলা' একটা বিশেষ স্থান পেয়েছে। অতএব শিশুদের সাম্‌নে কেমন করে গল্প বলতে হয় বা বলা উচিত, তা নিয়ে আলোচনা করা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বস্তুতঃ গল্প-বলা সত্যিই একটা কঠিন কাজ। গল্পকে যদি শিশুর নিকট আকর্ষণীয় ক'রে তোলা না যায় এবং শিশুর মনোযোগকে গল্পের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা না যায়, তা'হলে গল্প বলার সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে

নিপুণভাবে গল্প বলার দক্ষতা শিক্ষকের একটি বিশেষ গুণ। অবশ্য, এমন কয়েকজন ভাগ্যবান ব্যক্তি আছেন—যাঁরা এই বিশেষ গুণটি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল ব্যক্তি সমাজ-জীবনে সাধারণতঃ খুব মজলিশি লোক ব'লে খ্যাতিলাভ করেন। এদের সঙ্গ একবার পেলে আর যেন উঠতে ইচ্ছা করে না—অনেক প্রয়োজনীয় এবং জরুরী কাজ ফেলেও, ইচ্ছা করে আরও দু'দণ্ড শুনে যাই। এদের কাছে অতি সাধারণ কথাও, বলবার গুণে বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে ওঠে। গল্প বলার এই চিত্তাকর্ষক ভঙ্গী যে শিক্ষকের সহজাত, তিনি স্বভাবতঃই ছাত্রসমাজে বিশেষ প্রিয় ও সমা-দৃত। শিক্ষাদানে সাফল্য অর্জ্জন করতে হলে এ গুণটি থাকা দরকার। কিন্তু যে সমস্ত শিক্ষকের ক্ষেত্রে এই গুণটি সহ-জাত নয়, তাঁরা একটু চেষ্টা করলে এ গুণটি সহজেই আয়ত্ত করতে পারেন। বস্তুতঃ গল্প-বলার প্রতিভাকে এমন একটি আর্ট বলা যায়, যার দ্বারা শিক্ষকের সমগ্র শিক্ষাদান-পদ্ধতিরই বিশেষ উন্নতি হবার সম্ভাবনা আছে। গল্প-বলায় দক্ষতা লাভ করতে হলে এবং এই পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষাদানে সাফল্য লাভ করতে হলে, নীচের বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার।

গল্পের নির্ব্বাচন

বয়সের অনুপাতে গল্পের নির্ব্বাচন করতে হবে। ছয় বৎসর বয়সের শিশুরা যে শ্রেণীর গল্প শুনতে ভালবাসে, দশ বৎসর বয়সের শিশুরা তা ভালবাসে না এবং বিপরীতক্রমে দশ বৎসর বয়সের শিশুরা যে গল্প ভালবাসে, তা একটি ছয় বৎসর বয়সের শিশুর কাছে নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

বর্ণনামূলক গল্প অপেক্ষা সংঘাতবহুল গল্পই শিশুর পক্ষে অধিকতর চিত্তাকর্ষক। বর্ণনামূলক গল্পে শিশুরা আদৌ কোন আনন্দ পায় না। অতএব গল্প নির্ব্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন সেটি বর্ণনামূলক না হয়ে সংঘাতবহুল হয়। R. Strang বলেছেন—"Stories for young children, therefore, should be told in terms of action and sense impressions.....children lose interest when the action is interrupted by a long descriptive passage. In telling a story one can notice the drop in interest during descriptive and explanatory portions, and the flare-up of interest again when it is resumed, (An introduction to child study—p, 210). R. Strang আরও বলেছেন যে, ছোট ছোট শিশুরা নিজেদের কাজ এবং অভিজ্ঞতার উপরই সবচেয়ে বেশী আগ্রহশীল। অতএব পরিচিত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশুদের প্রথম গল্প আরম্ভ করা উচিত।

গল্পের উদ্দেশ্য

গল্প-বলার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকা দরকার। বস্তুতঃ গল্প-বলার মধ্যে বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কখনো

কখনো নিছক্ আনন্দ উপভোগের জন্য গল্প বলা হয় বটে, কিন্তু গল্পের মধ্যে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যও যথেষ্ট থাকে। গল্পের দ্বারা শিশুমনের চিন্তার সুসংবদ্ধতা (thinking in sequence), কল্পনার বিকাশ এবং রুচির পরিবর্ত্তন ঘটানো যায়। অতএব গল্প বলার পর্ব্বে শিক্ষক নিশ্চিত হবেন—তিনি সেই গল্পের দ্বারা শিশুর মনে কোন্ পরিবর্ত্তন আশা করেন। অবশ্য অনেক সময় একই গল্পের দ্বারা একাধিক উদ্দেশ্য সাধন করা যায়।

গল্পের মধ্য দিয়ে শিশুরা যেন নানারকম কাজ করবার প্রেরণা পেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে—গল্প শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুরা গল্পটিকে তাদের খেলাধূলার মধ্যে রূপ দেবার চেষ্টা করছে। এই রকম যখন দেখা যাবে, তখন বুঝতে হবে যে গল্প বলা সার্থক হয়েছে। কারণ গল্প বলার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে শ্রোতার হৃদয়ান্তরালে কর্ম্ম-প্রেরণার উৎসাহ জোগানো; গল্প বলার সময় শিক্ষককে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার গল্পের মধ্যে শিশুর মনে যে যে কর্ম্মানুষ্ঠানের (lines of action) প্রেরণা দিবার ইঙ্গিত রয়েছে, সেই সেই কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সুযোগ এবং উপকরণও শিশুর হাতের কাছেই বিদ্যমান আছে।

গল্প বলার কয়েকটি সাধারণ কথা

(ক) প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে—গল্প বলার সময় যেন কোন বই সামনে রেখে তার থেকে রীডিং পড়া না হয়। গল্প যদি বই থেকে প'ড়ে ছাত্রদের শোনানো হয়, তা'হলে গল্পের মনোহারিত্ব অনেক ক'মে যায়।

(খ) শিক্ষক যে গল্পটি ছাত্রদের বলবেন, সেটা যেন তিনি খুব ভালভাবেই জেনে রাখেন। গল্প বলতে বলতে মাঝ-পথে থেমে যাওয়া অথবা বই খুলে দেখে নিয়ে পুনরায় বলা, মোটেই উচিত নয়। এর দ্বারা অবশ্য এই বুঝায় না যে, শিক্ষক গল্পটি মুখস্থ ক'রে তবে ছাত্রদের বলবেন। গল্পের আরম্ভ এবং শেষ ভালভাবেই জানা দরকার এবং এমনও যদি হয় যে, গল্প বলবার সময় কয়েকটি বাক্যের পুনরাবৃত্তির দরকার—তা'হলে সেই বাক্যগুলি মুখস্থ রাখা উচিত। গল্প বলবার দক্ষতা আয়ত্ত করতে পারলে অবশ্য আর মুখস্থ করতে হবে না। মুখস্থ ক'রে গল্প বলার একটা দোষ এই যে, একবার এতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর মুখস্থ না ক'রে গল্প বলা কঠিন হয়ে পড়ে। গল্পের মধ্যে মুখ্য কয়েকটি বাক্য মুখস্থ রেখে বাকী গল্পটা নিজের কথাতেই বলার অভ্যাস করা উচিত।

(গ) গল্প বলার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে—যেন গল্পের flow বা সাবলীল গতি ব্যহত না হয়। order of events বা ঘটনার পারম্পর্য্য সম্বন্ধেও শিক্ষকের পরিষ্কার জ্ঞান থাকা দরকার। গল্প বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে—"ঐ যাঃ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি ·····সেটা হচ্ছে ....." বলে মাঝপথে বিস্মৃত ঘটনা বিবৃত করাও এক মারাত্মক ত্রুটী।

(ঘ) ছাত্রদের কাছে শিক্ষক যে গল্প করতে যাচ্ছেন, সে গল্প সম্বন্ধে শিক্ষকের নিজের interest বা ঔৎসুক্য থাকা চাই খুব বেশী। গল্পটিকে তিনি নিজে যদি মনে-প্রাণে উপভোগ করতে পারেন, তবেই বলবার সময় তা ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে বেশী।

(ঙ) গল্প বলবার সময় বাছাই করা কয়েকটি বাক্যের পুনরাবৃত্তিও থাকা ভাল। ছোট ছোট শিশুরা এই সব পুনরাবৃত্তি খুব আমোদের সঙ্গে উপভোগ করে। তবে এই পুনরাবৃত্তির সময় লক্ষ্য রাখবেন—যেন পুনরাবৃত্তির অংশটুকু প্রতিবারই নির্ভুলভাবে বলা হয়।

(চ) যতদূর সম্ভব—গল্পটি স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে—গল্পের শব্দ এবং অর্থ খুবই সহজ ও প্রাঞ্জল হওয়া দরকার—যেন শিশুদের বুঝতে একটুও কষ্ট না হয়। গল্পের মধ্যে conversation বা কথাবার্ত্তা থাকলে সেটাকে indirect speeeh-এ না ব'লে direct speech-এ বলাই ভাল। গল্প বলতে বলতে যদি অঙ্গভঙ্গী অথবা অভিনয়ের দরকার হয়, তা'হলে শিক্ষক যেন কোন ক্ষেত্রেই এই অঙ্গভঙ্গী বা অভিনয় করতে বিরত না থাকেন। তবে কোন ক্ষেত্রেই যেন এই অঙ্গভঙ্গী বা অভিনয় স্বাভাবিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে না যায়। শব্দের বা টুকরো ঘটনার অভিব্যক্তিমূলক শব্দ ব্যবহার করলে গল্পকে আরও সতেজ ও সজীব করে তোলা যায়। যেমন—"রেলগাড়ী ছুটে চল্‌লো" না ব'লে "হিস্ হিস্ শব্দে রেলগাড়ী ছুটে চল্‌লো" বল্‌লে বাক্যের আকর্ষণ শক্তি অনেক বেড়ে যায়।

(শেষাংশ ২৫৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

রূপ ও বৈচিত্র্য

অধ্যাপক শ্রীসুনীল কুমার বসু

খ্যাতনামা ইংরাজীর অধ্যাপক ও সাংবাদিক এই লেখকের সাহিত্য সম্বন্ধীয় কয়েকটি সাধারণ বোধগম্য নিবন্ধ ইতিপূর্ব্বে 'শিক্ষকে' প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান লেখাটি তাহারই পরবর্ত্তী অংশ।

বিরাট রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে চারটী নিদর্শন দেওয়া যাক। 'বলাকা', 'রক্ত করবী', 'রাজা ও রাণী' আর 'গোরা'। একই রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচিত্র রূপায়ণ ঘটেছে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা অবলম্বন করে। 'বলাকা' একটি কাব্যগ্রন্থ, 'রক্তকরবী' ও 'রাজারাণী' নাটক, কিন্তু এই দুইএর মধ্যে প্রভেদ এইখানে যে 'রক্তকরবী' গদ্যে লিখিত আর 'রাজারাণী' নাট্যকাব্য। 'গোরা' উপন্যাস। সাহিত্যকে তাই মোটামুটী ভাবে তিন ভাগে ভাগ করা চলে,—কাব্য, নাটক ও গদ্যসাহিত্য। নাটক আবার পদ্যে বা গদ্যে লেখা হতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে সাহিত্য রচনার পিছনে প্রকাশের তাগিদ রয়েছে। সুতরাং সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ভেতর দিয়েও মানুষ বার বার নিজের মনের ভাবকেই প্রকাশ করতে চাইছে। অথচ প্রকাশের ভঙ্গীটি কত বিচিত্র। নিজের মনের কথাটি গুছিয়ে বলা মানুষের স্বভাব। নিজের জিনিষগুলিকে মনোরম করে সাজিয়ে রাখা মানুষের প্রকৃতিগত বৃত্তি: মানুষ যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই দৈনন্দিন জীবনের হাজার কাজের মধ্য দিয়ে একটা কিছু সৃষ্টি করতে চায়। গায়ক যখন গান করে তখন সুরটাকে সহজ সরলভাবে প্রকাশ করলে তার তৃপ্তি হয় না। তান ও লয়ের সমন্বয়ে তাকে বহু বিচিত্র করে প্রকাশ করতে পারলে তবেই তার মনের ক্ষুধা মেটে। সেই রকম সাহিত্যিকও মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করবার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেন। একই বিষয়বস্তু নিয়ে হয়ত কাব্য, নাটক ও উপন্যাস লেখা যেতে পারে। কিন্তু কাব্য হবে কি উপন্যাস হবে, সেটা নির্ভর করে সাহিত্যিকের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর। যেমন রামায়ণ হচ্ছে মহাকাব্য। আর সেই রামায়ণের বিষয়বস্তুর একটা অংশ অবলম্বন করে ভবভূতি লিখেছিলেন নাটক, উত্তররামচরিত। সেইরূপ মহাভারতবর্ণিত গল্প নিয়ে কালিদাসের নাটক সৃষ্টি হ'ল অভিজ্ঞানশকুন্তলম। প্রাচীন গ্রীসের বিশ্বখ্যাত মহাকাব্য ইলিয়াডের বহু গল্প অবলম্বন করে পরবর্ত্তীকালের লেখকেরা লিখেছেন নাটক। প্রাচীন রাষ্ট্রনায়ক রাজা আর্থার হলেন ম্যালরির উপন্যাসের বিষয়বস্তু। তার বহুকাল পরে টেনিসন তাঁকে নিয়ে এক বিরাট কাব্য লিখলেন যার নাম হচ্ছে Idylls of the king.

প্রাচীনকালের নরনারী ছন্দবদ্ধ ভাষায় ভাবপ্রকাশ করতে ভাল বাসত। সে যুগ ছিল আবেগের যুগ, বিচার বিশ্লেষণের যুগ নয়। তাই গদ্য বর্ত্তমান থাকলেও সাহিত্যের বাহন হিসাবে তা' পরিপুষ্ট হয় নি। তখনকার দিনে ভাষা ছিল সহজ ও নমনীয় আর প্রত্যেকটি শব্দ গঠিত হ'ত কোন কাজ বা ছবিকে অবলম্বন করে। আবেগাপ্লুত অন্তরে মানুষ যখন সেই ভাষা উচ্চারণ করত, তখন আপনা থেকেই তার মধ্যে একটা ছন্দ এসে যেত। আর বাস্তবিক হয়ও তাই। অত্যন্ত সাধারণ কথা আমরা যদি আবেগ দিয়ে বলি, অমনি তার মধ্যে যেন একটা ছন্দের রেশ কোথা থেকে এসে মিশে যায়। "সময় হয়েছে নিকট, এবার বাঁধন ছিঁড়তে হবে"—একটা অত্যন্ত সাধারণ বাক্য।

অথচ আবেগ দিয়ে পড়লে এর মধ্যে কাব্যের ঝঙ্কার বেজে উঠবে। প্রাচীন কালে তাই কাব্যের উৎপত্তি হয়েছিল খুব স্বতস্ফূর্ত ভাবে। নাটকের যখন জন্ম হয়, মানুষ তখন বেশ আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে, তার জীবন ও সমাজ জটিলও হয়ে উঠেছে বেশ। কেননা, নাটক শুধু কোন একলা কবির ভাবাবেশ নয়, নাটকের মধ্যে জীবনের একটা সংগ্রূপ আমাদের চোখের সামনে ধরা হয়, মানুষের জীবনে যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও ব্যর্থতা রয়েছে, নাটকের মধ্যে তা' প্রতিফলিত হয়। কিন্তু প্রাচীন নাটকের বাহন পদ্য, গদ্য নয়। এরও একটা কারণ রয়েছে। এরও কারণ এই যে মানুষ তখনও বিচার-প্রবণ হয়ে ওঠেনি, আবেগ-প্রবণ রয়েছে, অথচ জীবনের কঠিন দুঃখ ও সংগ্রাম তাকে বার বার পীড়া দিচ্ছে, তার মনে প্রশ্ন জাগাচ্ছে, কেন এ দুঃখ, কেন এ নিষ্ঠুর মৃত্যু, কোথায় এ রহস্যের মূল? মানুষের সন্ধানী মন উত্তর চায়, চায় মীমাংসা। নচিকেতার মনে যে চরম জিজ্ঞাসা এসেছিল কোন নাটকে তা' স্থান পায় নি বটে, কিন্তু পাবার যোগ্য। অন্ধ ইডিপস কেঁদেছিলেন নিয়তির নিষ্ঠুর লীলা বুঝতে না পেরে। ককেশাস গিরিকূটে শকুনির চঞ্চুনখাঘাতে বিদীর্ণ প্রমিথিউস, চোখে ছিল যাঁর আলো, বুকে ছিল বিপ্লবের দুঃসাহস তিনি এর মীমাংসা চেয়েছিলেন। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাচীন নাট্যসাহিত্যে তাই এক নিষ্ঠুর সত্য ফুটে উঠেছে—নিয়তির কাছে মানুষের পরাজয়।

সাহিত্যের বাহন হিসাবে গদ্য-সাহিত্যের পরিপুষ্টি অনেক পরে। গদ্য হ'ল যুক্তিতর্কের ও বিচারের ভাষা। গদ্য হচ্ছে আধুনিক জীবনের স্বাভাবিক ভাব-প্রকাশের বাহন। প্রাচীন কালে গল্প, উপাখ্যান বা রূপকথা গদ্যে লেখা হ'ত সত্য। কাল্পনিক অবাস্তব উপন্যাস রচনায়ও গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে বটে। কিন্তু উপন্যাস বা গল্প রচনার জন্য গদ্যের বহুল ও বিশেষ ব্যবহার আধুনিক যুগেই প্রধানত ঘটেছে। এ যুগে নাটকও লিখিত হয় গদ্যে। গদ্য সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাসই প্রধানতম। বিস্তৃত পটভূমিকায় যে গল্প বলা হয় উপন্যাস তাকেই বলে। নাটকের মত এর মধ্যেও জীবনের জটিলতা ঘাত-প্রতিঘাত ও দুঃখকষ্টের চিত্র আমরা পাই। এর মধ্যেও বহু বিচিত্র নরনারী এসে ভিড় জমায়। আধুনিক জীবনের আলেখ্য হিসাবে উপন্যাস সবচেয়ে জনপ্রিয়।

সাহিত্যের মধ্যে দুটি অংশ রয়েছে, রূপ এবং বিষয়বস্তু। সাহিত্যের ভাব এবং বিষয়বস্তু প্রধান সন্দেহ নেই, কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গি কিছু অপ্রধান নয়। এ দুটি জিনিষ বিভিন্ন নয়। সাহিত্যিকের মনে যখন প্রথম প্রেরণা আসে তখন তারই মধ্যে তার প্রকাশভঙ্গিরও একটা আভাষ রয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ 'বিদায় অভিষান' বা 'চিত্রাঙ্গদা'কে নিয়ে গীতিকবিতা না লিখে নাট্যকাব্য লিখলেন কেন? কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র মত নাটক হল না কেন? পুনরায়, মেঘদূত হ'ল গীতিমূলক খণ্ডকাব্য। কেন এমন হয়, এ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে যে মুহূর্তে সাহিত্যিকের মনের মধ্যে একটা ভাব এল, সেই মুহূর্তেই কি ভাবে যে সেই ভাবটাকে প্রকাশ করা হবে তারও একটা আভাষ তিনি অনুভব করলেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, অনুভূতি এবং তার প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে খানিকটা ব্যবধান থাকে অর্থাৎ মানুষ চেষ্টা করে তার মনের ভাবটাকে সবচেয়ে সুন্দর করে প্রকাশ করতে, আর এ জন্য সে খানিকটা সময় নেয় সেই ভাবের উপযোগী ভাষা খুঁজতে। এক হিসাবে দেখতে গেলে এ কথাটা সত্যি। কেননা পৃথিবীর বহু মানুষই নীরব কবি। অন্তরে তাদের অনুভূতি বা কবিত্ব আছে কিন্তু প্রকাশ করবার ক্ষমতা নেই। কোন কিশোর বালক যখন কবিতা লেখে তখন তার আবেগটাই বেরিয়ে আসে বড় হয়ে, ভাষা এবং ছন্দের সামঞ্জস্য অগ্রাহ্য করে। যেমন একটী কিশোর লিখেছিলেন :—

"উদয়-অচলে উষার স্বপন ভায়
সুমধুর কণ্ঠে পাখীরা তাহার স্তুতিগান গায়"

(কোন একটী কিশোরের রচনা-সংগ্রহ হইতে)

প্রথমতঃ, এর মধ্যে ছন্দদোষ রয়েছে, দ্বিতীয়তঃ উষার ছবিটি কবির মনকে ভাবাপ্লুত করেছে বটে কিন্তু হয়ত অনুভূতি যথেষ্ট পরিমাণে তীব্র নয় অথবা হয়ত ছবিটি তার মনে সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয়নি। সেইজন্য প্রথম পংক্তিতে 'স্বপন' কথাটি ভাবকেও পরিস্ফুট করে তুলতে পারছে না। 'স্বপন' অর্থে এখানে যদি 'আভাষ' মনে করা যায় তবে তার

সঙ্গে 'ভায়' কথাটি খাপ খায় না। কারণ 'ভায়'-কথাটীর সঙ্গে কোন কিছু উজ্জ্বল বস্তুর সম্বন্ধ আছে। তা ছাড়া উষার প্রথম আবির্ভাবের মধ্যে স্বপ্নের ঘোর নেই, বরং স্বপ্নভঙ্গের সজীবতা আছে। সুতরাং এ দুটী পংক্তিকে সংশোধন করে আমরা যদি বলি—

উদয়-অচলে উষার হাসিটী ভায়
পাখীরা তাহার বন্দনাগান গায়

তবে বোধহয় অনেকটা কবির মনোভাবের কাছাকাছি আসা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাত বর্ণনার একটা নমুনা দেওয়া যাক :—

"পূরব মেঘমুখে পড়েছে রবি-রেখা
অরুণ রথচূড়া আধেক যায় দেখা
তরুণ আলো দেখে পাখীর কলরব
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব"

(প্রভাত উৎসব, প্রভাত সঙ্গীত)

কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতায় বোধহয় ভাব এবং রূপের মধ্যে এই ব্যবধান থাকে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে "ভাব পেতে যায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।" ভাব এবং রূপ যেখানে সংযুক্ত-ভাবে সাহিত্যিকের মনে প্রতিভাত হয় সেইখানেই সৃষ্টি হয় সার্থক সাহিত্য।

যুগে যুগে সাহিত্যের রূপ বদলায়। কেননা, যুগে যুগে নূতন নূতন সমস্যা, ও জটিল অভিজ্ঞতা মানুষের মনকে নাড়া দেয়। তারই প্রকাশ ঘটে নূতনতর ভঙ্গিতে। প্রাচীন কালে মহাকাব্য ছিল প্রকাশের বাহন। মহাকাব্যের মধ্যে একটা ব্যাপ্তি আছে। একটা জাতি বা সম্প্রদায়ের ইতিহাস অবলম্বনে লেখা হ'ত মহাকাব্য, কোনো ব্যক্তি বিশেষের অন্তরবেদনা অবলম্বনে নয়। মহাকাব্য সামাজিক-জীবনের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু গীতিকাব্য লেখা হ'ল তখনই, যখন কোনো ব্যক্তিবিশেষ নিজেকে সমাজ জীবন থেকে পৃথক করে দেখ্‌তে লাগ্‌ল এবং নিজের মনের ভাবকে গুরুত্ব দিতে সুরু করল। নাটক জিনিষটাও সমাজ চেতনার মধ্যে, অনেক সময়ে সমাজ জীবনের তাগিদে সৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু নাটকের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, ব্যক্তি মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করা হয়। হ্যামলেটের সংশয়-দীর্ণ, দ্বিধা-কণ্টকিত-মনকে সেক্‌সপিয়র সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন। আবার আধুনিক কালে নাটক হয়েছে সমাজ সমস্যার বাহন। ব্যক্তি ও সমাজ-ব্যবস্থার যে সংঘর্ষ এবং তার ফলে ব্যক্তি-জীবনের যে অপচয়—তা' সর্ব্বপ্রথম দেখালেন ইব্‌সেন, তারপর গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি। লর্ড বার্ণার্ড শ'য়ের নাটক ত' সমাজ প্রথার সমালোচনা। উপন্যাস প্রথমদিকে ছিল মনোরম গল্প মাত্র, কিন্তু ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান যুগের সমস্যায় ভরে উঠেছে উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন' এমনি একখানি সমস্যামূলক উপন্যাস। ম্যাক্‌সিম গোর্কির 'মাদার' রাশিয়ার বৈপ্লবিক জীবনের একটা মস্তবড় সমস্যাকে রূপ দিয়েছে।

শুধু যদি নাটকের কথা ধরা যায় তবে দেখা যাবে যুগে যুগে কত পরিবর্ত্তন হয়েছে। প্রাচীনকালে নাটক লিখ্‌বার যে সব বাঁধা ধরা নিয়ম ছিল, আজ আর তা' মানা হয় না। নাট্যকার আজ নিজের খুসীমত নাটক লিখ্‌তে পারেন, পূর্ব্বে নাটকের ভাষা ছিল পদ্যময় ও ছন্দময়। আজকাল নাটকের ভাষা হ'ল গদ্যময় এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্ত্তার ভাষা। সাহিত্যিকরা বললেন যে প্রাচীন নাটক ছিল কাল্পনিক, অবাস্তব। মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। এই জীবন বিচ্ছিন্ন নাটক দিয়ে কি হবে। তার চেয়ে তারা এমন নাটক তৈরী করতে চাইলেন যার মধ্যে আমরা আমাদের মত সাধারণ লোকের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখ্‌তে পাব, যে নাটকের পাত্রপাত্রী দীর্ঘায়িত পয়ার-ছন্দে কথা বলবে না, বলবে আমাদেরই পরিচিত দৈনন্দিন ভাষায়। কিন্তু আধুনিক যুগে আবার আর একদল লেখক আছেন; তারা বলেন, যে যুগের সমস্যা ত' যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আর প্রতিযুগেই কতকগুলি বিশেষ সমস্যা থাকে, সেগুলি হ'ল বাইরের জিনিষ। আসল হ'ল মানুষের মন এবং স্নেহ, প্রেম, হিংসা দ্বেষ, দুঃখবোধ, আনন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন মনোবৃত্তি, এইগুলি নিয়েই মানুষ জীবনের গভীর সত্য সংগঠিত। তাই তারা বলেন যে কাব্যের কাল্পনিক জগতে এই গভীর সত্যের যথার্থ প্রকাশ সম্ভব। তাই

(শেষাংশ ২৬৬ পৃষ্ঠায়)

পাড়ার পুজো

— ডাঃ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় —

"পঙ্কু, ব'সে ব'সে খা তোরা, বাবা! তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠিসনে যেন—ভাত তরকারী দোব আবার।"—দীঘির পাড়ের বামুনগিন্নী রান্নাঘর থেকে কথাগুলো বললেন। উঠোনে পঙ্কু ওরফে পঞ্চানন মোড়ল আরও দু'জন জোয়ান মজুরের সঙ্গে ভাত খাচ্ছে।

পঙ্কুর পরিতৃপ্ত মন তখনই উত্তর দেয়—'বলতে হবেনে জ্যাঠাইমা! বেশ ক'রে না খেয়ে উঠি? একটু নুণ দেন।'

গৃহিণী বউমাকে নুণ দিতে বললেন। সৌখীন তরুণী বউমা নুণের বাটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই গৃহিণী শোনেন, পঙ্কু যেন বললো—'আস্তে দেন, বৌদি!'

গৃহিণী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন।—প্রৌঢ়া মা; পরণে লালপেড়ে সাধারণ শাড়ী, মাথায় আধ-ঘোমটা, প্রশান্ত চোখে বিনীত দৃষ্টি—মূর্ত্তিমতী বঙ্গমাতা। রান্নাঘরের সামনেই বউমা'র দেখা পেলেন। চুপি চুপি তাকে জিজ্ঞেস করলেন—'কী হ'ল বউমা?'

হাসিমুখেই বধূ উত্তর দেয়—'দাঁড়িয়ে নুণ দিচ্ছিলাম; পাতে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই—'

'তুমি রান্নাঘরে যাও, মা!'—ব'লেই ত্রস্তপদে গৃহিণী পঙ্কুর সামনে এসে দাঁড়ালেন; ঝুঁকে ওর পাতখানি দেখে মুখ তাঁর মলিন হয়ে গেল। কিন্তু সেই মুখেই একটু হাসি জাগিয়ে তখনই বললেন—'কিছুই খাস্‌নে যে, পঙ্কু! রান্না কী ভাল হয়নি?'

একগাল হেসে পঙ্কু জবাব দিল—'এ বাড়িতেই তো এমনি রান্না খাই, জ্যাঠাইমা! পাত খালি করতে আর দেন কই?'

'খা, বাবা! বুড়ো হচ্ছি; আর আগের মত খাটতে তো পারিনে। ভয় হয়, পঙ্কু, আমি ম'লে তোরা এইভাবে খেতে পাবি তো?'

উৎসাহের সঙ্গেই পঙ্কু বললো—'খুব পাবো। আপনার যে শিক্ষা; বউদি আপনার মতই হবেন। আজ উনি ছেলেমানুষ। আপনিও তো কম ঘরের মেয়ে নন। আর, মরতেই বা যাবেন কেন আপনি—আমরা ছাড়লে তো?'

পঙ্কুর পাশের লোকদের পানে তাকিয়ে গৃহিণী বল্লেন—'মুখ বুঁজে খাস্‌নে কেউ, যা দরকার হয় চেয়ে নিবি—এ পরের বাড়ী নয়। পাঁপরভাজা খেতে ভালবাসিস তোরা, তাই পাঁপর ভাজছি। পুজোর সময় কাজের মাঝে ডুবে পড়ি—তোদের দিকে চাইতেও পারিনে; আগেই একটু খাইয়ে দিই।'

মজুর-ক'টির ঠোঁটে হাসি, চোখে জল।

গৃহিণী রান্নাঘরে ফিরে এসে বউমাকে বুকে টেনে নেন; তার মুখটি ধরে বলেন—'ওদের মোটেই পর ভেবোনা, মা! দেখছো তো, মজুরী না নিয়ে কী হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমই করছে ওরা! দুটো খাবার জন্যেই ওরা কাজ করে না, ওদের ঘরেও ভাত আছে। এ বাড়ির পুজোকে ওরা নিজেদের পুজো ব'লে ভাবে; তাই আসে, অমন কাজ করে। বাড়ির লোকদের মতই ওদের যত্ন করতে হয়, বউমা। আর ক'দিন পরে তুমিই বাড়ির গিন্নী হবে; এখন থেকেই তৈরী হও, লক্ষ্মী মা আমার!'

বধূ নীরবে কথাগুলি শুনে গেল।

* * * *

ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। ঠাকুর-দালানে, দালানের বাইরে, বাড়ির মধ্যে—সর্ব্বত্রই আনন্দের হাট বসেছে। দোতলার ঘরে বধূ, কুমারী ননদ শিউলিকে সাজিয়ে দিচ্ছে। কী একটা কাজের জন্যেই গৃহিণী ঐ ঘরে আসেন। তাঁর পরণে তেমনি শাড়ী একখানি, গলায় আঁচল, চুল খোলা, মাথায় আধ-ঘোমটা। মেয়ের জমকালো সাজ দেখে ওঁর মুখে কেমন অস্বস্তির ছায়

পড়লো। ধীর গম্ভীর স্বরে তিনি মেয়েকে বললেন—'বাড়ির পুজো; তোমার ও রকম সেজে বেড়ানো ভাল দেখায় না, শিউলি! লোকে অহংকারী ভাববে। ও জামা-কাপড় খুলে সাধারণ পোষাক পরো, মা! দু'জনেরই চুল-বাঁধা বেশ হয়েছে। কাপড় প'রে তাড়াতাড়ি দালানে যাও; পাড়ার মেয়েরা আসছে, তাদের অভ্যর্থনা কর গিয়ে। তোমাদের বাবাকে দেখছ তো?'

বধূকে ইশারায় ডেকে নিয়ে তিনি বাইরে গেলেন; তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন—'ননদ ছেলেমানুষ; ওই পোষাক খুলে হয়ত সে মনে ব্যথা পাবে। ওকে শান্তিপুরের সেই নক্সাপেড়ে শাড়িটা পরিয়ে দাও—আর তুমি লালপেড়ে শাড়িটা প'রে বাইরে যেয়ো। তুমি যে বাড়ির বড় বউ।'

কাজ সেরে গৃহিণী চ'লে গেলেন। তাঁর নির্দ্দেশে কোন-জড়তা না থাকায় মেয়েদুটি হাসিমুখেই তাঁকে স্বীকৃতি দিল। দালানে রূপের হাটে গিয়েও ওরা দেখে, সাধারণ পোষাক প'রে থাকলেও ওরা তো বে-মানান হয়নি; অন্তরও তাই ওদের আনন্দে ভ'রে উঠল।

*　　*　　*

সপ্তমীর পূর্ব্বাহ্ন। দালানে আরতি হচ্ছে। লোকজনে ঠাকুরবাড়ী ভরা। আনন্দের ধারা কল্-কল্ ছল্-ছল্ ক'রে বয়ে চলেছে। প্রৌঢ় গৃহস্বামী সামনের চাঁদোয়া-ছাওয়া উঠোনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ অদূরে বাগ্দীপাড়ার দুটি ছেলে ঝগড়া বাধালো। কর্ত্তা সেখানে পৌঁছবার আগেই অপেক্ষাকৃত সবল ছেলেটি দুর্ব্বলের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার ক'রে স'রে পড়েছে; আহত বালক দাঁড়িয়ে কাঁদছে শুধু। কর্ত্তা তার কাছে গিয়ে তাকে বুকে টেনে নিলেন; কাঁধের গামছা দিয়ে তার চোখের জল, অশ্রুসিক্ত মুখটি দিলেন মুছিয়ে। বালক তখনো ফোঁপাচ্ছে। গৃহস্বামী ওকে আদর ক'রে বললেন—'চল তো বাবা, চারটে মুড়ি মুড়কি নিয়ে খাবে! ওকে দোব না, কেমন?'

বালক ততক্ষণে কান্না ভুলেছে। সামনেই মুড়ি-মুড়কি বিলানো হচ্ছিল। গৃহস্বামী বালককে সেখানে নিয়ে গেলেন। বালকটি যখন খাবার নিচ্ছে, তখন তিনি শোনেন পেছন থেকে কোন্ এক ভিখারী যেন বলছে,—'কত্তামশাই!' ফিরে দেখেন, সেই দুষ্টু ছেলেটি; চোখে তার ভীত-দৃষ্টি। এরা একটু আগে জলখাবার নিয়েছে, তাই এই সংকোচ! কিন্তু আবার যে নিচ্ছে! কর্ত্তা ওকে আড়ালে টেনে নিলেন—যেন একে ও দেখতে না পায়! বালক খাবার নিয়ে তাঁর পানে চাইতেই তিনি বললেন—'সদর ঘাটের পৈঠাতে ব'সে খাও গিয়ে—ছায়া আছে; বোদ্দুরে যেয়ো না—ভারী খারাপ রোদ—গায়ে লাগলে জ্বর হবে। সেই দুষ্টুটা পালিয়ে গেছে, তুমি খাও গিয়ে, বাবা!'

সে চলে যেতেই দুষ্টুটিকে সামনে নিয়ে খাবার নেওয়ালেন। যে বৃদ্ধ মুড়ি-মুড়কি দিচ্ছিলেন, বেশ গম্ভীরভাবেই তিনি কর্ত্তাকে বললেন—'তুমি আজ বামুন বাগ্দী সব এক ক'রে ফেললে যে বড়!'

একটু হেসে কর্ত্তা উত্তর দেন—'এ যে মায়ের পুজো, দাদা! মায়ের সব ছেলেই মায়ের কাছে সমান।'

*　　*　　*　　*

আবার চাঁদোয়ার তলে। প্রতিমা দেখিয়ে সঙ্গের ছেলেটিকে বললেন—'ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করতে নেই, বাবা! ঐ দেখ তো, কার্ত্তিক আর গণেশ দুই ভাইকে—কেমন হাস্‌ছেন! অসুর যে, বজ্জাত যে, ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে তাকেই মারতে হয়, বুঝলে? তোমরা দু'জনেও ভাই ভাই।'

P 36,169

ঘাড় নেড়ে বালক জানায়—সে বুঝেছে; মুখে বলে—'আর কাউকে মারব না, কর্ত্তামশাই!'

'হ্যাঁ, তুমি তো লক্ষ্মী ছেলে। এবার এখানে এই শতরঞ্জির ওপর ব'সে খাও, রোদে যেয়ো না।'

বালক বসলো। কর্ত্তা এদিক ওদিক দেখেন। ছেলেরা ঐ—ও পাশটায় শিউলি ফুল নিয়ে ছড়িয়েছে। সেখানে গিয়ে বসলেন তিনি, কুড়োতে লাগালেন ফুলগুলো। বড় ছেলে এলো—হাওয়াইয়ান সার্ট পরা, সুবেশ, সুন্দর তরুণ। বাবাকে বললে—'আপনি উঠুন, আমিই সব কুড়িয়ে ফেলছি।'

ছেলের দিকে না চেয়ে ফুল কুড়োতে কুড়োতেই বাপ বললেন—'বাড়ীতে পুজো, বাবা! সাজ ক'রে সেণ্ট মেখে বেড়ানো কি এ সময়ে তোমার মানায়? ও সব খুলে ফেল—এই ক'দিন সাদাসিদে কাপড় গেঞ্জি প'রে থেকো। দু'দিন পরে তুমিই যে বাড়ীর কর্ত্তা হবে। তোমাকে পূর্ব্বপুরুষের

মুখ রক্ষা করতে হবে—আর উত্তরপুরুষের জন্যে রেখে যেতে হবে মহান্ আদর্শ ; এখন থেকেই তৈরী হ'তে থাক।'

লজ্জায় ছেলের মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। বাপ ব'লে চললেন—'গেল বছর তো বলেছিলাম, কেন ভুললে, বাবা? তোমাদের মাকেও দেখছ তো?'

ছেলে চলে গেল। কুড়ানো ফুলগুলি একটি গরুকে খেতে দিয়ে আবার ঐখানে এসে দাঁড়ালেন। এখনো অপরিষ্কার! ও-পাশ থেকে ঝাঁটা এনে ঝাঁট দিতে লাগলেন; দেখে এক বুড়ো মোড়ল ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এসে বললে—'ও কী করছেন দা'ঠাউর? আমরা থাকতে আপুনি ঝাঁটা ধরলেন? দেন—দেন—আমার কাছে দেন'—ব'লে সে হাত বাড়ালো।

ঝাঁট দিতে দিতেই প্রসন্নমুখে কর্ত্তা বললেন—'হয়ে এসেছে, ভাই! তুমি মায়ের আরতি দেখ গিয়ে।'

এমন সময় হাফপ্যাণ্ট আর শার্ট-পরা এক কিশোর এসে তাঁকে জানাল—জমিদার বাবু ঠাকুর দেখতে আসছেন।

'দালানে নিয়ে যাও, আরতি দেখুন'—অতি সহজ স্বর।

জমিদারবাবু কিন্তু ঐখানেই এসে গেলেন। কলকাতার অভিজাত বংশীয় যুবক জমিদার, পূজোয় পল্লীতে বেড়াতে এসেছেন এবার। গ্রামের পূজো দেখতে এলেন—সঙ্গে নায়েব, গোমস্তা এবং আরও জনকয়েক ভদ্র সন্তান। বনেদী বাড়ীর নামজাদা ধনী ও শিক্ষিত কর্তাকে আট-হাতী মোটা কাপড় প'রে, কাঁধে গামছা নিয়ে, ঝাঁটা দিয়ে উঠোন পরিষ্কার করতে দেখে জমিদার তো অবাক! তারপর ওঁকে নমস্কার ক'রে, বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন তিনি—"এ কী হচ্ছে, কর্তাবাবু?"

হাতের ঝাঁটা রেখে, প্রতি-নমস্কার দিয়ে, সহজ হাসি-মাখা স্বরে কর্তাবাবু বললেন—"একটু অপরিষ্কার হয়েছিল, তাই ঝাঁট দিচ্ছি।"

যুবক জমিদার হঠাৎ ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করলেন

কেন, "চাকর আছে, ছেলেরা আছে, লোকজনও এত; তবু আপনি—"

ঝাঁট দেওয়া শেষ। জঞ্জাল হাতে নিয়ে গৃহস্বামী দাঁড়ালেন। মুখচোখ আলো-ভরা। স্নিগ্ধ হাসি একটু হেসে বললেন—"বাড়ীর পূজো—ওরা একটু আনন্দ করুক।"

যুবক জমিদার হঠাৎ ভূমিষ্ঠ হ'য়ে ওঁকে প্রণাম করলেন। আরতিও শেষ; সবাই প্রতিমা-সম্মুখে প্রণত।

জাতিগঠনের গুরু-দায়িত্ব তোমার—শিক্ষক ইহা ভুলিও না। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ তাহা নিষ্ঠার সহিত পালন করিও। দেশ ও জাতি একদিন তোমার ত্যাগের মহিমা বুঝিবেই। বিশ্বাস কর—সে দিন বহু দূরে নয়।

অস্বাভাবিক সংবাদ

অধ্যাপক শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ

প্রাক্‌বিভাগ পূর্ব্ববাংলার একটি কলেজ।

কলেজের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রায় অনবধানতা বশতঃ তাহার রাফ্‌ খাতাটি ক্লাসে ফেলিয়া গিয়াছে।

এমন সুবর্ণময়ী সুযোগা (ব্যাকরণের খাতিরে) জীবনে দু'বার আসে না। উদ্যোগী রফিক মেয়েদের বেঞ্চের বসিবার দুর্লভ অধিকার সবলে সংগ্রহ করিয়াছে। মেয়েরা এবং অধ্যাপক ক্লাস হইতে বাহির হইতেই রফিক খাতাখানি হস্তগত করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পিছনের বেঞ্চের ধীরেশ, সঞ্জয় ও তপনও হাঁ-হাঁ করিয়া রুখিয়া আসিল এবং একরকম ছোঁ মারিয়াই খাতাখানি রফিকের হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। দেখিতে দেখিতে রসিদ ও ইয়াকুব রফিকের পাশে উত্তেজিত ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা হিন্দুস্থানী-পাকিস্তানী লড়াই অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

কিন্তু দুই উত্তেজিত দলের মধ্যে অসংশয় পদক্ষেপে আসিয়া দাঁড়াইল অতীন্দ্র। জাত জহুরীর ছেলে, ভালো জিনিষের কদর সে বোঝে। আর তা ছাড়া যুদ্ধের কল্যাণে কনট্রাক্ট বাগাইবার ভেল্কীর খেলা উত্তরাধিকার সূত্রে বাপের নিকট হইতেই ওর জানা আছে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খাতাখানি দুই আঙ্গুলে ধরিয়া সকলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "কি লাগিয়েছিস্‌ তোরা এই একটা বাজে খাতা নিয়ে? তার চেয়ে চল্‌, লেদুর ষ্টলে চমৎকার পরোটা ও ফাউল কারী করেছে।" একটু ইতস্ততের ভাব দেখিয়া বলিল, "আরে! খরচের কথা তোদের ভাবতে কে বলেছে? ওখানে বসে সবাই মিলেই দেখা যাবে।"

এক মিনিটেই কলহ-বিবাদের চমৎকার মীমাংসা হইয়া গেল। খাতাটি অবশ্য অতীন্দ্রই পকেটে পুরিল। তাহা আর অন্যায়ই বা কি। সেই মুহূর্ত্তে অলক্ষ্যে বিধাতা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—"এই ছেলে ভবিষ্যতে মন্ত্রী হইবে।"

শুক্রবার। একঘণ্টা জুম্মা-নমাজের ছুটি, কাজেই 'ছাত্রবন্ধু' লেদুর দোকানে বেশ পরিপাটি আড্ডাটি জমিল। খাতাটি ঘিরিয়া চা, পরোটা, ফাউল-কারী ও চুরুট সহযোগে রস ও রুচির যে পবিত্র হিল্লোল বহিয়া চলিল, বিদগ্ধজন তাহার মূল্য বুঝিবেন।

কিন্তু রাফ্‌ খাতাটি, শুধুই যে lecture notesএ ভর্ত্তি! হেথায় সেথায় V. Imp. চিহ্নে কণ্টকিত। কিন্তু সুন্দরী তরুণীর অসতর্ক মুহূর্ত্তের মনের একটুকু ইঙ্গিত তো খাতার কোথায়ও পাওয়া গেল না। সকলেই বড় নিরাশ হইল। এ যেন বিষম প্রতারণা! কিন্তু অতীন্দ্র জাত-জহুরী, ভুল সে করিতে পারে না। একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় রুটিনের পাশে···অ্যাঁ, এ লেখা তো ক্লাশের নোট নয়! অতীন্দ্র উল্লাসে জয়ধ্বনি করিল—"Eureka! Eureka!!" সমস্ত দলটি একসঙ্গে খাতাটির উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। বুঝা গেল গুরুত্বপূর্ণ এ আবিষ্কার! ক্লাসে বসিয়া দুই সখীর নীরব কথোপকথনের হ্রস্ব সাঙ্কেতিক লিপি। লিপিটি এইরূপ,—

"ডলি, মর্কট-রামের দিকে তাকা—

—বয়ে গেছে—

—মরে যাচ্ছে যে,—

—হ্যাংলা কুকুরের দল! তোকে যেন গিলে খাবে—

—ছেঁড়া স্যাণ্ডেল জোড়া তোলা রইল"—

পরদিন কলেজের দুই গেটে হাতে লেখা এই প্রাচীর-পত্রের দু'টি কপি লাগানো রহিয়াছে দেখা গেল—

অস্বাভাবিক সংবাদ!

কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ারের ইন্দ্রাণী রায় ও ডলি সেন কলেজের সম্ভ্রান্ত ছাত্রদিগকে ইতর ও রুচি-বিগর্হিত ভাষায় গালাগালি দিয়াছে, তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। বাপের টাকার গরমে হয়তো ইহাদের এমন আস্পর্দ্ধা! ইহাদের জানিয়া রাখা উচিত, এই গণতন্ত্রের যুগে অর্থই সম্মানের একমাত্র মাপকাঠি নয়। এই দুঃসাহসিকাদের চিনিয়া রাখুন। বন্দে মাতরম! ইনক্লাব্‌ জিন্দাবাদ।

কলেজের ছাত্রবৃন্দ

জীবন নাটিকা খানি

শ্রীমুরারিমোহন বিশ্বাস

জীবন নাটিকাখানি কে লিখিবে কাব্যিক ভাষায় ?
রক্তরাঙা রঙে কত গোধূলির হোলি খেলা ডাকে,
পূর্ব্বাচল দেখি ঢাকা রহস্যের কত কুয়াশায়,
মেঘমুক্ত দিবসের কত ছবি মনে আঁকা থাকে !

কখনো দিনের শেষে কালো রাত আসে ধীরে ধীরে,
অযাচিত জোছনায় কল্লোলিত কত অভিসার,
রাতের ঘরে ও দোরে হতাশায় যায় ফিরে ফিরে…
শেফালীর বৃন্ত 'পরে শুষ্ক হয় কত ফুল-হার !

দিগন্তের অস্তগামী পথিকের আঁখিরের ধারে
দুকূল রঞ্জিত হয় জলকে যাওয়ার বধূটির ;
গোধূলির আগমনী সাড়া আনে মনের বেতারে
মূক মুখ ভাষাময় হয়ে ওঠে কত অস্থীর !

কত সৃষ্টি-সম্ভাবনা কত নামে হয় কলঙ্কিত,
আঁখিজল-মাপকাঠি মেপে দেয় নিকট-সুদূর,
অজানার ঘরে দোরে কত অংক হয় যে অঙ্কিত,
মিলন স্বপনে আসে মলিন বিরহী কত সুর।

অতীত ও বর্তমান যোগ রাখে মাঝে সেতু বাঁধি,
অজানায় যাওয়া হয় অচেনায় কত বাঁধি পথ…
জানা আর অজানার সংঘাতেতে পথে আধাআধি
মরমের মর্মবাণী মনে মনে ভোলে অভিমত।

কণ্টকের বেড়াজাল চলিবার ভ্রান্তপথে পথে
বিছাইয়া মনে হয় অধিকার আছে কি বিশেষ ?
ভ্রান্তির কুহেলী ডাকে শ্রান্তি চলে ভ্রান্ত অভিমতে,
অকপট ইচ্ছাগুলো হয়ে যায় সেখানে কি শেষ ?

মনের গোপন তলে হাহাকার-কত পরিতাপ…
অপ্রকাশ্য সুন্দরের হয় কই শৃংখল মোচন ?
যত সব গোজামিল কত দিনে হবে পরিমাপ,
এত সব লাভ ক্ষতি কবে হবে সঠিক ওজন ?

আশার কমলকলি মেলে না তো আঁখি ভীরুতায়,
লিপিকার পত্রলেখা পথে পথে ঘুরে ঘুরে মরে,
কত অণু পরমাণু কোথা গেল কিছু ঠিক নাই,
নমিতা নমিয়া যায় মন্দিরের শূন্য বেদী পরে।

নিদ্রাতুর আঁখিগুলো বহু পায় কর্মের প্রেরণা,
তবু কল্প-কুমারীর ঝিরিঝিরি চঞ্চল প্রকাশ
কর্মীর আদর্শপরি দিয়ে যায় অনেক বেদনা—
কেউবা জেনেছে তাহা, বুঝি কেউ পেলে না আভাষ !

বহু সে পথের দাবী পথোপরি হয় অপমান,
কতশত ঋণভার হয় না তো কিছু পরিশোধ !
সংখ্যাতীত করণীয় স্বার্থমাঝে লভে অবসান
ভাসমান ভাবাবেশে দায়িত্বের কণ্ঠ করি রোধ !

এই তো কয়েক দৃশ্য প্রাচুর্য্যের মাঝে জীবনের ;
জটীল কী স্বাবলীল গতি এর বোঝা নাহি যায় !
বিয়োগান্ত হবে এটা, না, আভাষ দেয় মিলনের ?
জীবন নাটিকাখানি কে লিখিবে কাব্যিক ভাষায় ?

শিক্ষক, তুমি জাতীয় জীবন গঠনে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। স্বাধীন ভারত তোমাকে আহ্বান করিতেছে। শত অভাব ও অনটনের মধ্যেও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইও না—নিষ্ঠার সহিত কাজ করিতে চেষ্টা কর।

বসন্ত-সেনাকে

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

ফুলের খুসিতে সাজাইয়া বনানীরে
বসন্ত এলো, কোথা বসন্ত-সেনা ?
অলক্ত রাঙা চরণের মঞ্জীরে
গৃহ-অলিন্দ সৌরভে ভরিবে না ?

কাজল আঁখির বাঁকা কটাক্ষ-পাতে
সারা দেহে মনে জাগাবে না শিহরণ ?
জ্যোৎস্না ঝরা সে মদির মাধবী রাতে
তুলে ধরিবে না উদগ্র যৌবন ?

ফুলে ফুলে আজ ছেয়েছে শ্যামল বীথি,
দুলে দুলে অই নাচে কচি কিসলয়।
পিকের কণ্ঠে উচ্ছল কল-গীতি
বসন্ত সেনা, ঘোষিছে তোমার জয়।

তুমি ফিরে এসো রামধনু দেশ থেকে
নিয়ে এসো সেই দুরন্ত উল্লাস।
ললিত অঙ্গে পুষ্পের রেণু মেখে
আনো ধরণীতে যথার্থ মধুমাস।

হায় সখি, তুমি আজ এলে চুপে চুপে,
ভীরু কেরাণীর মুখরা ঘরণী রূপে।

শ্মশান

শ্রীনির্মল কুমার চট্টোপাধ্যায়

মরণ-হিম হাসি' জীবন-ফুল নাশি'
টুটি গো রাশি রাশি মানব-কায়া,
উদাসী হাসি-কাঁদি নিয়মে যমে বাঁধি'
অকালে গীত সাধি রচি গো মায়া!

যে-হাসি ছিল দীপে পলকে গিয়ে নিভে
জানায়ে বুঝি দিবে সকল ভুল!
ভরিয়া সারা মন জ্বলেছি অকারণ
জীবন কুস্বপন—স্রোতেরি ফুল!

জনম শুধু ভুল, সুখ সে প্রতিকুল
গরল সমতুল ধরার মায়া,
মানব দেহরাশি ঝরিবে হেথা আসি'
মরণে ভালবাসি' মিলাবে ছায়া!

অকাল-ঘুমে ভরি' জীবন যাবে ঝরি'
শ্মশানে লুটে পড়ি' ধরণী চুমে,
দেহ সে ভূমে রাখি' নিমীলি' দুই আঁখি
মরণ-মায়া মাখি' চরম-ঘুমে!

জীবন যায় টুটি' শ্মশানে লুটোপুটি
মরণে আসে ছুটি' মানব-দল!
মানব-দেহ-বিভা আজিকে শুধু নিভা
বাঁচার আশা কিবা বিনিষ্ফল!

মরণ নব আসি' মানবে লবে হাসি'
জীবন যাবে ভাসি'—বিলীন স্মৃতি!
শ্মশানে আজি হাসি' ফুটিবে ফুলরাশি
মানবে ভালবাসি' জানাবে প্রীতি॥

শিক্ষক জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ। শিক্ষকের অবনতি জাতীয় জীবনের ধ্বংসের পূর্ব্বাভাষ।

ডেনমার্কের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা দিক

শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্ত

ডেনমার্ক ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দেশ। গর্ব্ব করিবার মত প্রাকৃতিক সম্পদ ইহার কিছুই নাই। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ডেনমার্কে জনপ্রতি গড় আয় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। শতকরা শিক্ষিতের হারও ডেনমার্কে ইউরোপের কোন রাজ্য অপেক্ষা কম নহে। অথচ একশত বৎসর পূর্ব্বে ডেনমার্কের অবস্থা ভারতবর্ষ অপেক্ষা কোন অংশেই ভাল ছিল না। দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার মধ্যে দেশ ছিল নিমজ্জিত। ডেন জাতি তাহার জাতীয় কৃষ্টিতে আস্থা হারাইয়াছিল—বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। জনসাধারণের মনে একটা পরাজিতের মনোভাব জাগিয়াছিল এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে জাতি হিসাবে ডেনদের অস্তিত্ব হয় তো বেশিদিন টিকিবে না।

অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের তিমিরে সারাদেশ যখন আচ্ছন্ন সেই সময় Nicolai F, R Grundtrig নামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি মহাত্মা গান্ধীর মত দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া জনসাধারণের মনে স্বদেশ প্রীতি এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগাইয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। Grundtrig দেখিলেন যে দেশে প্রচলিত উচ্চ শিক্ষা দেশের যুবকদের বৈদেশিক ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেছে এবং দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি বিতৃষ্ণা জাগাইয়া তুলিয়াছে। দেশে যে শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহাতে পরীক্ষার স্থান ছিল খুব উচ্চে। কারণ পরীক্ষায় পাশ করিয়া যুবকেরা সরকারী চাকরী যোগাড় করিয়া মোটামুটি নির্ভাবনায় জীবন যাপন করিতে পারিত। এই শিক্ষার ফলে দেশে দুইটি শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদিগকে জনসাধারণ অপেক্ষা পৃথক বলিয়া মনে করিত এবং জনসাধারণকে দেখিত অবজ্ঞার চক্ষে। কোনরূপ কায়িক পরিশ্রমের কাজ করিতেই চাহিত না এই শিক্ষিত যুবকবৃন্দ।

Grundtrig বলিলেন শিশুকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে হইলে তাহাকে কোন পরিশ্রমী ও কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তির গৃহে শিক্ষা নবীশ হিসাবে রাখিতে হইবে। এইখানে ভবিষ্যৎ জীবনে যে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিবে শিশু তাহা ভালভাবে শিখিবার সুযোগ পাইবে। বিদ্যালয় গৃহে আবদ্ধ রাখিলে শিশুর কর্ম্মক্ষমতা নষ্ট হইয়া যাইবে। সকল শিশুকেই যদি আমরা কলেজের অধ্যাপক, সরকারী কর্ম্মচারী করিতে চাই তাহা হইলে সারাদেশ কি বায়ু সেবন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীছাড়া এই সময়ে কোন সরকারী চাকুরীই হইত না—তাই দেশের বিদ্যালয়-গুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা। Grundtrig এর বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে শিক্ষা বিস্তার করিবার পূর্ব্বে জাতিকে জাগাইয়া তোলা প্রয়োজন। দেশবাসীর মনে স্বদেশ ভক্তি জাগাইয়া তোলা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মাতৃভাষার গুরুত্ব প্রদান করা Grundtrig তাঁহার প্রথম কাজ বলিয়া বাছিয়া লইলেন।

Grundtrig প্রথম জীবনে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন পুস্তক দ্বারা জনসাধারণের জীবন ধারণ প্রণালীর কোন পরিবর্ত্তনই হইল না, তখন পুস্তকের কার্য্যকারিতার উপর তাঁহার আর কোন আস্থা রহিল না। জীবনের যে সময় পুস্তক রচনা করিয়া কাটাইয়াছেন তাহা বৃথা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিল। অন্যের মতামত ব্যক্ত না করিয়া নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিলেই শিক্ষক প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন। Grundtrig বলিলেন যে সত্যিকার শিক্ষা লাভ করিতে হইলে শিশুকে বাস করিতে হইবে শিক্ষকের সঙ্গে তাহার পরিবারের একজন হইয়া। তাই

তিনি নিজেও ডেনমার্কের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিয়া জনসাধারণের সহিত মেলামেশা করিয়া তাহাদের শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন।

Grundtrig বলেন সহর ও গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা একরূপ হইতে পারে না। তাঁহার মতে গ্রামে বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গ্রামবাসীদের এমন শিক্ষা দান করিতে হইবে যাহাতে তাহারা গ্রামে থাকিয়াই দেশের ও নিজেদের উন্নতি বিধান করিতে পারিবে। লেখাপড়া শিখিয়া গ্রামের লোক যদি সহরে চলিয়া আসে তাহা হইলে সহরে দেখা দিবে নানা সমস্যা এবং গ্রামগুলি হইবে দিন দিন জনশূন্য। Grundtrigএর মতে গ্রামীন বিদ্যায়তনের উদ্দেশ্য হইবে সর্ব্ব-সাধারণের সকল সময়ে প্রযোজ্য বিষয়বস্তুর অবতারণা করা যাহাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া আনন্দের সহিত বিদ্যালয়ের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে। গ্রামীন বিদ্যালয়ে কোন পরীক্ষা লওয়া হইবে না এবং ডিগ্রী দান করিয়া সরকারী চাকুরী করিবার পথ খুলিয়া দেওয়া হইবে না। গ্রামীন বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইবে গ্রামবাসীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করা। মাতৃভাষার মাধ্যমেই এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করা হইবে এবং লোকের যাহাতে কাজে লাগে এমন বিষয় এই গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। Grundtrig এর মতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য এই যে শিক্ষিত ব্যক্তি দেশের অতীত সংস্কৃতির সহিত একাত্মবোধ করে

(২৪৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

(ছ) গল্প বলার সময় শিক্ষক অবশ্যই তাঁর কল্পনাশক্তির সাহায্য নেবেন এবং যথাযথ ব্যবহার করবেন। গল্পের মধ্যে পর পর কি ঘটে যাচ্ছে তার ছবিগুলি যেন শিক্ষক নিজের মানসপটে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করেন। তারপর যেমন তিনি প্রত্যক্ষ করবেন, সেইভাবে একটির পর একটি ছবির বর্ণনা ক'রে যাবেন—তবেই গল্পের মনোহারিত্ব বেড়ে যাবে।

(জ) শিক্ষক যে গল্প পড়েছেন বা শুনেছেন, তাকে যে সব সময় তা অবিকৃত রেখেই শিশুদের বলতে হবে তা নয়—শিক্ষক নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনমত গল্পকে পরিবর্ত্তন ক'রে নিতে পারেন। মোট কথা—যাদের গল্প বলছেন, তাদের কথা বিবেচনা ক'রে তাদের প্রয়োজনমত উপাদান জুগিয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শিক্ষক চিন্তা এবং কল্পনার সাহায্যে নিজের শ্রুত অথবা পঠিত গল্পের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন অনায়াসেই ক'রে নিতে পারেন। তবে ইতিহাসের কোন গল্পকে এইভাবে পরিবর্ত্তন করা চলবে না এবং করা ঠিকও নয়। ইতিহাসের গল্প বলার সময় শিক্ষক উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির বা পটভূমিকা রচনার জন্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের কথোপকথনের মধ্যে কল্পনা বা চিন্তার আশ্রয় নিতে পারেন বটে, কিন্তু দেখতে হবে—তার দ্বারা যেন ঐতিহাসিক সত্যের বা তথ্যের কোন বিকৃতি না ঘটে।

(ঝ) যে সমস্ত গল্প অনেকেরই জানা আছে, সেগুলিকে সজীব, প্রাণবন্ত এবং নতুন ক'রে তোলা যায়, যদি গল্পটিকে গল্পের অন্তর্গত কোন ব্যক্তি বা প্রাণীর মুখ দিয়ে বলানো হয়। শিক্ষক গল্পের বাইরে দর্শক হিসাবে দাঁড়িয়ে না থেকে যদি গল্পের অন্তর্গত কোন একটি চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং এমনভাবে গল্পটি ব'লে যান, যেন সেই চরিত্রটিই নিজের কথা ব'লে যাচ্ছে—তা'হলে গল্পের অভিনবত্ব অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়, ছাত্রছাত্রীরাও গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিয়ে গল্পটি বিবৃত করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে গল্প বলার উদ্দেশ্য অধিকতর সার্থকতার পথে এগিয়ে যাবে। যেমন—একটি মানুষ এবং তার পুত্র একটি গাধাকে বান্ধা দিয়ে নিয়ে যাবার সময় পথিকেরা যে যা বলছিল, তাই করছিল—এই গল্পটিকে গাধার মুখ দিয়ে বলানো যেতে পারে। ইতিহাসে অশোক এবং কলিঙ্গ-যুদ্ধের গল্পটি এমনভাবে বলা যেতে পারে, যেন সম্রাট অশোক নিজেই সেটা বর্ণনা করছেন।

(ঞ) সর্ব্বশেষে, গল্প বলার মাঝে মাঝে হাস্য-রসের (humonr) অবতারণা করা ভাল। উপযুক্ত হাস্যরস পরিবেশের দ্বারা চিত্তের সরসতা আসে এবং বক্তব্য বিষয়কে সহজেই হৃদয়গ্রাহী করা যায়। এতে কাজেরও অনেক সুবিধা হয়।

কিন্তু অশিক্ষিত ব্যক্তি দেশের অতীতের কোন সন্ধানই রাখে না।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে Kristen Clob নামে Grundtrig এর এক শিষ্যই প্রথম 'লোক-শিক্ষালয়' খোলেন। Clob ছিলেন একজন কর্ম্মকারের পুত্র। যখন প্রথম বিদ্যালয় আরম্ভ করেন তখন Clobএর মূলধন ছিল মাত্র ২০০০ টাকা এবং ছাত্র ছিল ১৫ জন। স্কুলের জন্য যে গৃহ নির্ম্মাণ হইল তাহা Clob একরকম নিজের হাতে করিলেন বলা যায়। Clob বলেন "আমি ছাত্র ছাত্রীদের জ্ঞান-দান করা অপেক্ষা তাহাদের আত্ম সচেতন করার উপরই বেশী জোর দিয়া থাকি। আমার মনে হয় ছাত্রদের আগে নিজেদের সম্বন্ধে সজাগ করিতে হইবে, তাহার পর উঠিবে শিক্ষা দান করিবার প্রশ্ন। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইল এই যে ছাত্রদের মনে জানিবার আগ্রহ জাগাইয়া তুলিবার পূর্ব্বে শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত নয়।"

ডেনমার্কের লোক-শিক্ষালয়গুলি আবাসিক শিক্ষা নিকেতন। গ্রামের বয়স্ক লোকদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই এইগুলি স্থাপিত হইয়াছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়াই এই বিদ্যালয়গুলির লক্ষ্য নহে—ছাত্র ছাত্রীদের সাধারণ জ্ঞানদান করা ও দেশের সংস্কৃতির সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়াই এই বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্য। এই লোক-শিক্ষালয়গুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান—বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিজেই বা স্থানীয় কোন সমিতি ইহার পরিচালনা করেন। সরকার অনেক ক্ষেত্রে এই সকল প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করেন; কিন্তু অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আসিতে কর্তৃপক্ষ অনেক সময় রাজী হন না।

সরকারী সাহায্য পাইতে হইলে লোক-শিক্ষালয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। অন্ততঃ দুই বৎসর স্কুল না চলিলে এবং প্রতি বৎসর কমপক্ষে ১০জন ছাত্র না থাকিলে কোন লোক-শিক্ষালয় সরকারের অনুমোদন লাভ করিতে পারে না। ১৬ বৎসরের কম বয়সের কোন ছেলে মেয়েকে লোক-শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি করা হয় না এবং ছাত্র সংখ্যার $\frac{১}{৩}$ অংশের অধিক ১৮ বৎসরের কম বয়সী হইবে না। সরকারী সাহায্যের পরিমাণ নির্ভর করে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যার উপর। লোক-শিক্ষালয়গুলিতে কোনরূপ পরীক্ষা লওয়া হয় না এবং উপাধিও দান করা হয় না। সেইজন্য সকল লোক-শিক্ষালয়ে শিক্ষার মান একই প্রকার কিনা তাহা বিচার করিবার কোন প্রশ্ন উঠে না।

যদিও লোক-শিক্ষালয়গুলিতে ১৮ বৎসরের কম বয়সী কিছু ছাত্র-ছাত্রী থাকে তথাপি ডেনমার্কের লোকদের ধারণা ১৪ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যুবকদের কোনরূপ বিদ্যালয়ে না যাওয়াই ভাল। যৌবন ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণে যুবক যুবতীরা জীবনের সমস্যাগুলির মুখোমুখি হইয়া নিজেদের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখিবে। জনসাধারণেরও বিশ্বাস যুবকেরা যে কার্য্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে তাহা ১৪ হইতে ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভাল করিয়া শিখিবে এবং তাহার পর যদি শিক্ষালাভ করিবার জন্য তাহাদের মনে আগ্রহ জন্মে তবেই তাহারা লোক-শিক্ষালয়ে প্রবেশ করিবে। লোক-শিক্ষালয়ের কর্তৃপক্ষও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে এই কথাই বলেন যে ১৮ বৎসর বয়সে জানিবার ও শিখিবার আগ্রহ সাধারণতঃ জাগে—তাহার জন্য কোন জ্ঞানাঞ্জন শলাকার প্রয়োজন হয় না।

লোক-শিক্ষালয়ে মেয়ে ও পুরুষ দুইই পড়ে। এক একটি লোক-শিক্ষালয়ে সাধারণতঃ ১২৫ জন ছাত্র ছাত্রী থাকে। পুরুষেরা সাধারণতঃ নভেম্বর হইতে মার্চ পর্য্যন্ত এবং মেয়েরা মে হইতে জুলাই পর্য্যন্ত স্কুলে আসে। এই বিদ্যালয়গুলি প্রায়ই খেলা মাঠে গ্রাম ও সহর হইতে দুই মাইলের মধ্যে অবস্থিত। ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষকদের সঙ্গে একই বাড়ীতে বাস করে। স্কুলের আসবার পত্র অত্যন্ত সাধারণ যাহাতে বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া ছাত্র ছাত্রীরা নিজেদের অভ্যস্ত নিরাড়ম্বর জীবনে নিজেদের খাপ খাইয়া লইতে পারে। অধ্যক্ষ ও তাঁহার পরিবারবর্গ দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আহার করেন। ছাত্র ও শিক্ষকেরা একই টেবিলে বসিয়া আহার করে এবং গল্প গুজব করিয়া সন্ধ্যাগুলি সুন্দরভাবে কাটায়। শিক্ষককেরা ছাত্র ছাত্রীদের সহিত এমনিই ঘনিষ্টভাবে মেশেন যে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে কোন পার্থক্যই রাখেন না।

লোক-শিক্ষালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার কোন সমস্যাই দেখা যায় না। কোন কোন লোক-শিক্ষালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের লইয়া শাসন-পরিষদ্ গঠন করা হয় কিন্তু বিদ্যালয়ে ছাত্রদের অধ্যয়নকাল অত্যন্ত কম বলিয়া ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারাও

গঠিত শাসন-পরিষদ্ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। লোক শিক্ষালয়ের ছাত্রদের মধ্যে শত করা ৫ জন আসে সহর হইতে, বাকী সবই গ্রামের বাসিন্দা। লোক-শিক্ষালয় হইতে যাহারা বাহির হয় তাহাদের এক তৃতীয়াংশ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা করে।

লোক-শিক্ষালয়ের পাঠ্যসূচীতে স্থান পাইয়াছে সাহিত্য, ইতিহাস, শাসন-পদ্ধতি, জৈবিক ও বাস্তব বিজ্ঞান এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের পঠিতব্য গণিত, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়। শিক্ষকেরা বক্তৃতা পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান করেন। শিক্ষকদের বক্তৃতাগুলি হয় খুব মনোগ্রাহী কারণ শিক্ষণীয় বিষয়ে তাহাদের থাকে অগাধ পাণ্ডিত্য, তাহাদের নিজেদের শিক্ষা সর্ব্বদিক দিয়া সম্পূর্ণ এবং কাজে তাহাদের থাকে প্রচুর উৎসাহ। লোক-শিক্ষালয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক নাই—তবে পাঠাগারের (library) সাহায্যে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই গ্রহণ করে। বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের মনে যাহাতে ধর্ম্ম ভাবের উদ্রেক হয় সেদিকে যথেষ্ট লক্ষ্য করা হয় বটে কিন্তু কোন রকম ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ করাইবার ব্যবস্থা নাই। গীর্জ্জাতে যে সকল লোক-শিক্ষালয় আছে সেখানে অবশ্য ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ করাইবার ব্যবস্থা আছে।

লোক-শিক্ষালয়গুলি দেশের যুবক-যুবতীদের নিকট খুব প্রিয়। তাহারা এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার সুযোগ লাভের জন্য অতীব উদগ্রীব হইয়া থাকে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার খরচ চালাইবার জন্য অনেক দিন হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকে।

লোক-শিক্ষালয়ের বিরুদ্ধ সমালোচনা দেশে যে একেবারে হয় না এ কথা বলা চলে না। একদল সমালোচক বলেন গ্রামের লোকেদের পক্ষে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা করিলেই জীবনে বেশী লাভবান হইবার সম্ভাবনা। কাজেই যুবক যুবতীরা যে সময় লোক-শিক্ষালয়ে কাটায় তাহা এক রকম বৃথা নষ্ট হয়। আর এক দল সমালোচক আছেন যাঁহারা বলেন যে কৃষকেরা সাধারণ জ্ঞান লাভ করিবার অনুপযুক্ত। লোক-শিক্ষালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। কৃষি বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সেইগুলিই টিকিয়া আছে যাহার কর্ণধার হইয়াছে লোক শিক্ষালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরা। ডেনমার্কের জনসাধারণের মনে এখন এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে লোক-শিক্ষালয়ে প্রথমে সাধারণ জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়া তাহার পর কৃষি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলে তবে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হইবে। ডেনমার্কের লোক সংখ্যা মাত্র ৪০ লক্ষ কিন্তু সেখানে যতগুলি কৃষি বিদ্যালয় আছে ভারতবর্ষে ততগুলি কৃষি বিদ্যালয় নাই—যদিও ভারতের লোক সংখ্যা ৩২ কোটি। ডেনমার্কের বালক বালিকারা ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠ করে এবং তাহার পর ১৪ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করে। তাহার ফল স্বরূপ দেখা যায় যে ডেনমার্কের গ্রাম্য অঞ্চলে কৃষি, সমবায় পদ্ধতি সামাজিক প্রগতি ও বিকেন্দ্রিক শিল্প বিশেষ ভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে।

লোক-শিক্ষালয়গুলি ডেনমার্কের অধিবাসীদের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেশে এমন একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে যাহাতে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডেনজাতি সহজেই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থন হইয়াছে। লোক-শিক্ষালয়ে সমবায় পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন পাঠক্রম গ্রহণ করা হয় নাই অথচ ডেনমার্কে জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতি অনুসারে কাজ হইতেছে। লোক-শিক্ষালয়গুলিতে রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয় না, অথচ সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন যে সমাজ জীবনের প্রগতিমূলক যত আইন বলবৎ আছে তাহার সকলের পিছনে আছে লোক-শিক্ষালয় গুলির প্রভাব। লোক-শিক্ষালয়গুলির প্রভাব দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে তাহার আলোচনা বিশদভাবে করা যাইতে পারে।

লোক-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের প্রায় সকল গ্রাম ও সহরে একটি করিয়া সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। মাসে ২।১ বার এই সমিতির মিটিং হয় এবং সামাজিক সমস্যা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় আলোচনা হয়। ১৫০০ জন লোক প্রতি এইরূপ একটি করিয়া সমিতি আছে এবং প্রত্যেক সভায় অন্ততঃ ১০০ জন লোক উপস্থিত থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে শত করা ৬ জন ব্যক্তি মাসে সমাজও সাহিত্য সভার মারফত শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়।

ডেনমার্কের লোকদের পড়িবার অভ্যাসও লোক-

শিক্ষালয় স্থাপনের জন্য বাড়িয়া গিয়াছে। এই দেশে প্রতি ২,২০০ জনপ্রতি একখানি করিয়া মাসিক পত্রিকা এবং ২০,০০০ লোকপ্রতি একখানি করিয়া দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। প্রায় প্রতি গৃহে একটি ছোটখাট পাঠাগার এবং প্রতি গ্রামে একটি করিয়া সাধারণ পাঠাগার আছে। ১০০০ লোকপ্রতি বৎসরে একখানি করিয়া নূতন বই প্রকাশিত হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ডেনমার্কের প্রতি লোক বৎসরে ২।৪ খানি পুস্তক কিনিয়া থাকে।

সামাজিক ব্যবস্থা ও বেশ উন্নত। এখানে ১৪ বৎসরের কম বয়সের ছেলে মেয়েদের কোন পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত করা যায় না এবং ১৮ বৎসরের কম বয়সী ছেলে মেয়েদের কোন রাত জাগার কাজে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ। ইংল্যাণ্ড আমেরিকা ও নিউজিল্যাণ্ডে বৃদ্ধ বয়সে পেনসন দিবার যে ব্যবস্থা আছে তাহা ডেনমার্কের অনুকরণেই গ্রহণ করা হইয়াছে।

কার্য্যকালে কোন রকম দৈব দুর্ঘটনা হইতে কর্ম্মীদের রক্ষা করিবার জন্য জীবন বীমার ব্যবস্থা আছে। এই বীমার premium শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতেই দেওয়া হয়। কর্ম্ম-হীনতার জন্যও বীমার ব্যবস্থা আছে যাহাতে কাজ না থাকিলেও শ্রমিকদের উপবাস করিতে হইবে না। 'Sick-Club' প্রায় প্রতি গ্রামেই আছে। ইহার সভ্যদের অসুখের সময় ঔষধ ও সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা Club হইতেই হয়। জনসাধারণ এই Clubগুলি চালায়; সরকার অবশ্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করে। অক্ষম ব্যক্তিদের দেখাশুনা করিবার জন্য সারা দেশে বহু স্থানে 'People's Home' আছে।

লোক-শিক্ষালয় হইতে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বাহির হয় তাহাদের মধ্যে অনেকেই গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষক হয়, কেহ কেহ বা সমবায় সমিতির ম্যানেজার হয়। পূর্ব্বে ডেনমার্কের কৃষকেরা পুরাতন প্রথা অনুসারে চাষ করিত। কিন্তু লোক-শিক্ষালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া কৃষকেরা বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য্য করিতে শিখিয়াছে। পূর্ব্বে কৃষকেরা পরের জমিতে ভাগ চাষ করিত কিন্তু এখন ডেনমার্কের কৃষকেরা যে জমি চাষ করে তাহারাই তাহার মালিক। একশত বৎসর পূর্ব্বে অনেক জমি অনাবাদী ছিল। এখন প্রায় সমস্ত পতিত জমিতে আবাদ করা হইয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র বহু সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। যে কোন ব্যক্তি এই সমবায় সমিতিগুলির মেম্বার হইতে পারে।

প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একটি করিয়া পাঠচক্র আছে। এখানে দেশ বিদেশের কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় নানারূপ আলোচনা হয়। প্রায় প্রত্যেক কৃষকের বাড়ীতে একটি করিয়া রেডিও আছে। কৃষি সম্বন্ধে আলোচনা কৃষকেরা রেডিওর সাহায্যে ঘরে বসিয়াই শুনিতে পায়। দেশের যুবকদের অর্থনৈতিক ও সমবায় বিষয়ক শিক্ষা দিবার জন্য সমগ্র ডেনমার্কে বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। কৃষকদের মধ্যে শতকরা ১০জনও কৃষি বিদ্যালয়ে পাঠ করে নাই কিন্তু লোক-শিক্ষালয়ের প্রভাবে সকল কৃষকই আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত কৃষি-প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। ডেনমার্কে 'Peasant Party' নামে যে প্রবল রাজনৈতিক দল গঠিত হইয়াছে তাহাতেও লোক-শিক্ষালয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ভারতের ধ্বংসপ্রায় পল্লীগুলিকে রক্ষা করিবার উপায় পল্লীবাসীকে শিক্ষা, আনন্দ ও কর্ম্মের প্রেরণা দান করা। ইহার জন্য প্রয়োজন পল্লীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পল্লীজীবনের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু শিক্ষকগণকে অনশনে রাখিয়া তাহা কি সম্ভবপর?

শিশুর সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র নায়ক

বর্ত্তমানের শিক্ষা শিশু-কেন্দ্রিক হ'লেও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনকে অস্বীকার করা হয়নি, বরং ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ-সম্ভাবনার সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা রয়েছে শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে—কেননা, শিশুর ভাবী লীলা বা কর্ম্মক্ষেত্র যে সমাজ, তা'কে অবহেলা করলে শিশুর সমগ্র ভবিষ্যতকেই অবহেলা করা হয় পরোক্ষে।

শিশু প্রথম থেকে কিভাবে সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে তা আলোচনা করলে, আমরা তাদের কোথায়, কতটুকু এবং কিভাবে সাহায্য ক'রতে পারি সে বিষয়ে সচেতন হ'তে পারব। সামাজিক আচরণের মূলে আছে নীতি-জ্ঞান। নীতি আমরা মেনে চলি প্রথমতঃ আত্মতুষ্টির জন্য। আমরা যদি অন্যের সহিত সদ্ব্যবহার করি তা'হলে অপরেও আমাদের সহিত ঐরূপ ব্যবহার ক'রবে—এই স্বার্থবোধই আমাদের সুনীতি মেনে চলার প্রেরণা যোগায় এবং সেই অনুযায়ী চরিত্র গড়ে উঠে। শিশু জন্মের পর হ'তে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষার সহিত তার ভাবী সম্ভাবনা-পূর্ণ মানসিক বৃত্তিসমূহ ও বংশপ্রভাবের পটভূমিকায় ক্রমে ক্রমে পরিবেশ অনুসারে সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে।

শিশু প্রথম শৈশবে থাকে অত্যন্ত স্বার্থপর, অহঙ্কারী, অবিনীত ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব-সম্পন্ন, অর্থাৎ অসামাজিক; খাবার একা খাবে, নিজের খেলনা কাউকে দেবে না, বরং অপরেরটা হস্তগত করবে; নিজের উপর অন্যায় আচরণে সে দুঃখিত হয় অথচ সেই আচরণ অন্যের উপর হ'তে দেখলে বা নিজে করলে তার অন্তর স্পর্শ করে না; নিজের ভালমন্দ সহজে বোঝে, কিন্তু অপরেরটা সহজে বুঝতে চায় না। তারপর সে দেখে—মাতাপিতা অন্য ভাই বোনদের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ ক'রে খেতে বলেন বা নিজেরা ভাগ ক'রে দেন অথবা আজ সে অপরকে না দিলে অন্য দিন অপরেও তাকে দেয় না, অপরের খেলনা ছিনিয়ে নিলে অপরেও তারটা ছিনিয়ে নেয়, কাউকে একচড় মারলে পাল্টে দু'চড় খাওয়ারও সম্ভাবনা।

ক্রমে সে বুঝতে পারে, এতে লাভ ত হ'চ্ছেই না, বরং সকলেই মন্দ বলছে—অসন্তুষ্ট হ'চ্ছে। সুতরাং ভাল হওয়ার প্রয়োজন-বোধ দেখা দিল নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে এবং তার সহজাত প্রবৃত্তি, বংশ প্রভাব ও পরিবেশের উপর ভিত্তি করে। নীতিজ্ঞান ও সামাজিক শিক্ষা চলল তার অজ্ঞাতসারে।

শিশুর খেলার সরঞ্জামের মধ্যে তার সংগ্রহ-প্রবৃত্তি দেখলে বিস্ময়ে হতবাক্ হ'তে হয়। হয়ত একটা টিনের কৌটা কিম্বা কাগজের খালি বাক্সের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে গোটা কয়েক ভাঙ্গা বোতাম, খবরের কাগজ বা বই থেকে কেটে নেওয়া দু'একটা ছবি, ফেলে দেওয়া সিগারেটের বাক্স, কুড়িয়ে পাওয়া রঙীন কাপড়ের টুকরো, কয়েকটা পুতুল—আরও কত কি! এই নিয়েই সে তার কল্পনার রাজ্য গড়ে তুলেছে—নিভৃতে আপন মনে সে সাজাচ্ছে, গোছাচ্ছে অদম্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে আর কত কথাই বলছে নিজের মনে। এখানে বয়স্কদের দৃষ্টির অন্তরালে গড়ে উঠ্‌ছে তার অধ্যবসায়, সৌন্দর্য্য-বোধ, পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও আত্মনির্ভরশীলতা। আবার এই সংগ্রহ প্রবৃত্তি অবহেলিত বা অবদমিত হ'লে জেগে ওঠে তার চৌর্য্য প্রবৃত্তি। বয়স্কগণ হয়ত একে ছেলেমানুষী ব'লে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু শিশু এই খেলার মধ্যেই প্রতি মুহূর্ত্তে ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনের সঞ্চয় করে নিচ্ছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক এমার্সন ব'লেছেন—"The plays of children are nonsense but these are educative nonsense." শিশুর

খেলাকে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখ্‌তে হ'বে সহানুভূতি ও সাহায্যকারীর মনোভাব নিয়ে।

শিশুর ছোট ছোট আবিষ্কারকে মাতাপিতা ও শিক্ষক মহাশয়কে উৎসাহ দিতে হবে—শিশুর মনে জাগবে আত্ম-বিশ্বাস, আর সঙ্গে সঙ্গে সে উপলব্ধি করবে তার ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথের জীবনে আমরা তাঁর প্রত্যক্ষ ফল দেখেছি বালক-রবির পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে আনা এবং ঝরণা আবিষ্কারে তাঁর পিতা তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন।

খেলার মাঠে হয়ত ওরা প্রথমে একমত হ'তে পারে না—সকলেই ; যে যার মত চালাতে চায়, ফলে ঝগড়াই হয়, খেলা হয় না। কিন্তু এ অবস্থা বেশীক্ষণ চলে না। বাধ্য হ'য়ে একজনের কথায় সকলে রাজী হ'য়ে খেলা আরম্ভ করে। এইরূপে বালক-নেতা ও অনুসরণকারী দলের মনোভাব গঠিত হয়। ইহাই বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রের প্রথম পাঠ।

শিশু দেখে—বাড়ীতে পাড়া-প্রতিবেশী বেড়াতে এলে তাঁকে আদর-যত্ন ক'রে বস্‌তে দেওয়া হয়, অতিথি এলে বাড়ীর সকলের চেয়ে তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়। এর থেকে শিশুর ক্ষুদ্র অন্তঃকরণে উন্মেষ হয় সদাচার ও অতিথি-সেবা বৃত্তির।

ঠাকুমা দিদিমার কোলে বসে শিশু একমনে শুনে যায় কত রূপকথা—সক্রিয় হয় তার কল্পনা ও বিচার শক্তি—খুঁজে পায় সে চিন্তার অবলম্বন। দ্বারে শোনা গেল—"হরি বোল"! মা বললেন, "খোকন ভিক্ষা দিয়ে এস, আমি কাজ করছি ; ভিখারীকে বিমুখ করতে নেই।" শিশু উপলব্ধি ক'রল অক্ষম ও দুর্ব্বলের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব—যদিও এ ধারণা তার স্পষ্ট নয় তবুও এই থেকে হ'ল তার সামাজিক দায়িত্ববোধের অলক্ষ্য সূচনা।

শিশু বিদ্যালয়ে গেল। সেখানে সে দেখ্‌লে—বিভিন্ন পাড়ার, এমন কি বিভিন্ন গ্রামের কত ছেলে মেয়ে—তার খেলার সাথী—সুখ দুঃখের অংশীদার, পড়াশুনায় তাদের সাহায্য প্রয়োজন হ'চ্ছে। শিক্ষকমহাশয় এমন কাজ দিচ্ছেন যা'তে অনেকের সহাযোগিতা প্রয়োজন। এখানে অনেক নূতন খেলার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে ক্রমশঃই, কিন্তু একা খেলা যাচ্ছে না ; সুতরাং এক্ষেত্রে মতানৈক্যের চেয়ে মতৈক্যের মধ্যে মিলেমিশে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাছাড়া বেশী গণ্ডগোল বা শক্তি পরীক্ষার চেষ্টায় অসুবিধা আছে। তখন জাগ্রত হ'ল তার সহানুভূতি, ঐক্যবোধ ও সহযোগিতাবৃত্তি। তখন শিক্ষক মহাশয়গণকে সে দেখ্‌লে স্নেহে ও সহানুভূতিতে মাতাপিতার সমগোত্রীয়রূপে। দেখ্‌লে সকল ছেলেমেয়েই তাঁদের কাছে সমান ব্যবহার পাচ্ছে। তবে 'ভালো' হ'লে তিনি খুসী হ'ন আর 'মন্দ' হ'লে বিরক্ত হ'ন; সুতরাং তাঁদের খুসী ক'রতে হ'লে 'ভালো' হ'তে হয়। এই 'ভালো' হওয়ার চেষ্টার অর্থ ই—পরোক্ষে বিদ্যালয়-রূপ সমাজের আইন ও নীতি মেনে চলার সু-অভ্যাস। ক্রমে বিদ্যালয়ের উপর তার মমত্ববোধ জাগে—তার ক্ষতি ও অগৌরব সে সহ্য ক'রতে পারে না;

শিশু বিদ্যালয় পথে দোকান, হাট বাজার ও মাঠে নানা শ্রেণীর লোকজনের সহিত ক্রমে ক্রমে পরিচিত হয়। কামার, কুমোর, নাপিত, ধোপা, কৃষক, জেলে প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সহিত তার জীবন-যাত্রা কিরূপ নিবিড় ভাবে জড়িত, তা সে উপলব্ধি করে এবং সামাজিক বন্ধনের সহিত সমাজকে ভালবাস্‌তে শেখে। তার শ্রদ্ধেয় মাতাপিতা ও শিক্ষক মহাশয়গণকে নানা কর্ম্মে লিপ্ত দেখে—অনেক সময় স্বেচ্ছায় সে তাতে যোগও দেয়—এতে কর্ম্মের উপর শ্রদ্ধাবোধ জন্মে তার অজ্ঞাতসারে। শিশু যোগ দেয় বিদ্যালয়ের সভা সমিতিতে—পরিচিত হয় বিদ্যালয় ও দেশের নানাবিধ সমস্যার সঙ্গে, (অবশ্য তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব) অনুভব করে কতলোক এই সমস্যা সমাধানে চিন্তাশীল। অন্তরে শ্রদ্ধা জেগে উঠে তাঁহাদের প্রতি। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করে সভায় শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সে আরও দেখে—এক সঙ্গে সকলে কথা বললে বক্তা বা শিক্ষক মহাশয়ের কথা শোনা যায় না—একজনের কথা বলা শেষ না হ'লে সভাপতি মহাশয় আর একজনকে কথা বলার অনুমতি দিচ্ছেন না। ধীরভাবে নিজের পালার জন্য অপেক্ষা হয় করতে অনেক খেলার ক্ষেত্রেও। বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা, যথার্থ আচরণ, সময়মত কাজ, পাঠ্য পুস্তক ও খাতা পেন্‌সিল গুছিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা সে নিজেই অনুভব করে—ইহার অন্যথায় অসুবিধা সে প্রত্যক্ষ করে। শিক্ষক মহাশয়ের মুখে শুন্‌ছে,—বিদ্যালয়ের

পুস্তকে পড়ছে সে দেশের কত কৃতী সন্তানের আত্মত্যাগ, বীরত্ব, দেশপ্রেম, স্বার্থত্যাগ ও পরার্থপরতার জীবন্ত কাহিনী উদ্বোধিত হয় সে ঐ সব গুণের অধিকার অর্জ্জনের জন্য। দল বেঁধে খেলা করছে—আর নির্ভীকতা, কর্ম্মকৌশল, কর্ম্মক্ষমতা, সহনশীলতা ও আত্মবিশ্বাস এগিয়ে চল্‌ছে তার ক্রম-পরিণতির পথে। শিল্পকলা ও হাতের কাজের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য্যবোধ এবং নৃত্য-গীতের মধ্যে ছন্দ ও আনন্দের হচ্ছে স্ফুরণ। শিক্ষক মহাশয় বা অভিভাবকের সঙ্গে যোগ দেয় মেলায়, উৎসব ও অনুষ্ঠানে, দেখে স্বেচ্ছাসেবক আরও কত বিচিত্র নরনারী—কৌতূহলী শিশু জেনে নেয় তাদের পরিচয়—বুঝে, তারা একই দেশের অধিবাসী। এখানের বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার আকর্ষণ করে তার শিশুমনকে—একে একে পরিচয় দিলে সে জান্‌তে পারে, এর অধিকাংশই তৈরী হচ্ছে তারই দেশের বিভিন্ন অংশে। গৌরব বোধ করে দেশের জন্য, ভালবাসে তার দেশকে। তার দেশবাসী দেশের কোন এক সুদূর প্রান্ত বন্যা বা দুর্ভিক্ষের করাল-কবলে পড়েছে; ছেলে মেয়েরা বড়দের নেতৃত্বে বেরুল ভিক্ষায়—সভা ও শোভাযাত্রা ক'রে সাহায্যের আবেদন জানান হ'ল। অস্পষ্ট ভাবে হ'লেও শিশু অনুভব ক'রল দেশবাসীর, তথা দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ—সমাজের দুর্গত ও ক্ষুধিতের অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় দানের নৈতিক দায়িত্ব ইত্যাদি।

এইরূপে শিশু গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজে ন্যায় ও অন্যায়, ভাল ও মন্দকে পাশাপাশি দেখছে—মনে মনে বেছে নিচ্ছে তার একটা। মিথ্যা, অভদ্র আচরণ, ও বলপ্রয়োগ প্রভৃতির অসুবিধা সে প্রত্যক্ষ করে। শৈশব থেকেই মাতাপিতা, প্রতিবেশী, বন্ধু, খেলার সাথী, শিক্ষক, ও সমাজের প্রতি বস্তু ও ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতি মুহূর্ত্তে যে শিক্ষা সে গ্রহণ করে, তার সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দুর্ভাগ্য, শিশু যে পরিবার বিদ্যালয়, শিক্ষক ও সমাজ থেকে তার ভবিষ্যৎ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রবে তা দোষযুক্ত যে পরিবেশ প্রতিমুহূর্ত্তে তাকে প্রাণবন্ত ক'রে তুল্‌বে, তার একান্ত অভাব। তবুও হতাশ হ'লে আমাদের চল্‌বেনা। কর্ম্মের মাধ্যমে এমন প্রগতিশীল শিক্ষানীতির অনুসরণ ক'রতে হ'বে, যা' শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তিকে সাহায্য ক'রে আগামী দিনের জীবন যাত্রার প্রতি স্তরে তাকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সু-সম অভিযোজনে সক্ষম করবে।

সাধনা

শ্রীপীযূষ ব্যানার্জ্জী

ধরণীর প্রান্তে বসি' নীরব সাধনা—
যুগান্ত ব্যাপিয়া মোর নিষ্ঠ আরাধনা,
অক্লান্ত প্রচেষ্টা শুধু ইষ্ট লভিবারে,
স্বপ্ন-ঘেরা হৃদয়ের ভিত্তি রচিবারে।

ব্যর্থতার ক্ষতভরা জীবন-প্রাসাদে,
সমাধিস্থ কামনার ভগ্ন বনিয়াদে—
প্রাণের আকুতি আর অন্ধ আকর্ষণে
বাঁচায়ে রেখেছি আজো ব্যগ্র আকিঞ্চনে।

তমসার বক্ষোমাঝে অস্তমিত আশা,
নৈরাশ্যে নিষ্পিষ্ট মোর রিক্ত ভালবাসা,
রুদ্রাণী প্রকৃতি মোর ব্যথার্ত্ত সত্ত্বায়—
নিষ্করুণ কষাঘাতে পিষেছে আত্মায়।

বঞ্চনার বেদনা কি ঘুচিবে আমার,
রিক্ততার অভিশাপ মুছিবে আবার?
জীবনের জীর্ণ পৃষ্ঠা হবে কি উজ্জ্বল,
পৃথিবীর প্রেমে পুনঃ বর্ণ সমুজ্জ্বল?

আরতির আলো-তীর্থে দীন যাত্রী আমি,
জ্যোতিঃর জোয়ার মাঝে মুক্তিস্নান-কামী,
অনন্ত অভীপ্সালব্ধ শতদল দু'টি
আনন্দের ছায়াসম রহে মনে ফুটি'।

ভারতের পুত্র

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কে সে আমি? কে সে আমি? কোথা মোর সূত্র?
আমি মহাভারতের অমৃতের পুত্র!
মহাকাল-জলধির সৈকতে ধরণীর
ত্রিদিবের তৈজসে গড়েছি যে এই নীড়।
মোর তুড়ি-সঙ্কেতে, জীবনের অঙ্কেতে,
উঠে-বসে ভাগ্য সে, ক্রীড়া করে রঙ্গেতে।
মদাবিল অম্ভোধি উদ্ধত, নির্ব্বোধই
'আয়, আজি যুঝব রে!'—কহে মোরে সম্বোধি'।
ঢুকে তার অন্দরে রতনের কন্দরে
মৌক্তিক আনব যে বন্দরে বন্দরে।
তুহিনের তুঙ্গায়, প্রেইরির প্রান্তে,
ধাইব রে নব নব সন্দেশ আনতে।
মোর ধমনি-যন্ত্রেতে ছন্দেতে ছন্দেতে
উঠে মহা ঝঙ্কার, তূরীয়ের তন্ত্রেতে।
হিংসার দাবানল নিভে যায় শঙ্কায়;
স্বাহা মোর সহচর, মৃত্যুরে ধমকায়!
আসে ভীম ঝঞ্ঝা সে, দাঁতে দাঁত ঘর্ষে;
ব্যাদস্ত বক্ত্রেতে জ্বালা ধরা ধর্ষে।
ধরি' তার শুণ্ডেতে, হানি' শেল মুণ্ডেতে,
বরষার সুধা-ধারা কুণ্ডেতে কুণ্ডেতে।
ব্যোমভেদি হিম-বাণ—পাষাণের দম্ভ,—
বিরচিব শিরে তার 'জয়-হিন্দ' স্তম্ভ।
অরাতির হুঙ্কার ঘোর বাজে হুঙ্কার
ভগবতী ভারতের সঙ্কট-সঞ্চার।
আজি মোরে দেয় ডাক মোর মহাধর্ম্ম।
গাহি আজ 'জয়-হিন্দ'! সেই দৃঢ় বর্ম্ম!
অসি মোর উদ্দাম, অসি মোর ভীষ্ম;
হানি' চলে অরি-দলে; কাঁপে ব্যোম-বিশ্ব।
অরাতির অস্ত্রের ক্ষতে মোর গাত্র
হ'ক দেখ- দেবতার পুষ্পের পাত্র।

---

২৫১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

তারা নাটকের বাহন করেন পদ্য। রবীন্দ্রনাথের 'রাজারাণী' ও 'বিসর্জ্জন' হার্ডির ডাইনাম্‌ট্‌, এলিয়টের 'মার্ডার ইন্ দি ক্যাথিড্রাল' উল্লেখযোগ্য।

কাব্যের কথা ধরা যাক্। প্রাচীন কাল থেকে কত বিভিন্ন ভাবেই না কাব্যের বিবর্ত্তন ঘটেছে। বাংলা কাব্যের কথা ধরা যাক। প্রাচীন বাংলা কাব্য বলতে আমরা বলি চর্য্যাপদ। তারপর দেখি খনার বচন বা ছড়া জাতীয় কবিতা তারপর বৈষ্ণব কবিতা, সেগুলি গান এবং গীত হবার উদ্দেশ্যেই রচিত। এ ছাড়া ছিল বিভিন্ন মঙ্গল-কাব্য। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত বর্ণনামূলক কাব্য। এ ব্যতীত অনুবাদ-কাব্য ও জীবনী-কাব্য ত' ছিলই। ব্রিটীশ প্রভাব আস্‌বার পূর্ব্বে এবং অব্যবহিত পরেও ছিল পাঁচালী, কবিগান, ছড়া, শাক্তগীতি প্রভৃতি। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে বাঙালীর কল্পনা নূতন করে রূপ নিল। মধুসূদন মহাকাব্য, গীতিকাব্য ও নাটক রচনা করলেন এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করলেন। বিহারীলাল নূতন প্রেরণায় নূতন প্রকৃতি-কাব্য সৃষ্টি করলেন। বাঁধাধরা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে কত বৈচিত্র্য এল। বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব যখন এল, তখন তার প্রাচুর্য্য আর বৈচিত্র্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। বাংলা কবিতা যেন নূতন জন্মলাভ করল রবীন্দ্র প্রতিভার মায়াকাঠির স্পর্শে। প্রাচীন চর্য্যাপদের সাথে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকার' তুলনা করলে দেখা যাবে যে মাত্র কয়েক শ' বছরের মধ্যে বাংলা কবিতার কি অদ্ভুত রূপান্তর ঘটেছে। কেন এমন হয়? কেন যুগে যুগে কবিতার রূপ বদ্‌লায়, ভাব বদ্‌লায়? কারণ, প্রত্যেক যুগ নূতন নূতন অভিজ্ঞতার খোরাক যোগায় সাহিত্যিকের মনে। এবং যদিও কতকগুলি সঞ্চিত মনোভাব মানুষের মনে থাকে, তবুও তাদের আকৃতি বদলে যায় নূতন অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে এসে। তাই বদ্‌লায় ভাব। তাছাড়া সাহিত্যিক হলেন স্রষ্টা। তার মনের প্রেরণা গতানুগতিক পথে তাকে যেতে দেয় না, চিরনূতনের সন্ধানে তাকে উৎসাহিত করে। তাই বিচিত্র অনুভূতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাহিত্যিক বিচিত্রভাবে নিজেকে সৃষ্টি করতে চান।

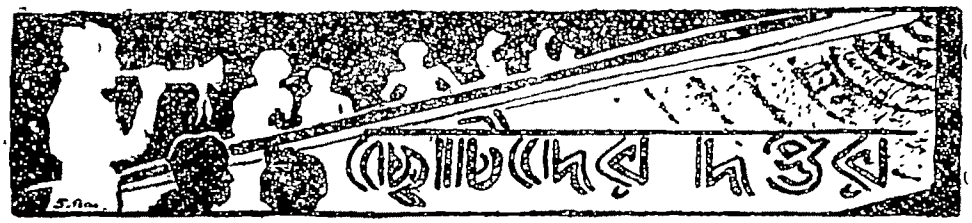

ইউরোপ যাত্রীর পত্র

শ্রীসুনীল রায় চৌধুরী, এম-এ, পি.এইচ.ডি, এফ. আর. ই. এস. (লণ্ডন)

ট্রেণে প্রচণ্ড ভীড় ছিল। আমষ্টার্ডামের 3rd. class গাড়িতে ন-স্থানং তিল-ধারণম্। বললাম একজন conductor-guard-কে সে কথা। সে বললো, 2nd. class-এ গিয়ে ওঠো। যেতে ভরসা পাচ্ছিলাম না, পরে আবার excess charge করবে কিনা কে জানে! শেষে গার্ড নিজেই আমাকে নিয়ে 2nd. class-এ বসিয়ে দিলে। 3rd. class-এর ভাড়া দিয়ে 2nd. class-এ চাপা হয়ে গেল। সহযাত্রী সবাই জার্মান, কেউ একবর্ণ ইংরেজী বোঝে না; অগত্যা চুপচাপ ব'সে থাকতে হলো। খিদে পেয়েছিল প্রচণ্ডভাবেই—রেস্তোরাঁ-গাড়ী থেকে অনবরতই নানারকম জিনিষ ফেরি করতে আসছিল, কিন্তু পয়সার অভাবে কেনবার উপায় নেই। পকেটে ওলন্দাজ-পয়সা নিয়ে ভাবছি, কখন ট্রেণ ওলন্দাজ-বর্ডারে পৌছবে—কখন কিছু খেয়ে বাঁচবো।

জার্মান-বর্ডারে গাড়ী পৌছল রাত সাড়ে আটটায়। ষ্টেশনে ট্রেণকে দাঁড় করিয়ে এখানে 'সার্চ্চ' করা হয় না; যথারীতি চলন্ত গাড়িতেই কাষ্টমস্ ও পুলিশ এসে পাসপোর্ট ও মালপত্র পরীক্ষা ক'রে গেল। মালপত্র পরীক্ষা অবশ্য নামেই, কাউকেই কিছু বলল না—শুধু একবার জিজ্ঞেস ক'রে গেল—কারো কাছে কিছু dutiable জিনিষ আছে কি না। টাকা-পয়সার কথা কিছু তোলে নি, তাই আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম! যাক্—আগে যতই খারাপ ব্যবহার জার্মানরা ক'রে থাকুক, বেরোবার সময় কোন হাঙ্গামা করেনি; এ জন্য তাদের ধন্যবাদ।

জার্মানদের ভাষা সম্বন্ধে এখানে একটা কথা না ব'লে পারলাম না। ফরাসী, ইটালিয়ান বা সুইস ভাষা থেকে জার্মানদের ভাষার একটা বিরাট পার্থক্য আছে। অধিকাংশ ইউরোপীয় কথারই উচ্চারণ ভয়ানক আনুনাসিক, কিন্তু জার্মানদের উচ্চারণ যেন কতকটা আমাদের হিন্দী ভাষার মতই। রেডিওতে যখন জার্মান ভাষায় খবর বলে, তখন প্রতিবারই চমকে উঠে ভাবি, বুঝি হিন্দীতে All India Radio খবর বলছে। All India Radio প্রোগ্রাম ধরেছে ভেবে দু'একবার বিশেষ মনোযোগ দিয়ে খবর বোঝবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেছি, পরে কিছুই বুঝতে না পেরে মনে পড়েছে—ভাষাটা হিন্দী নয়, জার্মান!—এমনই মিল রয়েছে এই দুটো ভাষায়।

ট্রেণ জার্মানী ছেড়ে হল্যাণ্ডের বর্ডার-ষ্টেশনে পৌছল—সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার খাঁটী ইংরেজী ভাষায়—'Ladies & Gentlemen, now you are in Netherlands. Pleas be ready with your Passports and other papers'. এই announcement মাইকে শুনেই মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। বহুদিন বিদেশে থেকে দেশে ফিরলে যে রকম আনন্দ হয়, ঠিক সেই রকম আনন্দ পেলাম। হল্যাণ্ড প্রায় English-speaking দেশ; এখানে ইংরেজী সবাই—অন্ততঃ প্রত্যেক শিক্ষিত লোক বোঝে এবং ইউরোপের মধ্যে এখানেই ইংরিজীর চলনটা সবচেয়ে বেশী। আশ্চর্য্য, মাত্র মাইলখানেক দূরে জার্মানিতে ইংরেজী কেউ বোঝে না—আবার হল্যাণ্ডের বর্ডার ছাড়িয়ে ৫ মাইল দূরে বেলজিয়মে গেলেও, সেখানে কেউ ইংরেজী জানে না! মাঝখানে এই দেশটা কি ক'রে যে ইংরেজী ভাষাটা এতখানি আয়ত্ত করলো, তা খুবই আশ্চর্য্যের কথা!

ইংরেজী ভাষার সুবিধার জন্য হল্যাণ্ডকে খুব ভাল লাগলেও ওলন্দাজ কাষ্টমস্ ও পাসপোর্ট অফিসারদের কিন্তু প্রশংসা করতে পারলাম না। তারা আমাদের গাড়ির প্রত্যেককেই স্যুটকেস খুলতে বললো। অবশ্য দেখলো না কিছুই, খামকা লোককে বিরক্ত করা! সবা'র দেখা শেষ

হয়ে গেলে একপাশে আমি করুণভাবে দাঁড়িয়ে আমার ভারী স্যুটকেসটা ওপরের বাঙ্ক থেকে নামাবো ব'লে হাত বাড়িয়েছি, এমন সময় কাষ্টমস্ অফিসার হঠাৎ সদয় হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'come from India or Pakistan? 'India' শুনেই বললেন, 'All right—ঠিক আছে, স্যুট-কেস নামাবার দরকার নেই।' পাসপোর্ট অফিসার এসে কিন্তু গোলমাল সুরু করলেন—আমার ডাচ পারমিটের আসল জায়গা, যেখানে তারিখ লেখা থাকে, সেখানেই কাটাকাটি হয়েছে, অথচ কোন স্বাক্ষর বা ষ্ট্যাম্প মারা নেই। আমি বললাম—ভুল যদি কিছু হয়ে থাকে তবে তোমাদের Consul-এরই হয়েছে, আমার কী দোষ? তাঁরা বললেন—তুমি দেখে নাও নি কেন? শেষে ব্যাপারটা অনেকক্ষণ আলোচনার পর পাসপোর্টটা একজন বড় পুলিশ অফিসারের কাছে পাঠানো হ'ল। তিনি হাতের লেখা, কালী ইত্যাদি পরীক্ষা ক'রে বললেন, 'সই যে করেছে, সেই-ই কেটেছে তারিখটা। কাজেই এটা বে-আইনী হলেও genuine, কাজেই ছেড়ে দেওয়া গেল।' এই ভয়ই আমার বরাবর ছিল। বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট যে পারমিটগুলো আমাদের দেয়, সেগুলো তাদের নিজেদের ভাষায় লেখা থাকে, তাই আমরা বিন্দুবিসর্গও বুঝি না—ওতে কি লেখা আছে; ফলে অনেক সময়েই বর্ডারে এসে হাঙ্গামায় পড়তে হয়। দিদিদের পাসপোর্টে, ফরাসী গভর্ণমেণ্টের পারমিটেও এই রকম একটা মারাত্মক ভুল ছিল। লণ্ডনে আমি সেটা ধরে ফেলে ঠিক করিয়ে নিয়েছিলাম, তাই রক্ষা, নতুবা ওদের খুবই বিপদে পড়তে হতো।

ট্রেণ যখন আমষ্টার্ডাম ষ্টেশনে পৌঁছল, রাত তখন প্রায় এগারটা হ'লেও দোকান-পাট তখনো খোলা রয়েছে দেখলাম। এই এক বিষয়ে সমস্ত ইউরোপ লণ্ডনকে টেক্কা দিয়েছে। লণ্ডন বেলা পাঁচটার পরই শ্মশানের মতো নির্জ্জন হয়ে যায়। আমাদের হোটেলটা ষ্টেশনের ঠিক সামনেই—৩ তলা ছোট একটা হোটেল; তলায় রেস্তোরাঁ এবং বার আছে। ঘর মন্দ নয়, তবে বিছানা অতি সাধারণ, ইউরোপের অন্যান্য সহরের বড় বড় হোটেলের মত অতটা আরামদায়ক নয়, তবে দামের দিক দিয়ে খুব সস্তা—ঘর ও ব্রেকফাষ্ট মোট ৫ গিল্ডেন; হল্যাণ্ডের টাকার নাম গিল্ডেন। এর দাম আমাদের টাকার চেয়ে কিছু বেশী—৫ গিল্ডেন প্রায় ৬ টাকা হবে। সুইজারল্যাণ্ডে ১২ টাকা করে হোটেল-ভাড়া দেবার পর এই ৬ টাকা খুব সস্তাই বলতে হবে।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। পাশের এক কাফে থেকে কিছু স্যাণ্ডউইচ কিনে ঘরে এসে খেলাম। একটা করে পুরো ডিমের স্যাণ্ডউইচ এবং খুব নরম রুটি, খেতে ভালই। তাই স্যাণ্ডউইচ খেতে খুবই ভাল লেগেছিল। তিনখানা স্যাণ্ডউইচ খেয়ে পেটটা খুব ভ'রে গেল—দাম নিল মাত্র ১½ গিল্ডেন। এখানকার খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য জিনিষপত্রের দামও ইউ-রোপের অন্যান্য জায়গা অপেক্ষা বেশী সস্তা। আর একটা কথা—এখানে হোটেলে বিলিতী স্টাইল লক্ষ্য করছি—এরা English breakfast দেয়। Continental & Eng-lish breakfast-এর মধ্যে তফাৎ আকাশ পাতাল। Con-tinental breakfast-এ দেয় শুধু রুটি আর চা; ইংলিশ ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ-ডিনারের মতই প্রধান একটা খাওয়া। আজকে দুপুরেও আমরা ডিমের স্যাণ্ডউইচ খেয়েই লাঞ্চ সেরেছি—মাত্র ২ প্লেটেই প্রচুর পেট ভরে গেল—দাম মাত্র ১ গিল্ডেন। এত সস্তা দেখলে এ দেশে আর কিছুদিন থাকতে ইচ্ছে করে।

সকালে খাওয়া-দাওয়া সেরে হোটেল থেকে বেরিয়েই প্রথমে এখানকার official tourist অফিসে গেলাম। আমরা যে কোন টাউনে গেলেই প্রথমে সেখানে কোন টুরিষ্ট-এজেন্সী অফিসে গিয়ে সহরের ম্যাপ, দ্রষ্টব্য জিনিষের তালিকা ইত্যাদি চেয়ে নিই; তারপরেই ম্যাপ ধ'রে ধ'রে systematically সব জিনিষ দেখি। এ রকম systema-tic ভাবে দেখা সুরু করলে একদিনেই সারা সহর দেখা হয়ে যায়। Official tourist agency থেকে সহরের ম্যাপ ইত্যাদি নিলাম—বিনা পয়সাতেই পাওয়া গেল। কিছু ছবিও কিনে নিলাম। শুনলাম, এখানেই সহরের খালে বেড়াবার টিকিট পাওয়া যায়। আমষ্টার্ডাম হলো Venice of the North. এই সহরটা আগাগোড়াই খালে ভর্ত্তি। খালের দু'পাশে রাস্তা, বাড়ীগুলোও খালের মধ্য থেকে উঠেছে। খালের ওপর অসংখ্য ব্রীজ এবং জলে যাতায়াতের জন্য বহু নৌকা ও লঞ্চ। মাত্র মাইলদেড়েক লম্বা আর মাইলখানেক চওড়া সহরে ৭০টি খাল আছে এবং ব্রীজের সংখ্যা ৪০০ থেকেও বেশী। (ক্রমশঃ)

আমার রাজপুত্তুর

শান্তশীল দাশ

আমার রাজপুত্তুর চলেছে...
পক্ষীরাজের পীঠে চড়ে নয়,
মণি-মুক্তা খচিত রাজবেশে নয়,
পায়ে হেঁটে পথিকের বেশে ;
গভীর অরণ্য ভেদ করে,
অন্ধকার রাতের বুক চিরে,
অজানা দেশের উদ্দেশে
চলেছে আমার রাজ পুত্তুর।
দুর্গম সে পথ,
তবু তার ভয় নেই বুকে
পথের কাঁটা পায়ে বেঁধে,
রক্তে ভিজে যায় পথ,
তবু সে থামে না,.....।
তার পায়ে নেই ক্লান্তি,
মনে নেই কোন অবসাদ ;
সে চলেছে, চলেছে.....
আলো চাই, আলো—
যে আলো অন্ধকার দূর করে দেবে ;
চাই মৃতসঞ্জীবনী—
আধমরাদের যে বাঁচিয়ে তুলবে।
নিয়ে আসবে সে এই পৃথিবীর বুকে
সেই আলো, সেই সুধা।
চলার বিরাম নেই.....
দুর্গম পথের যাত্রী এগিয়ে চলেছে।
রাত্রের আঁধার বলে : রাজপুত্তুর,
অনেক ত চললে, এবার থামো,
কিছু বিশ্রাম নাও ;
তুমি কি মানুষ, না যন্ত্র ?
বনের আঁধার বলে : শেষ নেই,
বন্ধু, শেষ নেই ;
কোথায় যাবে তুমি ?
মিলবে কি কোনদিন
তোমার চির আরাধনার বস্তু ?
সফল হবে কি তোমার স্বপ্ন ?
থেমে যাও রাজপুত্তুর, থেমে যাও।
সামনের পথ তাকে ডাকে :
এগিয়ে আয়, এগিয়ে আয়।
পিছনের ফেলে-আসা পথ বলে :
রাজপুত্তুর, আলো চাই,
চাই মৃতসঞ্জীবনী।
রাতের আঁধার তাকে রুখতে পারে না,
বনের আঁধার তাকে বাঁধতে পারে না।
কাঁটা-বেঁধা পায়ের রক্ত
তার মনে আগুন জ্বেলে দেয়।
নূতন উৎসাহে সে এগিয়ে চলে ;
এগিয়ে চলে সে সমুখের পানে ;
আলো চাই, চাই মৃতসঞ্জীবনী।
আমার রাজপুত্তুর চলে.....
আমি শুনতে পাই তার পায়ের ধ্বনি,
আমি দেখতে পাই তার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।
আমি বসে আছি,
বসে আছি তারই অপেক্ষায়।
আমার রাজপুত্তুর ফিরে আসবে,
ফিরে আসবে এই পৃথিবীতে,
নিয়ে আসবে আলো,
নিয়ে আসবে মৃতসঞ্জীবনী।

বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্তা

মানুষের দেহযন্ত্র

মানুষের দেহযন্ত্র সম্বন্ধে খবর অনেকেই রাখেন না। সাধারণভাবে একটি মানুষের শরীরে পৌণে চার থেকে প্রায় সাড়ে চার সেরের মত ওজনের রক্ত থাকে; মানুষের শরীরের মধ্যে সবচেয়ে বড় যন্ত্র হচ্ছে যকৃৎ; অবশ্য ছোটবেলায় মানুষের মস্তিষ্ক ও যকৃতের ওজন প্রায় একই থাকে। মানুষের শরীরের যাবতীয় উপাদানের মধ্যে জলের অংশই ⅔ ভাগ। একটি সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কের ওজন প্রায় তিন পাউণ্ড। অবশ্য দেহের অনুপাতে এর তারতম্য ঘটে। দেহের মধ্যে সর্বশুদ্ধ প্রায় ২০৬টি হাড় আছে, এই সংখ্যার কমবেশী খুব কমই ঘটে। যেটুকু তফাৎ কখনও সখনও দেখা যায় সেটা সাধারণতঃ মেরুদণ্ডের শেষের দিকেই দেখা যায়, দাঁতই মানুষের শরীরের সবচেয়ে শক্ত অংশ। দাঁতের ওপর যে শক্ত আবরণটি থাকে তাকে এনামেল বলা হয়। দেহের সমস্ত অংশ ধূলার সঙ্গে মিশে গেলেও দাঁত কয়টি তখনও অবশিষ্ট থাকে, কোনও মানুষ যদি কোনও রকম পরিশ্রম না করে শুধুই বসে থাকে তাহলেও ১০০০০০ বার তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হয়ে থাকে। মানুষের পেশিগুলির সংখ্যা গড়ে ৬৩৯। দেহের সমস্ত চামড়া যদি খুলে নেওয়া যায় তাহলে চব্বিশ বর্গফিট্ পরিমিত স্থান ঢাকা যায়। এই চামড়ার ওজন প্রায় সাত থেকে দশ পাউণ্ড। পাক নালি প্রায় ২৫ থেকে ৩০ ফিট্ লম্বা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ মানুষের দাঁত ৩২টি হয় বটে, কিন্তু ছোটবেলায় দুধে-দাঁত মাত্র কুড়িটি থাকে। দেহের রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে সুরু করে সারা শরীর ঘুরে আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসতে গড়পড়তা ৪৫ সেকেণ্ড সময় লাগে; অবশ্য কোনও রকম অঙ্গসঞ্চালন হওয়ার সময় আরও কম সময়ের মধ্যে এটি হয়। একজন মানুষের মাথার চুলের সংখ্যা গড়পড়তা ১৫০০০০ হয়। তবে চুল সরু বা মোটা হওয়ার উপর এই সংখ্যার কম, বেশী নির্ভর করে ৯০০০০ থেকে আরম্ভ করে ১৪০০০০ পর্যন্ত হয়। মানুষের দেহের উপাদানগুলি যদি বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক পদার্থে ভাগ করা যায় তাহলে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থগুলির দাম চার থেকে আট টাকার বেশী হবে না।

মদ্যপানাসক্তের দেহ

দু' হাজারটি পানাসক্ত পুরুষ মানুষকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সাধারণ মানুষের তুলনায় এদের মধ্যে শারীরিক কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যাদের মদপান করা অভ্যাস আছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের মাথায় টাক পড়ে না, এমন কি, তাদের মাথায় চুল খুব বেশী হয় তবে সাধারণতঃ সে চুল অকালেই পেকে যায়। তাদের শরীরে লোম খুব কম হয়, এদের চর্মরোগ কম হয়।

ঘুমের মাপ

অনেক সময় ডাক্তারদের পক্ষে কোনও রোগীর রোগের সাধারণ বিবরণের সঙ্গে রোগীর ঘুম কতটা এবং কী রকম হচ্ছে সেটাও জানা দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুমের মাপ রাখা শক্ত, কারণ, রোগী নিজেই তার ঘুমের হিসাব রাখতে পারে না, অন্য লোকের পক্ষেও সবসময় বলা শক্ত যে, রোগী কতটা ঘুমিয়েছে ও কতটা জেগেছিল। একধরণের ঘুমের মাপ রাখা গদি তৈরী হয়েছে। এটাতে স্প্রিং-এর বদলে বায়ুর থলি রাখা হয় আর প্রত্যেকটি থলির সঙ্গে বায়ুর চাপ মাপার জন্য একটি করে 'গজ' লাগান থাকে। ঘুমন্ত লোকটির নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজে নিজেই ঐ গজে নির্দেশ পড়ে; অবশ্য এই মাপ অনুযায়ী কার কতটা ও কী রকম ঘুম হলো জানতে হলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ ধরে নেওয়া দরকার। যে সব লোক খুব গভীরভাবে ও আরামে ঘুমায়, গদি ও গজ তার ঘুমের কী মাপ নির্দেশ করে, দেখে নিয়ে অন্যান্য লোকের মাপগুলির অনুপাত কষে নিলেই বুঝতে পারা যাবে কার কী রকম ও কতখানি ঘুম হচ্ছে।

বম্বের শিলীভূত গাছ

বম্বের ওরেলি পাহাড়ের নীচে কতকগুলি শিলীভূত গাছ ও প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে এগুলি ব্যাঙ কীটপতঙ্গ ও কতকগুলি গাছের প্রস্তরীভূত অবস্থা। বম্বের 'ইনষ্টিটিউট্ অব সায়ান্সের' ডাঃ মহাবালে এগুলির সন্ধান পেয়েছেন। তিনি বলেন, এগুলো আন্দাজ ৪০।৫০ কোটি বছর আগের প্রাণী। ডাঃ মহাবালের মতে ঐ স্থানটি তখনকার দিনে একটি বড় নদীর মোহনা কিম্বা কোনও স্বাদু জলের হ্রদ ছিল। বিভিন্ন সময়ে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের ফলে এটি মাটির নীচে চাপা পড়েছিল; আজ মাটির স্তর সরে যাওয়ায় এগুলি দেখা দিয়েছে।

বাংলার শিক্ষক আন্দোলন

শালবনী থানা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

গত ১৮।১১।৫৩ গোহালডিহি প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহে নিখিলবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ও কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে শালবনী থানা প্রাথমিক সমিতির অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বহুসংখ্যক শিক্ষক, অভিভাবক এবং মেদিনীপুর টাউন হইতে আগত অন্যান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

শালবনী থানা প্রাং শিঃ সমিতির সম্পাদক শ্রীবনোয়ারী লাল রায় সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীকিশোরীমোহন রায় ও সম্পাদক শ্রীসতীশচন্দ্র ভুঁইয়া মহাশয় সমবেত শিক্ষক ও অন্যান্য অতিথিগণকে অভ্যর্থনা জানাইয়া প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষকগণের দাবী সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন।

মেদিনীপুর স্কুলবোর্ডের সদস্য শ্রীত্রৈলক্যনাথ প্রধান, জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীআশুতোষ রায় চৌধুরী এবং বিদ্যাসাগর শিক্ষামন্দিরের অধ্যক্ষ মহোদয় বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং এ সম্বন্ধে সরকার ও শিক্ষকগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণে বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী ও পদ্ধতির বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে সরকার ও জনসাধারণের ঔদাসীন্যের নিন্দা করেন। বুনিয়াদী শিক্ষার নামে যে ফাঁকি চলিতেছে এবং অতি সামান্য মাত্র শিক্ষাসেস দিয়া জনসাধারণ শিক্ষা ও শিক্ষকগণের প্রতি তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত কর্ত্তব্য যেভাবে উপেক্ষা করিতেছেন, তাহা তিনি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করেন।

সভায় গৃহীত প্রধান প্রস্তাবগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

১। জেলা স্কুলবোর্ডে সদস্য গ্রহণের আইন পরিবর্ত্তন করিয়া এক তৃতীয়াংশ প্রাথমিক শিক্ষকগণ এবং দুই তৃতীয়াংশ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের দ্বারা সদস্য নির্ব্বাচন করা হউক।

২। অবিলম্বে শালবনী থানার কয়েকটি ইউনিয়নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করা হউক।

৩। শিক্ষকগণকে প্রতি মাসের বেতন পরবর্তী মাসের এক সপ্তাহের মধ্যে দেওয়া হউক।

৪। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিচ্ছিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ন্যায় বেতন ও ভাতা ইত্যাদি দেওয়া হউক।

৫। প্রাঃ শিক্ষকগণের প্রতিনিধিদের জন্য ব্যবস্থা পরিষদে উপযুক্ত সংখ্যক আসন সংরক্ষিত করিতে হইবে।

৬। অবিলম্বে বর্দ্ধিত পাঁচ টাকা বেতন অন্যান্য জেলার ন্যায় মেদিনীপুর জেলায় প্রদান করা হউক।

৭। নিম্নলিখিত হারে বেতন প্রদান করিতে হইবে :—

মিউনিসিপ্যাল এলাকায়—(ক) ট্রেণ্ড—৭০৲—৯৲—১১০৲ টাকা। (খ) আনট্রেণ্ড—৬০৲—৪৲—১০০৲ টাকা। গ্রাম্য অঞ্চলে :—(ক) ট্রেণ্ড—৬০৲—৪৲—১০০৲ টাকা (খ) আনট্রেণ্ড—৫০৲—৪৲—৯০৲ টাকা। ইহা ব্যতীত প্রধান শিক্ষকদের জন্য ১০৲ দশ টাকা অতিরিক্ত ভাতা।

৮। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য নূতন শিক্ষক নিয়োগের পূর্ব্বে ছাঁটাই শিক্ষকগণকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

৯। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে।

১০। 'ক' শ্রেণীর ন্যায় প্রত্যেক প্রধান শিক্ষককে অতিরিক্ত ভাতা এবং প্রাথমিক শিক্ষকগণের সন্তান সন্ততি ও পোষ্যবর্গকে মাধ্যমিক শিক্ষালাভের জন্য বিনা বেতনে পড়িবার সুযোগ দিতে হইবে।

১১। সরকারী কর্ম্মচারীর ন্যায় প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ও ছুটি ইত্যাদি দিতে হইবে।

১২। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সরঞ্জামী খরচ স্কুলবোর্ডকে প্রদান করিতে হইবে।

১৩। স্থান নির্ব্বাচন সমিতি কর্ত্তৃক যে সকল নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা পরিচালনা করার আদেশ দেওয়া হউক।

১৪। **শিক্ষা ও কৃষির পরিবর্ত্তে প্রত্যেক স্কুলকে শিক্ষক পত্রিকার গ্রাহক হইতে হইবে।**

১৫। সকল বিদ্যালয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত বুনিয়াদী সিলেবাস পরিবর্ত্তন করা হউক।

১৬। শিক্ষণ শিক্ষা-কালে পূর্ব্বপদের সম্পূর্ণ বেতন এবং মাসিক ৩০৲ ত্রিশ টাকা ভাতা দেওয়া হউক।

সভার প্রারম্ভে শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী মহাশয়কে শালবনী থানার শিক্ষকবৃন্দের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

ঘাটাল প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

গত ২৮শে নভেম্বর সিংহভাজন উঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌরহিত্যে জেলা সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মাঝি মহাশয়ের আতিথ্যে ঘাটাল থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভায় থানা সম্পাদক শ্রীরবিচরণ মাইতি মহাশয় সম্পাদকীয় ভাষণ দেন। বর্ত্তমান স্কুল বোর্ডের শিক্ষক ছাঁটাই, স্কুল ছাঁটাই, ৪র্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন, শিক্ষকগণকে বেতন দিতে অযথা বিলম্ব ইত্যাদি দুর্নীতি সম্পর্কে যতীন্দ্র বেরা, সতীশ মাজি, সুধীর পান, কালিপদ বাইরী, গোকুল ঘোষ, সাধন জানা ইত্যাদি শিক্ষক নেতাগণ ওজস্বিনী ভাষায় প্রতিবাদ করিয়া শীঘ্র প্রতিকার করার দাবী জানান। অতঃপর সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্ন লিখিত প্রধান প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

১। এই থানার যে সমস্ত স্কুল স্কুল বোর্ড কর্ত্তৃক মঞ্জুরী পায় নাই তাহাদের মঞ্জুরী দিয়া কার্য্যরত শিক্ষকগণের অবিলম্বে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক।

২। এই থানার সেকেণ্ডারী স্কুল সংগগ্ন যে সকল প্রাথমিক স্কুলকে বোর্ড কিম্বা ডি, আই, মহাশয়ের আদেশে পৃথক করিয়া মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে তাহাদের পূর্ণ মাত্রায় সাহায্য বা বেতন দেওয়া হউক।

৩। এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত স্কুলের শিক্ষকগণ ছাঁটাই হইয়া আছেন তাঁহাদের পুনর্বাহাল করা হউক।

৪। সরকার কর্ত্তৃক ঘোষিত বেতনের মধ্যে যে ৫৲ টাকা করিয়া প্রতি শিক্ষকের বেতন বাদ পড়িতেছে তাহা অবিলম্বে প্রতি শিক্ষককে দেওয়া হউক।

৫। "গ" শ্রেণীর শিক্ষকগণের ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের স্থায়ী করা হউক।

৬। যে সমস্ত স্কুলের বিশেষ কারণে বিল বন্ধ আছে তাহাদের বিল মঞ্জুর করা হউক।

নদীয়া জনশিক্ষার কর্ম্মী সম্মেলন

গত ২৪।৯।৫৩ তারিখে বঙ্গবাণী বালিকা বিদ্যালয় (নবদ্বীপ) প্রাঙ্গণে নদীয়া জেলা জন শিক্ষক কর্মী সংসদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলার বয়স্ক শিক্ষার বিভাগীয় অফিসার শ্রীলাল মোহন ভৌমিক। জেলা সংসদের স্থায়ী সম্পাদক শ্রীঅধীর কুমার বিশ্বাস সভায় কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় শ্রীগোবিন্দ লাল গোস্বামী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ বক্তৃতা করিবার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

সভায় কয়েকটি প্রস্তাব সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। বয়স্ক শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে ইউনিয়নের ভিত্তিতে পরিচালিত এবং শিক্ষণ কাল তিন মাসের পরিবর্ত্তে ছয় মাস করা হউক।

২। প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য নিজস্ব গৃহ, একটি আলমারী এবং বিনা মূল্যে সরকারী প্রচার বিভাগের পত্রিকা এবং পুস্তিকাগুলির সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

৩। কর্মিগণের ভাতা মাসিক ১০৲ টাকা স্থলে ২৫৲ টাকা করিবার অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৪। প্রতি কেন্দ্রে ২ জন করিয়া শিক্ষক এবং মাসের প্রথম সপ্তাহে বেতন দেওয়ার জন্য সম্মেলন সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে আন্তরিক অনুরোধ করেন।

৫। রাজ্য সরকার সমাজ শিক্ষার উন্নতি বিধানার্থে যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তাহাদিগকে কার্যকরী করার জন্য প্রত্যেক জন-শিক্ষককে অনুরোধ জানান হয়।

সভার অভিযোগ (চিঠি-পত্র)

মেদিনীপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষা

(১) গত বৎসরাধিক কাল ধরিয়া মেদিনীপুর জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংযুক্ত-করণ, স্থান পরিবর্ত্তন, বিকল্প ও 'মেন-ফিডার' ইত্যাদি নানা অজুহাতে কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ের সঙ্কোচের বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, জনপ্রতিনিধিগণ ও জনসাধারণ নানাভাবে আন্দোলন করিয়া আসিতেছিলেন। পরে ১৮।৮।৫২ তারিখে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে মেদিনীপুর জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্কোচ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগের আশ্বাস দিয়াছিলেন। তদনুযায়ী গত মে মাসে অনুসন্ধান কার্য্যও যথারীতি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালয়গুলিকে এখনও স্থায়ীভাবে বিল পাইবার অধিকারী বলিয়া বোর্ড স্বীকার করেন নাই। গত মার্চ্চ মাস হইতে সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষকগণের যে বেতন প্রাপ্য আছে তাহা হইতে বর্ত্তমানে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকমহাশয়গণ বঞ্চিত হইতেছেন বলিয়া প্রকাশ। সাধারণভাবে শিক্ষকগণের বেতন পাঁচ মাসের অধিক কাল বাকী আছে; ইহার উপর যদি বিদ্যালয়গুলির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা না পাওয়া যায়, তবে প্রাথমিক শিক্ষকগণের তথা শিক্ষার উপর চরম অবিচার করা হইতেছে—ইহা বলা কি অন্যায় ও অসঙ্গত হইবে ?

(২) গত ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল, মে ও জুন মাসের আংশিক বেতন আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

(৩) মৃত শিক্ষকমহাশয়গণের উত্তরাধিকারিগণ যথা সময়ে তাঁহাদের প্রাপ্য টাকা পাইতেছেন না।

(৪) পুরাতন শিক্ষকমহাশয়গণও এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে যোগদান করিলে নিয়োগ-অনুমোদনের অজুহাতে বেতন পাইতে বহু বিলম্ব ঘটিতেছে। এ সকল অভিযোগের কি প্রতিকার হইবে না।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র নায়ক, সম্পাদক

কোচবিহারের শিক্ষকের অভিযোগ

আমি ১৯৫১ সালের ২রা জানুয়ারী কুচবিহার জেলার এলাকার ভুডুমারী এডেড্ প্রাইমারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত এডেড্ প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বেতন ২০৲ টাকা এবং ডি-এ, ডি-জি ও খাসমহাল গ্রাণ্ট পাইয়া থাকেন। কিন্তু আমি কেবলমাত্র ১০৲ টাকা বেতন ও খাসমহাল গ্রাণ্ট পাই। ইহাতে আমার পরিবার পোষণ করা দূরে থাকুক, নিজের পেটেও ভাত দিতে পারি না। কয়েকখানি দরখাস্ত S. I. মহাশয়ের নিকট লিখিয়াও কোন উত্তর পাই নাই। দয়া করিয়া এই গরীব শিক্ষককে যদি অনাহারের হাত হইতে আপনি উদ্ধার করেন তবে মৃতদেহে জীবন পাই।

শ্রীচন্দ্রেশ্বর বর্ম্মণ

প্রাথমিক শিক্ষকদের দুঃখ

দুর্ভাগা প্রাথমিক শিক্ষককুল স্বল্প বেতনে কাজ করিয়াও নিয়মিত সময়ে বেতনটি পাইলে কিছুটা স্বস্তি পাইতেন। কিন্তু কখনও মাসের প্রথমার্দ্ধে আবার কখনও বা মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বেতন পাওয়ায় দৈনন্দিন জীবনে তাঁহাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। অধিকাংশ শিক্ষকই (বিশেষ করিয়া উদ্বাস্তু) প্রায় সকল সময়ই দেনার জালে জড়িত থাকেন। পাওনাদারদের তাগিদে প্রতি মাসেই তাঁহাদের অসহ্য দুঃখ লজ্জা ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়।

যাহাদের উপর জাতীয় জীবনের ভিত্তি গড়িবার ভার তাহাদের সর্বদা দুঃখ পাইতে হইলে দেশের ভবিষ্যৎ কি উজ্জ্বল হইবে ?

শ্রীসত্যরঞ্জন কুণ্ডু,

পোষ্টাফিসের কর্মরত শিক্ষক

পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ গ্রাম্য ব্যাঙ্ক পোষ্ট অফিসের কার্য্য প্রাথমিক শিক্ষকগণই করিয়া থাকেন এবং ইহার জন্য মাত্র ১০৲ টাকা করিয়া তাঁহারা ভাতা পান। পোষ্ট্যাল ডিপার্টমেণ্ট হইতে ১০৲ টাকা ভাতা পান বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বর্দ্ধিত ১০৲ টাকা বেতন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ইহা কি শিক্ষকগণের প্রতি ঘোরতর অবিচার নহে ?

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

পাক্ষিক পঞ্জী

২৪শে আগষ্ট—অদ্য লোকসভায় উত্তরাধিকার কর ধার্যের হার নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। এই বিলে মিতাক্ষরা আইনের অধীন যৌথ পরিবারের সম্পত্তির ক্ষেত্রে ৫০ হাজার এবং দায়ভাগ আইনের অধীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে ৭৫ হাজার টাকা আয় পর্যন্ত এই কর হইতে অব্যাহতি পাইবে।

২৮শে আগষ্ট—মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট আজ প্রকাশিত হইয়াছে।

৭ই সেপ্টেম্বর—টেক্সটাইল কমিশনারের এক নির্দেশবলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হইতে বাহিরে ধুতি প্রেরণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

৮ই সেপ্টেম্বর—কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ অদ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নেতা শ্রীঅনন্ত সিং এবং একজন নারীসহ আরও ছয়জনকে কয়েকটি ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

১০ই সেপ্টেম্বর—অ-হিন্দু যৌথ পরিবারের (মিতাক্ষরা আইন বহির্ভূত) সম্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার কর হইতে ৭৫ হাজার টাকার পরিবর্তে ১ লক্ষ টাকার সম্পত্তিতে অব্যাহতি পাইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

১২ই সেপ্টেম্বর—অদ্য রাজ্যপরিষদে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আনীত অন্ধ্র বিলটি গৃহীত হয়।

১০ই সেপ্টেম্বর—হুলভানাবাদে সৈন্যাবাবে আটক ইরাণের পদচ্যুত প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদেক গতকল্য সন্ধ্যা হইতে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর—অদ্য লোকসভায় তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে উত্তরাধিকার কর বিল গৃহীত হইয়াছে।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থলে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ভাইস চ্যান্সেলারের (উপাচার্য্য) পদে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৬ই সেপ্টেম্বর—কলিকাতার নাগরিকদের রেশন পূর্ব যুগের ন্যায় ইচ্ছামত দোকান হইতে চাউল কিনিবার সুবিধা দানের জন্য কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ২০০ চাউলের দোকান খোলা হইয়াছে।

১৮ই সেপ্টেম্বর—অদ্য লোকসভায় শ্রী এন সি চ্যাটার্জি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ কাটজু তাহা অগ্রাহ্য করেন।

২১শে সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ পিলানিতে কেন্দ্রীয় ইলেকট্রোনিক ইঞ্জিনীয়ারিং গবেষণাগারের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। ইহা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় গবেষণাগার।

২২শে সেপ্টেম্বর—আজ রাজ্য পরিষদে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে উত্তরাধিকার কর বিল অনুমোদিত হইয়াছে।

২৩শে সেপ্টেম্বর—ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের রাজপ্রমুখ ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর—অন্ধ্র নেতা শ্রী টি প্রকাশম অন্ধ্র বিধান সভার কংগ্রেস দলের সহযোগী সদস্য হিসাবে পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর—বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ অদ্য দেওঘরে বৈদ্যনাথ মন্দিরের দ্বার হরিজনদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত করিয়া দেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর—মুখ্যমন্ত্রী ডঃ রায় এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, রেশন দোকানে গম এবং গমজাত দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকিবে না এবং ভবিষ্যতে রেশনের দোকানে কেবল মাত্র সাত আনা সের মূল্যের চাউলই বিক্রয় করা হইবে।

৩০শে সেপ্টেম্বর—শ্রমিক কর্মচারী ছাটাইয়ের প্রতিবাদে ও পূজা বোনাসের দাবীতে অদ্য কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে হরতাল প্রতিপালিত হয়। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলির যুক্ত উদ্যোগে এই দিন সাধারণ হরতালের আহ্বান জানান হইয়াছিল।

১লা অক্টোবর—কুর্ণুলে এক বিরাট জনসভায় প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহরু ভারতের প্রধান ভাষাভিত্তিক রাজ্য 'অন্ধ্র রাজ্যের' উদ্বোধন করেন।

শিক্ষা সংবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশন

ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে এককালীন বাৎসরিক সাহায্য সম্পর্কে একটি কমিশন গঠন করিবার প্রস্তাব অন্যতম।

ভারত সরকার তদনুসারে সাময়িকভাবে একজন সভাপতি, তিন জন বেসরকারী (বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার) সদস্য এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি লইয়া উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশন গঠন করিয়াছেন। ঐ কমিশনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন :— (১) ডাঃ এস, এস, ভাটনগর (সভাপতি) (২) ডাঃ এ, এল, মুদালিয়ার (বেসরকারী সদস্য) (৩) আচার্য নরেন্দ্র দেব (বেসরকারী সদস্য) (৪) শ্রী এন, জে, ওয়াদিয়া (বেসরকারী সদস্য) (৫) শ্রী কে, জি, সইদউদ্দিন (কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়) (৬) শ্রী কে, আর, কে, মেনন (কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়)।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষৎ

গত ৯ই নভেম্বর নয়া দিল্লীর সংসদ ভবনের সেণ্টাল হলে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষতের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পর্ষতের ২০শ বার্ষিক সভার উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী, লোক সভা, রাজ্য পরিষদ নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা পরিষদ, ভারতীয় কৃষি বিদ্যা পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ভারত সরকার মনোনীত কয়েকজন শিক্ষাব্রতী সমবায়ে আলোচ্য পর্ষৎটি গঠিত। পর্ষতের সভায় পাঁচশালা পরিকল্পনাভুক্ত শিক্ষাসূচী এবং এই জাতীয় বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণের সূচীর কার্য বিবরণী, শ্রবণ-দর্শন-শিক্ষা পদ্ধতি, কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থা, বিকলাঙ্গ ও অনগ্রজ ব্যক্তিবর্গের শিক্ষাবিধি, পাকিস্তানাগত ছাত্র ও শিক্ষকদের পুনর্বাসন প্রচেষ্টা, বিদেশীয় বৃত্তি এবং তপশীলি সম্প্রদায় ও অন্যান্য অনগ্রসর জাতিগণের জন্য সংরক্ষিত বৃত্তির বিলি-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের বিবিধ বিবরণী পেশ করা হয়। হিন্দী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়ন ও এই ভাষার প্রসার কার্য, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কমিটির অভিমত এবং বুনিয়াদী শিক্ষার ক্রম প্রসার সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণীও সভায় আলোচিত হইয়াছিল।

পাবলিক স্কুলে ভারত সরকারের বৃত্তি

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৫৪ সালের জন্য সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে ভারত সরকার বিভিন্ন পাবলিক স্কুলে কিছু সংখ্যক বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তদনুসারে পাবলিক স্কুল সম্মেলনের যাবতীয় সদস্য-স্কুলসমূহের যোগ্য ও উপযুক্ত ছাত্রদের জন্য এই খাতে বিনা বেতন ও আধা-বেতনে পড়িবার সুবিধাসহ মোট প্রায় ১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে।

বৃটিশ কাউন্সিলের ১৯৫৪—৫৫ সনের বৃত্তি

ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা মন্ত্রালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ট্রেনিং কলেজ ও হাইস্কুলের ইংরেজীর অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগকে যুক্তরাজ্যে উচ্চ শিক্ষা বা গবেষণার জন্য বৃটিশ কাউন্সিল ১৯৫৪-৫৫ সনে ছয়টি বৃত্তি প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। বৃত্তিগুলি ১৯৫৪ সনের অক্টোবর মাস হইতে এক বৎসরকাল স্থায়ী হইবে। বৃত্তিধারীদিগকে যুক্তরাজ্যে যাতায়াতের ব্যয়, শিক্ষার বেতন, থাকা-খাওয়ার খরচ, বই ও যন্ত্রপাতির জন্য বাৎসরিক ১০ পাউণ্ড এবং বিলাতে অনুমোদিত ভ্রমণের রাহা-খরচ দেওয়া হইবে।

শিক্ষাব্রতীদের বিদেশ ভ্রমণ

ভারত সরকার ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের মিলিত উদ্যোগে ট্রেনিং কলেজ ও মাধ্যমিক শিক্ষালয়সমূহের সমস্যা পর্যবেক্ষণে রত একদল ভারতীয় ও বিদেশী শিক্ষাব্রতী ২৪শে অক্টোবর সুইজারল্যাণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। ঐ শিক্ষাব্রতী দল ভারতের প্রধান প্রধান ট্রেনিং কলেজ ও মাধ্যমিক শিক্ষালয় পরিদর্শন এবং কলেজের অধ্যক্ষ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণের পর তাঁহারা ডেনমার্ক ও বৃটেন সফর করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা করিবেন। এই শিক্ষাব্রতী দল ফিরিয়া আসিয়া পাঠক্রম ও শিক্ষা দান প্রণালীর সংশোধন সম্পর্কে সুপারিশ করিবেন।

লণ্ডনে কালিঘাটের পটচিত্র প্রদর্শনী

লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া এবং য়্যালবার্ট মিউজিয়ামে কালিঘাটের কতগুলি উল্লেখযোগ্য পটচিত্র প্রদর্শিত হইতেছে। এই প্রদর্শনী আগামী বৎসরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। ইহার অধিকাংশ চিত্রই মিউজিয়ামের নিজস্ব সংগ্রহ হইতে নির্বাচিত। মিউজিয়ামের এই চিত্র সংগ্রহ সুরু হয় ১৯১৯ সালে। এই সময় রাডিয়ার্ড কিপলিং মিউজিয়ামকে কতকগুলি জল-রংএ আঁকা কালিঘাটের পটচিত্র উপহার প্রদান করেন। কিপলিং প্রদত্ত অনেকগুলি চিত্রই প্রদর্শনীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সকল চিত্রের শিল্পীদের বিষয়বস্তু ছিল অতি ব্যাপক। জীব, জন্তু, হইতে আরম্ভ করিয়া দেবদেবী পর্যন্ত নানা বিষয়ে তাঁহারা চিত্র অংকন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এই সকল চিত্র প্রধানত কালিঘাট মন্দিরের পুণ্যার্থীদের নিকট বিক্রয় করিতেন। কিন্তু উচ্চাঙ্গের শিল্পের, বিশেষতঃ অজন্তার প্রাচীর চিত্রের ক্রমবিবর্তন ইহাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ইহা ছাড়া ইহাদের একটি প্রধান কথা এই যে ইহারা কয়েকজন আধুনিক ভারতীয় শিল্পীকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

ভারতের শিক্ষার ভবিষ্যৎ

গত ২০শে নভেম্বর আকাশ বাণীর দিল্লী কেন্দ্র হইতে এক বেতার ভাষণ প্রসঙ্গে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ভি, কে, এন মেনন এই মন্তব্য করেন যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার জাতীয়করণ এবং উহার সংগে জ্ঞান-প্রসার, সংস্কৃতির উন্নতি এবং গণতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতার আদর্শসমূহ সম্পর্কিত করা প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন দেশে বুনিয়াদি শিক্ষাকে সার্বজনীন, মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিস্তৃততর এবং তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রভৃতির সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতি বিধান করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন সকলের জন্য সাধারণ শিক্ষার প্রবর্ত্তন, প্রকৃত গবেষণা কার্য্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করণ এবং তরুণ অধ্যাপকগণকে গবেষণা কার্য্যে আত্মনিয়োগের প্রচুর অবসর প্রদানের ব্যবস্থা করাও আবশ্যক।

শিক্ষিত বেকারসমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা

দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে তাহা কার্য্যকরী করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে ১৬ হাজারেরও অধিক গ্রাম্য শিক্ষক ও ৬৭০ জন সমাজ শিক্ষা কর্ম্মী ১১টি রাজ্যে নিয়োগ করা হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিকল্পনায় তিন বৎসর সাহায্য করিবেন। তাঁহারা প্রথম বৎসরে শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৭৫ ভাগ, দ্বিতীয় বৎসরে শতকরা ৫০ ভাগ ও তৃতীয় বৎসরে শতকরা ২৫ ভাগ বহন করিবেন। বাকীটা রাজ্য সরকারকে দিতে হইবে। তিন বৎসর পরে রাজ্য সরকারদিগকেই নিজেদের টাকা ব্যয় করিয়া এই স্কুল সমূহ পরিচালনা করিতে হইবে। নূতন সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষকদের পারিশ্রমিকের শতকরা ৫০ ভাগ এবং একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্য্যন্ত আসবাবাদির ব্যয় ভার বহন করিবেন। এই ব্যবস্থা ১৯৫৬ সালের মার্চ পর্য্যন্ত চলিবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণদের বাধ্যতামূলক শিক্ষকতা

গত ৬ই নবেম্বর সোমবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের অধিবেশনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের দ্বারা পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বাধ্যতামূলক শিক্ষকতার ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কিত তিনটি প্রধান প্রস্তাব লইয়া আলোচনা হয়। প্রস্তাব করা হয় যে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশের পর যাহারা সরকারী চাকুরীর সন্ধান করিবে তাহাদের পল্লী অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এক বৎসরের জন্য মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষকতা করিতে হইবে। এক বৎসর পরে তাহারা শিক্ষকতা ছাড়িয়া অন্য চাকুরীর সন্ধান করিতে অথবা শিক্ষকের স্থায়ী চাকুরীর শূন্যপদে নিযুক্ত হইতে পারিবে। অন্য যাহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যোগদান করিবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালের মধ্যে এবং ডিগ্রি লাভের পূর্বে এক বৎসরের জন্য তাহাদের শিক্ষকতা করিতে হইবে। অনেকে মনে করেন এই ব্যবস্থায় ১৯৬০ সালের মধ্যে সংবিধান অনুযায়ী ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলে-মেয়েদের বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর হইবে।

স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষায় বাধ্যতামূলক বিষয়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ জানাইয়াছেন যে, ১৯৫১ সাল হইতে স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষায় সাতটি বিষয় বাধ্যতামূলক হইবে এবং একটি বিষয় বাছিয়া লওয়া চলিবে, দুইটির অধিক গ্রহণ চলিবে না। দুইটির একটিকে অতিরিক্ত বিষয় বলিয়া মনে করা হইবে। সাতটি বাধ্যতামূলক বিষয়—ইংরাজী (১৫০ নম্বর), বাংলা (১৫০), অঙ্ক (১০০), ভারতীয় ইতিহাস ও ভারত শাসন-ব্যবস্থা (১০০), ভূগোল (৫০), সাধারণ বিজ্ঞান (৫০) এবং প্রাচীন ভাষা অথবা বিকল্প বিষয় (১০০ নম্বর)। পর্ষৎ আরও জানাইয়াছেন যে, ১৯৫১ সাল হইতে সংস্কৃত এবং হিন্দী পরীক্ষায় দেবনাগরী অক্ষরে প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে হইবে।

স্কুল-ফাইনালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী বৃদ্ধি

গত ১৯৫৩ সালের স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা প্রাইভেটে দিবার জন্য ১৪০০০ ছাত্রছাত্রী পর্ষদের অনুমতি চাহিয়া দরখাস্ত করিয়াছিল, এবার সে ক্ষেত্রে প্রায় ১৭০০০ ছাত্রছাত্রী ১৯৫৪ সালের স্কুল-ফাইনালে প্রাইভেট পরীক্ষার অনুমতির জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। গতবার ঐ ১৪ হাজারের মধ্যে প্রায় ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী টেষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা দেয়; তন্মধ্যে ১০০০০ উত্তীর্ণ হয়। পর্ষৎ কর্তৃপক্ষের মতে আগামী স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষায় ৬০ হাজারের অধিক পরীক্ষার্থী হইতে পারে, গতবার ঐ সংখ্যা ছিল ৫২ হাজারের মতো।

আসামের প্রাথমিক শিক্ষা

ধুবড়ী মহকুমায় বাংলা ও অসমীয়া ভাষায় শিক্ষাদানকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া নিম্নরূপ পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে :—১৯৪৭-৪৮ সালে ধুবড়ী মহকুমায় বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১২৫০টি; এই সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ১৯৫০-৫১ সালে মাত্র ৩টি হইয়াছে। অপর পক্ষে অসমীয়া ভাষায় শিক্ষাদানকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯৪৭-৪৮ সালের ৩৪৮টি হইতে বৃদ্ধি হইয়া ১৯৫০-৫১ সালে ৮৩৩টি হইয়াছে।

বিহারে পাবলিক স্কুল

১৯৫৪ সালের শেষ ভাগে ছোটনাগপুর মালভূমির সর্বোচ্চ স্থান নেতার হাটে বিহার সরকারের উদ্যোগে বৃটেনের পাবলিক স্কুলের অনুকরণে রাজ্যের প্রথম সরকারী বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। বৃটেন বা ভারত হইতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হইবে। মাদ্রাজের রিসি উপত্যকা বিদ্যালয়ের মিঃ এফ জিনিয়ার্স এই পরিকল্পনা রচনা করেন।

অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা

১৯৫৩-৫৪ সালে ভারত সরকার তপশীলী জাতি, তপশীলী খণ্ড জাতি ও অন্যান্য প্রবেশিকা উত্তীর্ণ অনগ্রসর শ্রেণীর ছাত্রের জন্য ১০ হাজার ছাত্রবৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন। এই সব বৃত্তির মধ্যে ৩,৭০০টি বৃত্তি পুনরায় নূতন করিয়া দেওয়া হইবে। এই খাতে আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু মূক, বধির ও অন্ধ ছাত্রদের জন্য ভারত সরকার ২০টি মাসিক বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন।

ছাত্র-শিক্ষা নিকেতন

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

১৭৩-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত

২২ টি, বি, ২৯।১১।৫০

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ভাল পাঠ্যপুস্তক

১। খোকার-দেশে (শিশু শ্রেণী)
—শ্রীকমল রায় চৌধুরী এম-এ　।/০

২। ছাত্র-ধারাপাত—ছাত্র শিক্ষা নিকেতন　।০

৩। পড়ার-সাথী (প্রথম শ্রেণী)
—শ্রীমোহিনী মোহন রায় বি-এ　॥৵০

৪। শিশু-মানসী (দ্বিতীয় শ্রেণী)
—শ্রীমোহিনী মোহন রায় বি-এ　৸০

৫। বেলুনওয়ালা (২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী)
—শ্রীকমল রায় চৌধুরী এম-এ　৸০

৬। ভারতের স্বদেশী গান (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী)
—শ্রীকমল রায় চৌধুরী এম-এ　৸০

গ্রন্থ-সমালোচনা

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি পাতা—অধ্যাপক বিভূরঞ্জন গুহ ও অধ্যাপিকা শান্তি দত্ত প্রণীত। প্রকাশক কলেজ হোম, ৫৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৮৲।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান যুগে সর্ব্ববাদীসম্মত। অথচ আমাদের দেশের শিক্ষানুরাগীদের ত কথাই নাই, শিক্ষাব্রতীদের মধ্যেও ইহার আলোচনা বা এ বিষয়ে জ্ঞানের একান্ত অভাব। সেই অভাব গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যাঁহারা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রণেতাগণের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হইবে—এই বৃহৎ বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থখানি পড়িয়া ইহাই আমাদের ধারণা হইল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সমজদার পাঠক মাত্রই এই মত সমর্থন করিবেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানবমনের বিভিন্ন বৃত্তি, মানবচরিত্রের বিভিন্ন কর্ম্মপ্রেরণা এবং কর্ম্মশক্তির আলোচনা এবং বিশেষজ্ঞগণের অভিমতের সমালোচনা ও বিচারই গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য নহে। মনোজ্ঞ ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিয়া গ্রন্থকার তাঁহাদের বক্তব্য বিষয়গুলি পরিস্ফুট করিয়াছেন। শিক্ষকে ইতিপূর্ব্বে এই গ্রন্থ হইতে 'সহজাত সংস্কার', 'বুদ্ধির মাপ' প্রভৃতি কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়া শিক্ষাবিদ্ মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। গ্রন্থকার দুইজনই বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। তাঁহারা এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া শুধু ছাত্র ও শিক্ষকদের নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যেরও বিশেষ কল্যাণ করিয়াছেন।

নূতন পৃথিবী (উপন্যাস)—শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—শিক্ষক পাবলিশিং হাউস। প্রাপ্তিস্থান—বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০

'নূতন পৃথিবী' একটি নূতন ধরণের উপন্যাস। একটি নূতন ভাবাদর্শকে সাহিত্যরসে নিপুণভাবে আরিত করিয়া গ্রন্থকার সাহিত্যরসিকদের পরিবেশন করিয়াছেন। গীতার সার যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সেটিকে লেখক আদ্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বিশ্লেষণ করিয়া সাহিত্যের ধর্ম্মে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন। চরিত্রগুলি সকলই জীবন্ত, একটি বিশিষ্ট আদর্শকে পরিস্ফুট করিবার জন্য তাহারা কলের পুতুল হইয়া যায় নাই। তবে পূর্ব্বার্দ্ধের তুলনায় গ্রন্থখানির পরার্ধ আরও পরিপুষ্ট হইলে, এমন কি কলেবর বর্দ্ধমান সংস্করণের বর্তিনগুণ হইলেই গল্পাংশটি স্থায়ী ভাবরসে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইত। গ্রন্থে প্রদত্ত অধিকাংশ অনুবাদই কাব্যধর্ম্মে সমুজ্জ্বল—এমন কি গায়ত্রী মন্ত্রের অনুবাদ পর্য্যন্ত।

বাংলা বর্ষলিপি (১৩৬০)—শ্রীশিশির কুমার আচার্য্য সম্পাদিত। প্রকাশক—সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা। মূল্য ২৷৷০

শিশির কুমারের 'বাংলা বর্ষলিপির' পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া 'বর্ষলিপি' বাংলার রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, শিক্ষা, কৃষ্টি, ভৌগলিক বিবরণ এবং বাংলার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থিত সমগ্র ভারতের ও আন্তর্জাতিক প্রধান প্রধান ঘটনাবলি—বাংলার পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আসিতেছে। প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালী পরিবারে, প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থখানি সমাদৃত হইবার যোগ্য।

West Bengal Independence Anniversary 1952—Published by The Director of Publicity, Government of West Bengal.

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় প্রচার বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পশ্চিম বাঙ্গালা সরকারের এই বার্ষিক কার্য্য বিবরণী প্রচুর তথ্যবহুল অথচ অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কৃষকের ছবিটি এবং বিশেষ করিয়া তাহার পরিচিতি-বিবৃতি—ইহাকে আরও মনোজ্ঞ করিয়াছে। কিন্তু শুধু এই একটি ছবি নহে, অসংখ্য অনুরূপ মনোরম চিত্রে গ্রন্থখানি সুশোভিত। প্রচার অধিকর্ত্তা মাথুর সাহেবের ক্ষুদ্রকে বৃহৎ, তুচ্ছকে মহৎ করিয়া প্রচার করিবার শক্তি অসাধারণ: আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিগত বৎসরের কার্য্যাবলীও উল্লেখযোগ্য। সুতরাং স্বভাবতঃই এই কার্য্য বিবরণীটি সরকারকে জনপ্রিয় করিবার পক্ষে সহায়ক হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে রেশম-শিল্পের কাজ

মালদহের সুজাপুর গ্রামে রেশমগুটি শুকানোর দৃশ্য

অগ্নি প্রতিষেধক পরিচ্ছদ

বড় বড় কারখানায় প্রচলিত অগ্নিকুণ্ডের নিকট অথবা গলিত ধাতু লইয়া যাহাদের কাজ করিতে হয় তীব্র উত্তপ্ত হইতে তাহাদের দেহ রক্ষার জন্য একপ্রকার পোষাক বাহির হইয়াছে। এই পোষাকের কাপড় আগুনে পুড়ে না বা ঝলসায় না। ইহা পরিয়া, ১ ঘণ্টা ধরিয়া কাজ করিয়াও কাহারও দেহের উত্তাপ ১ ডিগ্রির বেশী বৃদ্ধি পায় না।

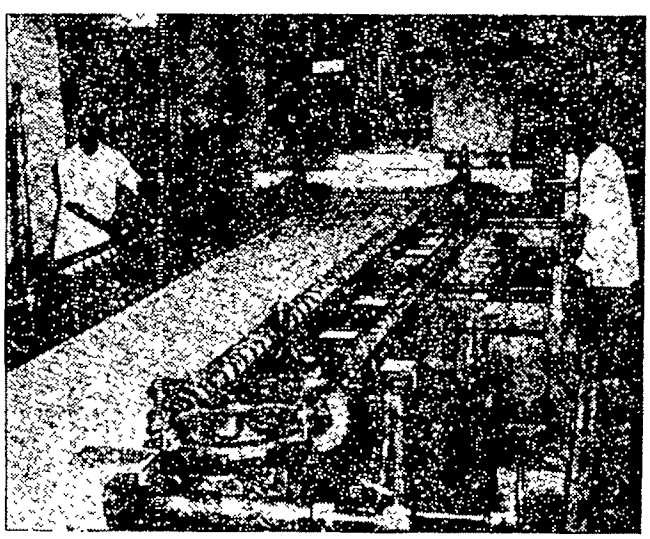

রেশম কাপড়ের উপর মনোমুগ্ধকারী ছাপার কাজ হচ্ছে

বিশেষ কমিশনের কথা লক্ষ্য করুন।

শিক্ষক পাবলিশিং হাউস

৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯

স্থাপয়িতা—অধ্যাপক শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরীএম-এ, বি-এল।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের শিক্ষক সদস্য, 'শিক্ষক' পত্রিকার সম্পাদক ও
পশ্চিমবঙ্গ প্রাঃ শিঃ সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি।

শাখা—**১৮।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।**

(বিদ্যাসাগর কলেজের পূর্ব্বদিকে)

শিক্ষক পাবলিশিং হাউসের কয়েকখানি সেরা বইয়ের **তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।** শিক্ষক বন্ধুগণের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির কথা বিবেচনা করিয়া আমরা স্থির করিয়াছি এ বৎসর হইতে আমরা শিক্ষকমহাশয়গণকে **সর্ব্বোচ্চ হারে কমিশন দিব। আমাদের হেড অফিস অথবা শাখা হইতে সরাসরি পুস্তক লইলে তাঁহারা ২৫৲ এমন কি শতকরা ৫০৲ পর্য্যন্ত কমিশন পাইতে পারিবেন।** ইহা ছাড়া আমাদের প্রকাশিত পুস্তক পাঠ্য করিলে **বিনামূল্যে শিক্ষক পত্রিকাও তাঁহারা পাইবেন।**
(অন্যত্র এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেখুন।)

আশা করি শিক্ষক মহাশয়গণ এই সুবর্ণ সুযোগের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিবেন এবং অবিলম্বে নিজ নিজ অর্ডার পাঠাইয়া দিবেন।

বিঃদ্রঃ—এ বৎসর অতিরিক্ত ডাক-খরচার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতীত নমুনা পাঠানো সম্ভব হইবে না। আশা করি বইগুলি পুরাতন এবং তাহাদের উৎকর্ষ সর্ব্বজন বিদিত বলিয়া ইহাতে কাহারও অসুবিধা হইবে না। তবে **প্রত্যেক অর্ডারের সঙ্গে নমুনা পুস্তক ও ক্যালেণ্ডার পাইবেন।**

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা

নিম্ন বুনিয়াদী ও সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য

প্রথম শ্রেণী

ছবি ও পড়া—শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী প্রণীত ৮০খানি চিত্রে সুসজ্জিত, রঙীন কালিতে মুদ্রিত, ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত প্রচ্ছদপটে সুশোভিত, **টেক্সট বুক কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত।** বাংলার শিশুসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মূল্য ৸০।

দ্বিতীয় শ্রেণী

সচিত্র শিক্ষা-সোপান—শিক্ষকের সহ-সম্পাদক ডাঃ শ্রীসুনীল রায় চৌধুরী এম.এ., পি, এইচ, ডি। মূল্য ৸০।

টেক্সট বুক কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত। বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত, অসংখ্য চিত্রে শোভিত, ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত অনুপম প্রচ্ছদপটে আবৃত, শিশু সাহিত্যে অতুলনীয়। **ঐ অর্থ পুস্তক**—মূল্য ৷৵০।

সচিত্র শিক্ষা-মঞ্জরী—শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী।

'ছবি ও পড়ার' মতই অনিন্দ্যসুন্দর। ২৬ খানি চিত্রে সুশোভিত। **টেক্সট বুক কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত।** মূল্য ৸০ আনা মাত্র। **ঐ অর্থ পুস্তক** মূল্য ৷৵০।

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

তৃতীয় শ্রেণী

পুরাতন ভারত—অধ্যাপক শ্রীসুনীল কুমার বসু, এম, এ।

নূতন সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত তৃতীয় শ্রেণীর ইতিহাসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য পুস্তক। মূল্য ৸৹ মাত্র।

আমাদের পরিবেশ—শ্রীসুকুমার ঘোষ এম, এস, সি।

তৃতীয় শ্রেণীর ভূগোল ও বিজ্ঞানের দুরূহ শিক্ষণীয় বিষয়গুলি গল্পের মত সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে লিখিত। চিত্রে শোভিত। মূল্য ১৲ মাত্র।

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ও সামাজিক শিক্ষা—অধ্যাপক শ্রীনির্মল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ।

স্বাস্থ্য ও সামাজিক শিক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে তৃতীয় শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য মাত্র ১৲।

চতুর্থ শ্রেণী

পৃথিবী ও প্রকৃতি—অধ্যাপক শ্রীদেবকুমার মিত্র।

৪র্থ শ্রেণীর ভূগোল ও বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পাঠ্য পুস্তক। **টেক্সট বুক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত।** ৯১ খানি সুসজ্জিত, রঙীন ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত প্রচ্ছদপটে শোভিত। মূল্য ১।৹।

ভারত পরিচয়—শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী।

৪র্থ শ্রেণীর ইতিহাস। অসংখ্য চিত্র সমন্বিত গল্পের মত চিত্তাকর্ষক এই ইতিহাসের গ্রন্থ অতুলনীয় বলিলে কম হয় না। মূল্য ১৲।

নাগরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষা—অধ্যাপক সুনীল কুমার বসু। ৪র্থ শ্রেণীর দুরূহ নাগরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিদ্যা অতি শিশুদের জন্য সহজ ও সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১।৹।

শিক্ষক পাবলিশিং হাউসের দুইখানি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেরা বই

Class VI

An Easy Grammar for the Beginners

By—Prof. Sunil Kumar Basu M.A.
Asst. Editor A. B. Patrika.

An Ideal English Translation & Composition—

By—Sri Benu Ganguli M.A. & Mrs Anita Basu B.A.

Both the books are approved by T. B. Committee. (Vide Notification 23 T. B. 1.12.50)
Highly spoken of.

৬১, বাগবাজার প্লেস, কলিকাতা—১৯।

বিনামূল্যে শিক্ষক পত্রিকা

শিক্ষক বন্ধুগণের সুবর্ণ সুযোগ

অর্থাভাবে বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে তাঁহাদের নিজস্ব এই পত্রিকা লইতে পারেন না। নিম্নের নিয়মানুযায়ী তাঁহারা বিনামূল্যে 'শিক্ষক' পত্রিকা পাইবেন :—

১। শিক্ষক পাবলিশিং হাউসের ৩ খানা বই পাঠ্য করিলে এবং এককালীন বা বিভিন্ন দফায় ৪০৲ টাকার বই লইয়া ক্যাসমেমোগুলি পাঠাইলে ৩ মাসের জন্য।

২। ৬ খানি বই পাঠ্য করিলে এবং ঐ ভাবে ৬০৲ টাকার বই কিনিলে ৬ মাসের জন্য।

৩। ৮ খানি বই পাঠ্য করিলে এবং ঐ ভাবে ৮০৲ টাকার বই কিনিলে ১ বৎসরের জন্য।

N.B.—বলা বাহুল্য উক্ত সুবিধা দেওয়া হইবে বলিয়া বইয়ের কমিশনের হার কাহারও কমিবে না।

S/B/238A

SCISSORS

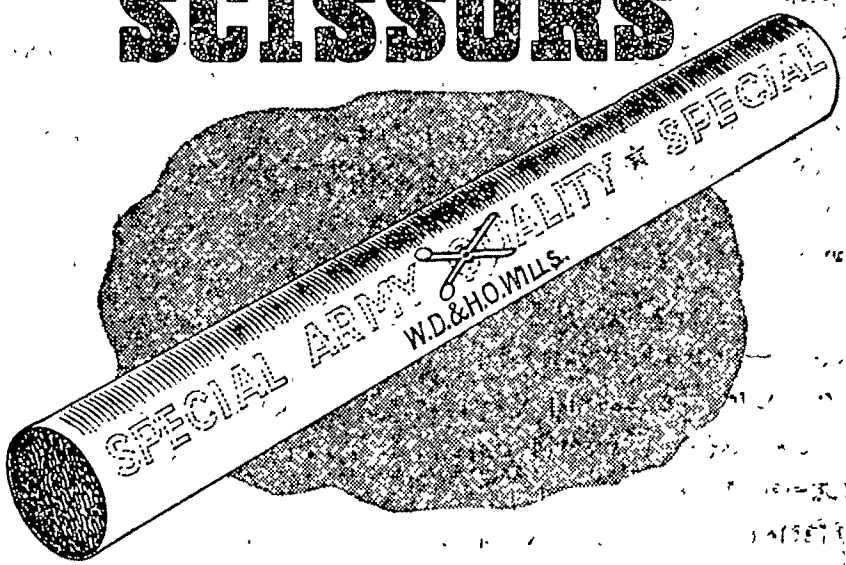

তিন পুরুষ ধরিয়া জনপ্রিয়

রোগান্ত দুর্বলতা

নষ্ট-স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারে প্রধান অন্তরায়।

সুপরীক্ষিত পুষ্টিকর টনিক

লেসিভিন

মল্ট, লেসিথিন, সিন্‌কোনাসার প্রভৃতি সুনির্বাচি
উপাদানে প্রস্তুত।

ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগভোগের প
শারীরিক ও মানসিক অবসাদ অচিরে দূর করে
প্রসবান্তে মাতার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ উপযো

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়
কলিকাতা···বোম্বাই···কানপুর

OUR NEW PUBLICATIONS FOR

CLASSES V & VI

(Written according to the New Syllabus)

e Happy Way To English—

Primer (for Class V) As. 12
Bk. 1 (for Class VI) Rs. 1-2-0

ld's Simple English Grammar—

(for Class VI) As. 8

BY

Sailendra Nath Banerji M.A., B.T.,
Hd. Master, Chetla Boys' H. E. School, Calcutta.

nslation And Composition Made Easy—

(for Class VI) As. 9

BY

N. C. Sinha M.A., Dip. Ed. (Edin)
Hd. Master, Keshab Academy, Calcutta.

ORIENT LONGMANS LTD.

17, Chittaranjan Avenue, Calcutta—13

MENDED-2008

পাঁচটি প্রধান কারণ

শিক্ষক পাবলিশিং হাউসের পুস্তকগুলি পাঠ্য করিবেন কেন ?

উত্তর

১। প্রত্যেক বইখানি নূতন বুনিয়াদী সিলেবাস অনুসারে শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত এবং শিক্ষাবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

২। মুদ্রণ পরিপাট্যে, প্রচ্ছদপটের সৌন্দর্য্যে এবং বহু সংখ্যক চিত্রে সুশোভিত হইয়া পুস্তকগুলি অনুপম।

৩। শিক্ষক পাবলিশিং হাউসের কর্ত্তৃপক্ষগণ, বিশেষতঃ ইহার প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক সমাজের অকৃত্রিম সেবক ও পরম বন্ধু।

৪। শিক্ষকগণ আমাদের নিকট হইতে সরাসরি পুস্তক লইলে ঘরে বসিয়া শতকরা ৩৩।/৩ পর্য্যন্ত কমিশন পাইবেন।

৫। অধিকন্তু, বিনামূল্যে শিক্ষক 'পত্রিকা' প্রদানের পরিকল্পনানুসারে বিনা চাঁদায় এই পত্রিকা পাইবেন।

শিক্ষক পত্রিকার বিভিন্ন পৃষ্ঠায় আমাদের বইগুলির ও বিনামূল্যে 'শিক্ষক' পাইবার বিজ্ঞাপন দেখুন।

শিক্ষক পাবলিশিং হাউস

হেড অফিস :—৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা—১৯

শাখা :—১৮।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৫।০

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীসমীর রায় চৌধুরী, শিক্ষক প্রেস, কলিকাতা ১৯

কার্য্যালয়—৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, ফোন : পি, কে ১৮৭৪